



নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 36 ■ Issue 01 ■ January 2020 ৩৬ বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ জানুয়ারি ২০২০

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী

মাইন ও বিস্ফোরক অপসারণ
নিরাপদ সমুদ্র সন্ধানে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা

ডাইভার ডিটেকশন সিস্টেম
সিএসআর: সক্ষমতার পথে যাত্রা



নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ
ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন
বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ
রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক
কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি
মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত
প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ
পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয়
নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ
নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও
বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার
সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

সমুদ্র তরঙ্গ



১৭

সিএসএআর: এক অনন্য সক্ষমতা

কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ (সিএসএআর) অপারেশান এর সাথে সাধারণ সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশানের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত কোনো দেশে বা অঞ্চলে যুদ্ধপরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে কিংবা বিচ্ছিন্ন বিপজ্জনক এলাকা থেকে কোনো সৈনিক কিংবা ব্যক্তিকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের অপারেশান পরিচালিত হয়। বেশিরভাগ দেশে কোস্ট গার্ড, প্যারামিলিটারি সংস্থা এবং ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের মতো বাহিনীগুলোকে মাল্টিলেভেল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশান পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। তবে সিএসএআর অপারেশানের মতো বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনার উপযুক্ততা এরা অর্জন করে না। সিএসএআর এর জন্য দরকার হয় কিছু বিশেষ ধরনের সক্ষমতা।

বৌশক্তি দেশে দেশে



২২

নতুন মাল্টিরোল ওয়েপন সিস্টেম উন্নয়নে একজোট থ্যালেস ও নেস্টার

ফরাসি নৌবাহিনীর সম্ভাব্য চাহিদা বিবেচনায় রেখে র‍্যাপিড ফায়ার নেভাল নামে নতুন এক মাল্টিরোল ওয়েপন সিস্টেম উন্নয়নে একজোট হয়েছে থ্যালেস ও নেস্টার। বিএই সিস্টেমস এবং নেস্টারের যৌথ উদ্যোগ সিটাইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিলভেন রিচি এ তথ্য জানিয়েছেন। র‍্যাপিড ফায়ার নেভাল হচ্ছে রিমোট-কন্ট্রোলড টারেট। এ ওয়েপন সিস্টেমে যুক্ত থাকছে স্ট্যাবিলাইজড সিটিএআই ৪০ মিলিমিটার কেসড টেলিস্কোপড আর্মামেন্ট সিস্টেম (সিটিএএস)।





প্রধান রচনা

নিরাপদ সমুদ্র সন্ধানে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা মাইন ও বিস্ফোরক অপসারণ

সম্পাদকীয় ■ ০৬

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৭
নৌবাহিনীর প্রধান সংবাদ

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ২০
আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী ও নৌবিষয়ক সংবাদ

জনস্বার্থে নৌবাহিনী ■ ২৪
জাতীয় জীবনে নৌবাহিনীর কল্যাণ তৎপরতা

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ২৬
দেশের জলসীমার নিরাপত্তায় মহড়া ও প্রশিক্ষণ সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩১
নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ
বৃহত্তর নৌপরিবার কেন্দ্রিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও আনুষঙ্গিক চর্চা

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ৩৮
নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪৪
নৌপরিবারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৭

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

লেয়াটে গালফের নৌযুদ্ধ

লেয়াটে গালফের নৌযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম একটি যুদ্ধ। জাপানিদের কবল থেকে ফিলিপাইন দখলের মার্কিন প্রচেষ্টা পার্ল হারবার আক্রমণের পর থেকেই চলছিল। সেই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ফিলিপাইনের লেয়াটে দ্বীপ দখলের জন্য অক্টোবরে একটা ব্যাপক নৌ আক্রমণের আয়োজন করে। লেয়াটে দ্বীপের পূর্বে লেয়াটে গালফ আর উত্তরে ফিলিপাইন সাগরে অবস্থান নেয় তৃতীয় ও সপ্তম নৌ বহর। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন জলসীমায় ১৯৪৪ সালের ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবর ঘটে যায় রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধ।



কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে মাইনমুক্ত অথবা নিদেন পক্ষে মাইন নিক্ষেপ করা এবং ডুবুরি শনাক্তের প্রধানতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সময়। কোনো অঞ্চলে ডুবুরির অনুপ্রবেশ ঠেকানো অথবা মাইন বা বিস্ফোরক অনুসন্ধান, শনাক্ত ও নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে প্রথম কাজটি হচ্ছে জরিপ চালানো এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোর শ্রেণিবিন্যাস করা। ডুবুরি শনাক্তে ডাইভার ডিটেকশন সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে বিস্ফোরক অপসারণের ক্ষেত্রে হুমকির সম্ভাব্য ধরন, জরিপের আওতায় থাকা অঞ্চলের আকার-আয়তন এবং সেখানকার পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে ঠিক কোন ধরনের যন্ত্রপাতি বা জাহাজ ব্যবহার করা হবে।

১২

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি



০৪

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী

সমুদ্র সম্পদের সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় এর গুরুত্ব বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের আগেই অনুধাবন করেছিলেন। ১৯৬৬ এর 'ছয় দফা'য় পূর্ব বাংলায় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল সেই ভাবনারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই অরক্ষিত সমুদ্রসীমায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে নৌবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন অতি সত্বর। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারত থেকে আনা দুটি প্যাট্রল ক্রাফট আর সীমিত জনবল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বাহিনী হিসেবে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর।

শীর্ষ সংবাদ



০৮

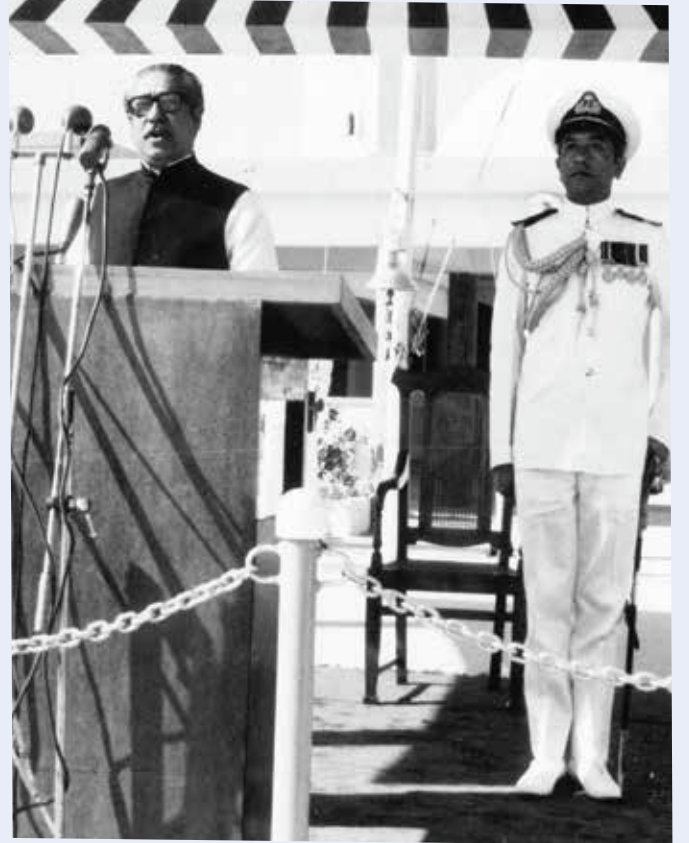
বিএনএ'তে রষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২২ ডিসেম্বর মিডশিপম্যান ২০১৭/এ ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০১৯/বি ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের শীতকালীন রষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৭/এ ব্যাচের ৬১ জন মিডশিপম্যান এবং ২০১৯/বি ব্যাচের ১১ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারসহ সর্বমোট ৭২ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে সাতজন নারী কর্মকর্তা এবং দুজন মালদ্বীপের কর্মকর্তা রয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী



সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে একটি দেশের সমুদ্রসীমার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পরতেই রয়েছে সমুদ্রের ছোঁয়া-তা আমরা সমুদ্র থেকে যত দূরেই থাকি না কেন। বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার, তার প্রায় সবকিছুই আসে সমুদ্র থেকে নয়তো সমুদ্র হয়ে। কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, জ্বালানিসহ দেশের সকল আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও সহজ মাধ্যম এই সমুদ্র। ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের জলসীমা অর্থাৎ প্রায় বাংলাদেশের স্থলভাগের সমান আয়তনের অপার সম্ভাবনা আমাদের সমুদ্রসীমা ও এর সম্পদ। এই বঙ্গোপসাগর আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের গর্ব। সর্বপ্রথম সমুদ্রসীমার এই সম্ভাবনাকে গভীর প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ পরিণত হয় সমুদ্র আইন প্রণয়নকারী প্রথমদিকের দেশগুলোর একটিতে। বঙ্গোপসাগরে নিজেদের অধিকার সুসংহত করতে তিনি ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করেন সমুদ্রাঞ্চল বিষয়ক আইন 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জেনস অ্যাক্ট-১৯৭৪'। এই আইনের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। আর দেশের সমুদ্র আইন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সমুদ্রকে নিরাপদ আর শত্রুমুক্ত রাখতে মূল ভূমিকা পালন করছে আমাদের নৌবাহিনী। মূলত বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্য নৌবাহিনী অতীব গুরুত্বপূর্ণ।



সমুদ্র সম্পদের সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৬ এর 'ছয় দফা'য় পূর্ব বাংলায় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবি করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের কাজ হাতে তুলে নেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারত থেকে আনা দুটি প্যাট্রল ক্রাফট 'পদ্মা' ও 'পলাশ' আর স্বল্পসংখ্যক জনবল নিয়ে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। ১৯৭৪ সালে তিনি প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেন এবং এই প্রতিরক্ষা নীতিতে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের ওপর জোর দেন।



১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন এবং একইসাথে বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানৌজা ঈসা খান, বানৌজা হাজী মহসীন এবং বানৌজা তিতুমীর এর কমিশান করেন। সেসময় তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি শক্তিশালী এবং আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন। এ লক্ষ্যে এরপর তিনি যুগোশ্লাভিয়া ও ভারত থেকে পাঁচটি আধুনিক রণতরী সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া আরও পাঁচটি প্যাট্রল ক্রাফট নির্মাণ করে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে দেশীয় প্রযুক্তির গোড়াপত্তন করেন। সেই জাহাজ নির্মাণ শিল্প এখন বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পখাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাধারণ কূটনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্বাধীনতার পর পরই চট্টগ্রাম বন্দরকে কার্যক্ষম করে তুলতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে কর্ণফুলী চ্যানেলে সফলভাবে মাইন অপসারণ করা সম্ভব হয়। এর মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রাণ ফিরে পায় চট্টগ্রাম বন্দর; গতিশীল হয় আমাদের সমুদ্রনির্ভর আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য।

বঙ্গবন্ধুর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তার প্রদর্শিত ভবিষ্যৎ রূপরেখার পথ ধরেই বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক ও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে নৌবাহিনীতে বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ রয়েছে, যার মধ্যে গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট, করভেট, ফাস্ট অ্যাটাক ক্রাফট, এলপিসি, ওপিডি ও মাইন সুইপার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহ ও দিকনির্দেশনায় নৌবহরে যুক্ত হয়েছে আধুনিক দুটি সাবমেরিন



‘নবযাত্রা’ ও ‘জয়যাত্রা’। সমুদ্রতলে সত্তাবনাময় সম্পদের জরিপকার্য পরিচালনার জন্য যুক্ত হয়েছে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ। সমুদ্রে নজরদারি বৃদ্ধি করতে যুক্ত হয়েছে মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার সুবিধা সম্বলিত নেভাল এভিয়েশান। এ ছাড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনসহ দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গড়ে তোলা হয়েছে বিশেষ নৌকমান্ডো দল ‘সোয়াড্‌স’।

বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিস্তীর্ণ সমুদ্রের বিপুল মৎস্য ও খনিজসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৌবাহিনী সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় মানবপাচার, চোরাচালান রোধ, জলদস্যুতা দমন, জেলেদের নিরাপত্তা বিধান, সমুদ্র বন্দরগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের সমুদ্রকে নিরাপদ রাখার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রু ইকোনমির বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।





উপদেষ্টা

রিয়্যার এডমিরাল এম আবু আশরাফ
বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমডোর এ এস এম আফজালুল হক, (ট্যাজ),
এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

ইঃ লেঃ কমান্ডার বরুণ কুমার সরকার, বিএন

সহকারী সম্পাদক

ইঃ লেঃ কমান্ডার এস এম বাদিউজ্জামান, বিএন

সম্পাদনা সহকারী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সিপিও
মোঃ সোলায়মান, পিও (রাইটার)
মোঃ পিয়ারুল ইসলাম, পিও (এস)

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম মশিউর রহমান, বিএন
চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার রিংকু বড়ুয়া, বিএন
খুলনা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম কুতুব উদ্দিন, বিএন
কমান্ডার বিএন ফ্লিট: সাঃ লেঃ নাহিদ হাসান, (এসডি) (কম), বিএন
কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট: কমান্ডার এ টি এম আতিকুল্লাহ, (এল), বিএন
বিএন ডকইয়ার্ড: লেঃ মোঃ সাব্বির সাঈদী, (এস), বিএন
কমসোয়াডস: সাঃ লেঃ সাজ্জাদ হোসেন শাকিল, (এস), বিএন
কমন্যান্ড: লেঃ কমান্ডার এম তৌহিদুল ইসলাম (ই), বিএন
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি: ইঃ লেঃ এম আনোয়ার হোসেন, বিএন
বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম: ইঃ লেঃ মাইমুনা বিনতে মাহফুজ, বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,
ঢাকা-১২১৩
ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com
ওয়েব: www.navy.mil.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

এনলাইটেনড আইবস

বাড়ি-৪, সড়ক-৭/বি, সেক্টর-৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০২৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সমুদ্র তলদেশের হুমকি শনাক্তকরণ ও মোকাবিলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দিকেই মনোযোগী হয়ে উঠছে বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনী

১৭ মার্চ ১৯২০। বাঙালির জাতীয় জীবনের এক উজ্জ্বল দিন। এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ বছর পালিত হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। এই বিশেষ ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত সময়কে বাংলাদেশ সরকার 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। একইসাথে মুজিববর্ষকে আন্তর্জাতিকভাবে পালন করবে ইউনেস্কো। নানা আয়োজনে বছরজুড়ে স্মরণ করা হবে বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানাবে।

বর্তমান ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোনো দেশের সমুদ্র ও নৌঅঞ্চলের সুরক্ষায় এখন আর শুধু উপরিতলে মনোযোগ দিলেই হবে না, পানির তলদেশকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, রাখতে হবে সুরক্ষিত। পানির নিচের হুমকি, বিশেষ করে ডুবুরি-আক্রমণ ও বিস্ফোরক অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে তার জন্মলগ্নে দুটি বিপরীত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর একটি মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসী বাঙালি নৌযোদ্ধাদের বিভিন্ন বন্দর ও নৌঘাঁটিতে থাকা পাকিস্তানি বাহিনীর সমরাস্ত্রবাহী ও বাণিজ্যিক জাহাজের বিরুদ্ধে একযোগে পরিচালিত অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট'। এই আক্রমণ পাকিস্তানি বাহিনীর বিশেষ ক্ষতিই শুধু করেনি, একইসাথে মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতিও বদলে দিয়েছিল, ত্বরান্বিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। পাকিস্তানের পরাজয়ের পর চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর মাইন ফেলে রেখে যাওয়া, যাতে নৌপথে বাণিজ্যিক কার্যক্রমসহ সকল কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়। বঙ্গবন্ধুর তৎপরতায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন নৌবাহিনীর একটি প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ দল এসে সেই সব মাইন অপসারণ করে। পানির তলদেশকে নিরাপদ রাখা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একইসাথে দুঃসাহসিক, ঝুঁকিপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য কাজ। আর বর্তমান প্রযুক্তির যুগে তা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্তি ব্যবহার করেই সফলতা পেতে হয়। বর্তমানে ডুবুরি শনাক্তকরণে ডাইভার ডিটেকশন সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে বিস্ফোরক অপসারণের ক্ষেত্রে হুমকির সন্ধ্যা ধরন, জরিপের আওতায় থাকা অঞ্চলের আকার এবং সেখানকার পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে কোন ধরনের যন্ত্রপাতি বা জাহাজ ব্যবহার করা হবে। তাই হুমকি শনাক্তকরণ ও মোকাবিলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলোর দিকেই মনোযোগী হয়ে উঠছে উন্নত বিশ্বের নৌবাহিনীগুলো। সমুদ্র তলদেশের নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে এবারের নৌপরিক্রমায়।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে নৌবাহিনীগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা বিবেচনা করা হয় সিএসএআর অর্থাৎ কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশনকে। সাধারণ সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশনের সাথে সিএসএআর অপারেশনের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ ধরনের অভিযানে দরকার হয় কিছু বিশেষ ধরনের সক্ষমতা। সাধারণত কোনো দেশে বা অঞ্চলে যুদ্ধপরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে কিংবা বিচ্ছিন্ন বিপজ্জনক এলাকা থেকে কোনো সৈনিক কিংবা ব্যক্তিকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের অপারেশান পরিচালিত হয়। বেশিরভাগ দেশে কোস্ট গার্ড, প্যারামিলিটারি সংস্থা এবং ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের মতো বাহিনীগুলোকে মাল্টিলেভেল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশান পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। তবে এক্ষেত্রে সবসময় সিএসএআর অপারেশানের মতো বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনার মতো উপযুক্ততা অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সমুদ্র তরঙ্গে রয়েছে সিএসএআর অপারেশান নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়েই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিটি সদস্য জীবন বাজি রেখে দেশের সমুদ্রসীমায় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে যাচ্ছে। মুজিববর্ষে সবাই একাবদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্রতী হবে সেই প্রত্যাশা। সবাইকে শুভেচ্ছা।



মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আরও সুসংহত করা এবং পরাজিত অপশক্তি ও তাদের দোসরদের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে জঙ্গিবাদমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর সমগ্র জাতি ৪৯তম বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। সকালে ঢাকায় পুরাতন বিমান বন্দরে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়। এদিন ভোরে জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মো. আবদুল হামিদ

এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ। রাজধানীর জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর দৃষ্টিনন্দন কুচকাওয়াজ ছিল এ দিনের অন্যতম আকর্ষণ। এ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। দিবসটি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিকেলে বঙ্গভবনে সংবর্ধনার আয়োজন করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়াও বীরশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিজয় দিবস উপলক্ষে

নৌবাহিনী প্রধান সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বস্তরের নৌসদস্যদের উদ্দেশ্যে বাণী প্রদান করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে পতাকা দ্বারা শোভিতকরণ, সূর্যাস্তের পর থেকে আলোকসজ্জা, দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য বিশেষ মোনাজাত, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও মোংলায় নৌবাহিনীর জাহাজগুলো জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনীর বাদক দল ঢাকা সদরঘাট এলাকায় সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে শিখা অনির্বাণে পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এদিন সকালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগসর্বকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক

বিজয় দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিকেলে বঙ্গভবনে সংবর্ধনার আয়োজন করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়াও বীরশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিজয় দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনী প্রধান সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বস্তরের নৌসদস্যদের উদ্দেশ্যে বাণী প্রদান করেন।

১৫ ডিসেম্বর
রাজধানীর মিরপুর
সেনানিবাসে ডিফেন্স
সার্ভিসেস স্টাফ
কলেজের শেখ
হাসিনা কমপ্লেক্সে
'ন্যাশনাল ডিফেন্স
কোর্স ও আর্মড
ফোর্সেস ওয়ার
কোর্স-২০১৯' এর
গ্র্যাজুয়েশন
সেরিমনি অনুষ্ঠিত
হয়। অনুষ্ঠানে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা প্রধান
অতিথি হিসেবে
উপস্থিত থেকে
কোর্সে
অংশগ্রহণকারী
কর্মকর্তাগণের মাঝে
সনদপত্র বিতরণ
করেন।



সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যদের প্রতি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

অর্পণ করেন। এ সময় তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। দিনের শুরুতে নৌবাহিনীর সকল ঘাঁটি ও স্থাপনার মসজিদগুলোতে বাদ ফজর দেশের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর একটি সুসজ্জিত চৌকস দল সশস্ত্র সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জানায়। তিন বাহিনীর প্রধানগণ নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর্মি মাল্টিপারপাস হলে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠদের উত্তরাধিকারী এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা প্রদান ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সদস্যদের হাতে শান্তিকালীন বাহিনী পদক

তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। একই দিন ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও বরিশালে নৌবাহিনীর জাহাজ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এ ছাড়া নৌবাহিনী প্রধান সর্বস্তরের নৌসদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বাণীতে দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজেদের উৎসর্গ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে প্রধানমন্ত্রী

১৫ ডিসেম্বর রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসে ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজের শেখ হাসিনা কমপ্লেক্সে 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০১৯' এর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল শেখ মামুন খালেদ। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী,

জনপ্রশাসন ও বিদেশি সামরিক কর্মকর্তাসহ ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থী এনডিসি কোর্স এবং সশস্ত্র বাহিনীর ৩৮ জন কর্মকর্তা এএফডব্লিউসি কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ১৬টি দেশের সামরিক কর্মকর্তাগণ এসব কোর্সে অংশ নেন। দেশসমূহ হলো চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা, কুয়েত, মালয়েশিয়া, নেপাল, নাইজেরিয়া, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, তানজানিয়া, যুক্তরাজ্য, মালি এবং নাইজার। জাতীয় সংসদের স্পিকার, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপকবৃন্দ, স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং মিলিটারি ও ডিফেন্স অ্যাট্যাশেগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিনএনএ'তে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২২ ডিসেম্বর মিডশিপম্যান ২০১৭/এ ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০১৯/বি ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৭/এ ব্যাচের ৬১ জন মিডশিপম্যান এবং ২০১৯/বি ব্যাচের ১১ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারসহ সর্বমোট ৭২ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে সাতজন নারী কর্মকর্তা এবং দুজন মালদ্বীপের কর্মকর্তা রয়েছেন। সদ্য কমিশনপ্রাপ্তদের মধ্যে ২০১৭/এ ব্যাচের মিডশিপম্যান রাইয়ান রহমান সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জন





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে সেরা চৌকস মিডশিপম্যানকে 'সোর্ড অব অনার' প্রদান করেন (বামে) এবং প্যারেড শেষে তিনি বিএনএ'র ওয়েস্ট পয়েন্টে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করেন (ডানে)

করে সেরা চৌকস মিডশিপম্যান হিসেবে 'সোর্ড অব অনার' অর্জন করেন। মিডশিপম্যান মো. সাইদিস সাকলাইন মিরান প্রশিক্ষণে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী হিসেবে 'নৌপ্রধান স্বর্ণ পদক' এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০১৯/বি ব্যাচ থেকে অ্যাক্টিং সাব লেফটেন্যান্ট মো. কামরুজ্জামান শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী হিসেবে 'বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্বর্ণপদক' লাভ করেন। কুচকাওয়াজ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল বীর নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের কথা স্মরণ করে বলেন, “জাতির পিতার মহান প্রত্যয়ের আলোকেই বর্তমানে নৌবাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নৌবহরে দু'টি সাবমেরিন সংযোজনসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ এবং বিদ্যমান জাহাজসমূহের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে চালু করা হয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের সুবিশাল বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স।”

এ সময় আধুনিক এ প্রশিক্ষণ সুবিধাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নবীন কর্মকর্তাদের সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, নৌবাহিনীর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে

চীন থেকে দুটি মিসাইল ফ্রিগেট এবং নির্মাণাধীন দুটি করভেট অতিশীঘ্রই নৌবহরে যুক্ত হবে। একইসাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করভেট, মাইনহান্টার, ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ভেসেল ও সেইলিং ট্রেনিং শিপসহ বিভিন্ন জাহাজ ক্রয় ও নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নেভাল অভিযোজনের জন্য মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট, অ্যান্টি সাবমেরিন হেলিকপ্টার ও এলআরএমপিএ (লং রেঞ্জ মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট) ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ার লক্ষ্যে মিসাইল, আইএফএফ সিস্টেমসহ বিভিন্ন প্রকার আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংযোজনের

কাজও চলমান রয়েছে। দ্রুত এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ ঘাঁটি 'বানোজা শের-ই-বাংলা' এবং 'বানোজা শেখ হাসিনা'র নির্মাণকাজ।

তিনি পেশা হিসেবে দেশসেবার এ পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে অন্যান্যদের মাঝে সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান, নৌসদর দপ্তরের পিএসওগণ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়কসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নৌকমান্ডোসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, দেশি-বিদেশি কূটনীতিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেশা হিসেবে দেশসেবার এ পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। প্রধান অতিথি নবীন কর্মকর্তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

নবীন কর্মকর্তাদের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



২০১৮-১৯ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৬ জন নৌসদস্যকে শান্তিকালীন পদক প্রদান করেন। ২১ নভেম্বর বনানীর নৌসদর সাগরিকা হলে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা ও শান্তিকালীন পদক তুলে দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিনের পরিবারসহ পাঁচজন বীর উত্তম, সাতজন বীর বিক্রম, আটজন বীর প্রতীক মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান এবং পরিবারবর্গের সদস্যগণ, নৌসদরের কর্মকর্তাগণ ও বিপুল সংখ্যক নৌসদস্য উপস্থিত ছিলেন।



সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারীগণকে সম্মাননা প্রদান করেন নৌবাহিনী প্রধান

মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও নৌসদস্যদের শান্তিকালীন পদক প্রদান

‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৯’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী নৌবাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত ২১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীগণকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি ২০১৮-১৯ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৬ জন নৌসদস্যকে শান্তিকালীন পদক প্রদান করেন। ২১ নভেম্বর বনানীর নৌসদর সাগরিকা হলে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা ও শান্তিকালীন পদক তুলে দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিনের পরিবারসহ পাঁচজন বীর উত্তম, সাতজন বীর বিক্রম, আটজন বীর প্রতীক

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান এবং পরিবারবর্গের সদস্যগণ, নৌসদরের কর্মকর্তাগণ ও বিপুল সংখ্যক নৌসদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন, ইআরএ-১ এর কন্যা নুরজাহান বেগম সম্মাননা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা কমডোর (অবঃ) আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী, বিএন, বীর উত্তম, বীর বিক্রম, লেঃ কমান্ডার (অবঃ) মো. জালাল উদ্দিন, বিএন, বীর উত্তম ও মরহুম আফজাল মিয়া, ইআরএ-১ (অবঃ) বীর উত্তম এর স্ত্রী মরিয়ম আফজাল সহ উপস্থিত অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীগণের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। শান্তিকালীন পদক প্রদান অনুষ্ঠানে চারজনকে মরণোত্তর সেবা পদক প্রদান করা হয়। এরা হলেন মরহুম লেঃ

কমান্ডার মো. ফিরোজ কবীর, মরহুম লেঃ কমান্ডার মোজাক্কির হোসেন খান। পাশাপাশি জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্বরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গের জন্য ইঃ লেঃ কমান্ডার মো. আশরাফ সিদ্দিকী এবং মো. নুরুল ইসলাম, লিডিং সিম্যান (সিডি-২) কে মরণোত্তর অসামান্য সেবা পদকে ভূষিত করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৌপ্রধান মুজিকামী বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী লাখে শহীদের অবদানের কথা সশ্রদ্ধ চিন্তে স্মরণ করেন। তিনি নৌবাহিনী তথা দেশমাতৃকার গৌরব সমুন্নত রাখতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল নৌসদস্যকে পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

ভারপ্রাপ্ত নৌবাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় এবং রাশিয়ান সশস্ত্র বাহিনীর ৩১ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ভারপ্রাপ্ত নৌবাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বনানীর নৌসদর দপ্তরের সাগরিকা হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন লেঃ জেনারেল (অবঃ) রাজেন্দ্র সিং কাদিয়ান এবং রাশিয়ান দলের নেতৃত্ব দেন ভাসিলি মিহাইলোভিচ সিলিয়েভ। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারত ও রাশিয়ার ডিফেন্স অ্যাটাশে, সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং নৌসদরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ভারপ্রাপ্ত নৌবাহিনী

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীর যোদ্ধা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী কর্তৃফলী চ্যানেলে মাইন অপসারণে সহায়তাকারী রাশিয়ান নৌসদস্যদের বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করেন ভারপ্রাপ্ত নৌবাহিনী প্রধান



প্রধান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারত এবং রাশিয়া তথা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে পরিচালিত 'অপারেশন জ্যাকপট'কে সাফল্যমণ্ডিত করতে তিনি ভারতের অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “নৌকমান্ডাদের গেরিলা প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও অপ্রতিরোধ্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।” এ ছাড়া নৌপ্রধান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী চ্যানেলে মাইন অপসারণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরকে জাহাজ চলাচল ও নিরাপদ রাখতে রাশিয়ার সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। দু'দেশের সাথে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে জোরদার করতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ভারত ও রাশিয়ার নৌবাহিনীর সাথে একযোগে কাজ করে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এর আগে ভারত ও রাশিয়ার প্রতিনিধিদলটি শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং একান্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সফরের অংশ হিসেবে প্রতিনিধিদলটি বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে।

নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ

২ ডিসেম্বর খুলনার নৌঘাট বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৯/বি ব্যাচের ৭৮৩ জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও আকর্ষণীয় মার্চপাস্টের অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং কৃতি নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। নৌবাহিনীর ২০১৯/বি ব্যাচের নবীন নাবিকদের মধ্যে মো. জুয়েল রানা, ডিই/এসএ-২/ইউটি পেশাগত ও সকল বিষয়ে সেরা চৌকস নাবিক হিসেবে 'নৌপ্রধান পদক' অর্জন করেন। এ ছাড়া মো. লিটন, ডিই/ইউসি/ইউটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'কমখুল পদক' এবং মো. রবিউল হাসান, ডিই/ইউসি/ইউটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে 'তিতুমীর পদক' লাভ করে। নৌপ্রধান নবীন নাবিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে, মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার স্বপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৯-বি ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে নৌপ্রধান সকল নবীন নাবিকদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন

রহমান এর অসামান্য অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা গভীরভাবে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অসামান্য প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এবং পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের নৌবহরে যুক্ত হয়েছে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, হেলিকপ্টার, মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট এবং আধুনিক সামরিক সরঞ্জামাদি। অন্যদিকে যুক্ত হয়েছে নতুন

নতুন স্থাপনা, আধুনিক নৌঘাট, প্রশাসনিক ভবনসহ নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের ন্যায় বৃহৎ ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ স্থাপনা।” নৌপ্রধান পেশা হিসেবে দেশসেবা ও দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন নাবিকদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা এবং খুলনা ও যশোর এলাকার উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাসহ নাবিকগণ ও নবীন নাবিকদের অভিভাবকগণ।

নৌবাহিনী প্রধান বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৯-বি ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সেরা চৌকস নাবিকের হাতে 'নৌপ্রধান পদক' তুলে দেন



নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে নৌপ্রধান পেশা হিসেবে দেশসেবা ও দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন নাবিকদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

নিরাপদ সমুদ্র সন্ধানে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা মাইন ও বিস্ফোরক অপসারণ

ক্যাপ্টেন এম ফজলার রহমান, (সি), পিএসসি, বিএন



কাতানপা ক্রাসের মতো
অত্যাধুনিক মাইন কাউন্টারমিজার
ভেসেলগুলো মাইন শনাক্তকরণ,
নিষ্ক্রিয় বা অপসারণে খুবই
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষের কাছে শক্তির এক বিরাট উৎস সমুদ্র। কালের পরিক্রমায় তা আর শুধু খাদ্য কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমুদ্র হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদর্শনের অন্যতম ক্ষেত্র। বর্তমানে যে জাতি সমুদ্রে যত প্রতাপশালী বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সে জাতির ক্ষমতাও তত বেশি। তাই সমুদ্র দখলে রাখার অভিযান চলমান রয়েছে বিশ্বজুড়ে। এসব করতে গিয়ে মানুষ তৈরি করেছে নানা বিধ্বংসী সমরাস্ত্র এবং বিশ্বজুড়ে পরিচালনা করেছে আগ্রাসী তাণ্ডব। সমুদ্র এবং সমুদ্রতলদেশ—কিছুই বাদ যায়নি এ আগ্রাসন থেকে। দেশে-দেশে যুদ্ধ কিংবা মেরিটাইম সন্ত্রাসে বারবার আক্রান্ত হয়েছে সমুদ্র। আর ফলাফল হিসেবে বিপুল পরিমাণ মাইন, সি মাইন এবং নানা ধরনের বিস্ফোরক সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে অবিস্ফোরিত অবস্থায় জমা হয়। জমে থাকা এসব বিস্ফোরকের প্রাণঘাতী ক্ষমতাকে দেখা হয় অ্যাসিমেট্রিক গ্রেট বা সামঞ্জস্যহীন হুমকি হিসেবে। যা সমুদ্রকে করে তুলেছে অনিরাপদ। কিন্তু যে পথ দিয়ে বিশ্বের ৯০ শতাংশ পণ্য পরিবাহিত হয়, তাকে তো এভাবে অনিরাপদ অবস্থায় ফেলে রাখা যায় না। যত দ্রুত সম্ভব ওঁত পেতে থাকা এই নীরব হুমকিগুলো নিষ্ক্রিয় বা অপসারণ করাটাই সমীচীন। তবে এটাও ঠিক, এসব বিস্ফোরকের অবস্থান শনাক্তকরণ ও আকার-আকৃতি জেনে সেগুলো নিষ্ক্রিয় বা অপসারণ করা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ।

সমুদ্রতলের অবিস্ফোরিত মাইন ও রোমা সমুদ্রকে ঘিরে তৈরি করেছে এক অনিশ্চিত আবহ। তাছাড়া মেরিটাইম শিল্পখাত দিনে দিনে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সমুদ্রতলের মাইন ও বিস্ফোরক অপসারণ এখন আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সামনে রেখে সমান তালে অগ্রগতি ঘটছে সেন্সর ও নেভিগেশন প্রযুক্তিতে। ফলে অবিস্ফোরিত মাইন ও রোমা শনাক্তকরণ এবং নিষ্ক্রিয়করণ অভিযানের চরিত্রটাও দিন দিন বদলে যাচ্ছে। সমুদ্রতলের বিস্ফোরক অপসারণ (আন্ডারওয়াটার এক্সপ্লোজিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল-ইওডি) প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের নৌবাহিনীগুলো এখন দূরনিয়ন্ত্রিত এবং স্বনিয়ন্ত্রিত ডুবোযান, সেন্সর ও এক্সপ্লোসিভ ডিসপোজার প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এ প্রযুক্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য জানা বা বোঝার আগে সি মাইনের ইতিহাস জানাও জরুরি।

সি মাইনের ইতিহাস

বেলজিয়ামের শেল্ট নদীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সি মাইনের ইতিহাস। ষোড়শ শতাব্দীতে দুটো ডাচ জাহাজ গানপাউডারে ভর্তি করে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এ নদীতে থাকা সেতুর দিকে। গানপাউডারের বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায় সেতুটি। সে ঘটনা থেকে ওই জাহাজ দুটি পরিচিতি পায় সি মাইন হিসেবে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে ডেভিড বুশনেল নিয়ানটিক উপসাগরে থাকা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে

দিতে গানপাউডার ভর্তি পিপা ভাসিয়ে দেন। এতে যুদ্ধজাহাজটির কাছে থাকা একটি ছোট নৌযান ধ্বংস হয়, নিহত হয় চারজন নাবিক। বুশনেলের ভাসমান পিপা লক্ষ্যে আঘাত হানতে না পারলেও ওই ঘটনার পর সি মাইনের উদ্ভাবকের নাম কুড়ান তিনি। আর এরপর থেকেই যুদ্ধে বিধ্বংসী এক অস্ত্র হিসেবে সন্ধান পাওয়া তৈরি করে সি মাইন।

ভাসমান মাইনের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে। এ অস্ত্র প্রয়োগ করে মোবাইল বে যুদ্ধে ফেডারেল নেভির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাহাজ ধ্বংস করতে সক্ষম হয় কনফেডারেট নেভি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভয় জাগানিয়া জার্মান ইউ-বোটের বিরুদ্ধে কার্যকর অস্ত্র হয়ে ওঠে নেভাল মাইন। স্কটল্যান্ড থেকে নরওয়ে পর্যন্ত প্রায় ২৩০ মাইলজুড়ে আমেরিকান ও ব্রিটিশ বাহিনী মাত্র পাঁচ মাসে ৭০ হাজারেরও বেশি মাইন স্থাপন করে। ছয়টি সাবমেরিন ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ডুবে যায় অনেকগুলো জাহাজ। সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ ও পরিস্থিতির দরুন বিবর্তিত হয়েছে সি মাইন। ভাসমান সি মাইনে কাস্কিত সফলতা না আসায় তা স্থাপন করা হয় সমুদ্র তলদেশে। এতে বিভীষিকাময় গুপ্ত ঘাতক হিসেবে বিকাশ ঘটে সি মাইনের। শুরু হয় সি মাইনের প্রতিরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক পাল্টাপাল্টা ব্যবহার। সহজ এবং সুলভ হওয়ার কারণে অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠে সি মাইন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে মাইনের কথা বিশেষ কেউ মনে রাখেনি। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে

পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ডুবোযান ও আকাশযান প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে সি মাইন স্থাপিত হতে থাকে আরও বেশি পরিমাণে। মাইনের ক্ষমতাও প্রাথমিক পর্ব থেকে বেরিয়ে আরও বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। আগে কেবল স্পর্শের ভিত্তিতে বিস্ফোরণ ঘটত। এখন শত্রুপক্ষীয় জাহাজের ম্যাগনেটিক, অ্যাকুস্টিক উপস্থিতি বা পানির চাপের হেরফেরে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নৌপরিবহন রুট বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে ১২ হাজার মাইন স্থাপন করেছিল। ৬৫০টি জাপানি জাহাজ ডুবেছিল তাতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরীয় যুদ্ধে আবারও সি মাইন শিরোনাম হয়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সামরিক শক্তিতে পিছিয়ে থাকা কোরীয়রা সি মাইন ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীকে যথেষ্ট ভুগিয়েছিল। যুদ্ধকালে স্থাপিত সব সি মাইন বিস্ফোরিত হয়নি। যুদ্ধোত্তরকালে অবিস্ফোরিত সেন্সর সি মাইন অপসারণ বা নিষ্ক্রিয় করাও সম্ভব হয়নি। অনেকগুলোর অবস্থানও এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি। ফলে সমুদ্রতলে আজও অনেক সি মাইন অবিস্ফোরিত এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এযাবৎ কী পরিমাণ অবিস্ফোরিত এবং পরিত্যক্ত বিস্ফোরক সমুদ্রতলে জমা হয়েছে তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে সব সামরিক অভিযান বিবেচনায় এ সংখ্যা কয়েক লাখ হতে পারে। আকার, আকৃতি এবং প্রকৃতি ভিন্নতায় এগুলোর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাতোও রয়েছে ভিন্নতা।

সি মাইন নিষ্ক্রিয়করণ ও অপসারণ

সি মাইন অকার্যকর করতে দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে সুইপিং হলো আদি এবং আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি। প্রথম দিকে অগভীর সমুদ্র তলদেশে কন্টাক্ট মুরড মাইনের স্থাপন প্রক্রিয়া অনুসারে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে জাহাজ থেকে বিভিন্ন মাইন বা বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী সরঞ্জাম লম্বা রশিতে বেঁধে সত্ৰব্য মাইনক্ষেত্র সুইপিং করা হয়। তবে এ ব্যবস্থাকে প্রতিহত করতে মাইনেও যুক্ত হয় নানা প্রযুক্তি, যেমন লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ এবং স্বয়ংক্রিয় বিস্ফোরণ প্রযুক্তি। মাইন স্থাপিত হতে থাকে আরও গভীরে। ফলে মেকানিক্যাল মাইন সুইপিংয়ের সাথে যুক্ত হয় ম্যাগনেটিক, অ্যাকুস্টিক এবং সংযুক্ত ইনফ্রায়েন্স পদ্ধতির মাইন সুইপিং প্রযুক্তি। তবে এসব পদ্ধতি আরও কার্যকর করার পাশাপাশি সুইপিং জাহাজ, সরঞ্জামাদি এবং সুইপিং প্যাটার্ন আধুনিকায়ন করেও সমুদ্রতল শতভাগ মাইনমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই সমুদ্র তলদেশ নিরাপদ করতে মাইন সুইপিং পদ্ধতি মাছ শিকারের মতোই একটি ভাগ্যনির্ভর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

মাইন সুইপিং পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা উত্তরণে প্রবর্তিত হয়েছে মাইন হান্টিং পদ্ধতি। সমুদ্র তলদেশে জরিপ অঞ্চলের আকার, মাইন ও বিস্ফোরকের সত্ৰব্য ধরন এবং সেখানকার পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। নির্মাণ করা হচ্ছে বিশেষ ধরনের মাইন হান্টিং জাহাজ। উদ্ভাবন করা হয়েছে অত্যাধুনিক সি মাইন ও বিস্ফোরক শনাক্তকরণ প্রযুক্তি, জাহাজ থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য জলযান (রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকেল বা আরওভি) এবং সি ড্রোন (অটোনোমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল বা এইউভি)। সমর এবং শান্তিতে সমুদ্র শাসনের অভিপ্রায়ে সি মাইন ও সমুদ্র তলদেশের অবিস্ফোরিত বিস্ফোরকের হুমকি মোকাবিলায় এ সব অত্যাধুনিক জাহাজ (মাইন কাউন্টার মেজার ভেসেল বা এমসিএমভি), আরওভি ও এইউভি দিয়ে অনেক দেশই সমুদ্র করে চলেছে তাদের নৌ বহরের মাইন ও সমুদ্রতলের বিস্ফোরক নিরোধ সক্ষমতা।

আন্ডারওয়াটার এক্সপ্লোসিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল (ইওডি) বা সমুদ্রতলে থাকা বিস্ফোরক অপসারণ অভিযান নানা ধরনের হুমকি ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। মোটা দাগে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যদিও কিছু ওভারল্যাপিং বা অধিক্রমণ থেকে যায়। এগুলো হচ্ছে অবিস্ফোরিত ও পরিত্যক্ত বিস্ফোরক (ইউএক্সও এবং এএক্সও), যেগুলো সাম্প্রতিক কোনো ঘটনার কারণে সাগরতলে জায়গা নিয়েছে; অতীতে স্থাপিত মাইন ও বিস্ফোরক, যেগুলো শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে অপসারণ করা হচ্ছে। আর সর্বশেষ পরিস্থিতি বা হুমকি আসছে সত্ৰাসী গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে, যারা ব্যবহার করছে আন্ডারওয়াটার ইম্প্লেভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (ইউডব্লিউআইডি)। বন্দর, পোতাশ্রয় ও উপকূলীয় অবকাঠামোর পাশাপাশি এসব হামলার লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে উপকূলবর্তী অবকাঠামো, বাঁধ ও সেতু।

কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে মাইনমুক্ত অথবা নিদেনপক্ষে মাইন-নিরাপদ করার প্রধানতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সময়। অর্থাৎ মাইন বা বিস্ফোরক অনুসন্ধান, শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয় করার ক্ষেত্রে সাধারণত যে সময় প্রয়োজন হয় তা

কমিয়ে আনাই প্রধান চ্যালেঞ্জ। তবে প্রথম কাজটি হচ্ছে জরিপ পরিচালনা এবং সত্ৰব্য ঝুঁকিগুলোকে শ্রেণিকৃত করা। হুমকির সত্ৰব্য ধরন, জরিপের আওতায় থাকা অঞ্চলের আকার-আয়তন এবং সেখানকার পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে কোন ধরনের যন্ত্রপাতি বা জাহাজ ব্যবহার করা হবে। হুমকি শনাক্তকরণ ও মোকাবিলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলোর দিকেই মনোযোগী হয়ে উঠছে উন্নত দেশের নৌবাহিনীগুলো। আর সম্প্রতি এ কাজে তারা ব্যবহার করছে মাইন কাউন্টারমেজার ভেসেল (এমসিএমভি), দূরনিয়ন্ত্রিত ভেহিকেলের (আরওভি) মতো স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি এবং স্বনিয়ন্ত্রিত ডুবোযান (এইউভি)।

সমুদ্রতলে থেকে যাওয়া বিস্ফোরক অপসারণ এবং অন্যান্য হুমকি মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাধারণত দুই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করছে। কোনো বাহিনী মনোযোগ দিচ্ছে অত্যাধুনিক মাইন কাউন্টারমেজার ভেসেল (এমসিএমভি) সংগ্রহে, অন্যরা আবার আরওভি ও এইউভির মতো সস্তা প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। উভয় পদ্ধতির সমাবেশ নিয়েও এগিয়ে যাচ্ছে কোনো কোনো দেশের নৌবাহিনী। উদ্দেশ্য একটাই—মাইন অপসারণ এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলা।

দূরনিয়ন্ত্রিত ভেহিকেল (আরওভি) এবং স্বনিয়ন্ত্রিত ডুবোযান (এইউভি)

বড় কোনো অঞ্চলজুড়ে মাইন শনাক্তকরণে সবচেয়ে কার্যকর প্রযুক্তি হচ্ছে এইউভি। এটা দ্রুততার সঙ্গে ম্যাপিংয়ের কাজটি করতে পারে। ইসিএ গ্রুপের এ-৯ দুটো সংস্করণে পাওয়া যায়। ৭০ কেজি ওজনের এ ধরনের ডুবোযানগুলো টানা কাজ করতে পারে ১০ থেকে ২০ ঘণ্টা। এ-৯এম নৌবাহিনীর এমসিএম অপারেশানে খুবই উপযুক্ত আর এ-৯ই সমুদ্রতল জরিপ ও রুট ক্লিয়ারেন্সে কার্যকরী। উভয় সংস্করণের প্রধান সেন্সরটি একটি ইন্টারফেরোমেট্রিক, ডুয়াল-ফ্রিকোয়েন্সি সাইড-স্ক্যান সোনার। নৌ ও বাণিজ্যিক ব্যবহারে কংস্বার্গ-হাইড্রয়েড রেমাস-১০০ একটি উপযুক্ত বিকল্প। টেলেভাইনের স্বনিয়ন্ত্রিত ডুবোযান গ্যাভিয়া সামরিক-বেসামরিক উভয় কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বহুল প্রচলিত আরেকটি এইউভি হচ্ছে এলট্রি ওশানসার্ভার আইভার-প্রি। সাইড-স্ক্যান সোনার ব্যবহারের পাশাপাশি এই এইউভির পেছনে বাঁধা থাকে একটি ম্যাগনেটোমেটার। কাদা বা বালির স্তূপের নিচে পড়ে থাকা মাইন ও বিস্ফোরক শনাক্ত করতে এ পদ্ধতিটি খুব কাজে দেয়। তবে খুবই সস্তা ও আকর্ষণীয় মাইন শনাক্তের এ ব্যবস্থার (এমটিজেড-ইউএক্সও এমডিএ) তৈরি করেছে ইতালির সিআইএ। একটি দূরনিয়ন্ত্রিত ভেহিকেলের সামনে বসানো থাকে সারিবদ্ধ মেটাল ডিটেক্টর, যা পানির ৩০০ মিটার নিচেও কাজ করতে পারে। এ উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত হয়ে এখন বেশ কয়েকটি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে আরওভি উৎপাদন করছে, যেগুলো বেশ সস্তা। যেমন, সাব উন্নয়ন করেছে সিআই ফ্যালকন। অবিস্ফোরিত, পরিত্যক্ত মাইন ও বিস্ফোরক শনাক্তকরণে দূরনিয়ন্ত্রিত এই ভেহিকলগুলো (আরওভি) একটি অ্যামবিলিক্যাল ক্যাবলের মাধ্যমে মূল ভেসেলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ফলে বিশাল অঞ্চলে খুব কম সময়েই জরিপ চালানো যায়।

মাইন শনাক্ত করার পর তার অবস্থান পুনঃশনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা

হচ্ছে ডুবুরি বা আরওভি। ডুবুরি এবং আরওভিগুলো সমুদ্রতলের অন্যান্য কাঠামো যেমন হাল, পিয়ার, পাইপলাইন, পাইলনও পর্যবেক্ষণ করতে পারে। স্বনিয়ন্ত্রিত ডুবোযানগুলো (এওভি) অবশ্য তা করতে পারে না। নিরাপত্তা বিবেচনায় নিলে আরওভিগুলো বেশ কিছু সুবিধাও দেয়। ইসিএ গ্রুপের সিস্ক্যান এককে-টু সামরিক ও বেসামরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। মানুষ নিষ্ক্ষেপযোগ্য এ যানে যুক্ত থাকে একটি রঙিন ভিডিও ক্যামেরা এবং ব্লুভিউ নামের একটি উচ্চ-রেজলুশ্যনের ডুয়াল-ফ্রিকোয়েন্সি সোনার। রিচার্জেবল ব্যাটারিতে চলে এ ডুবোযান, ফলে মূল ভেসেলের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী ক্যাবলের প্রয়োজন হয় না। ইসিএ গ্রুপের আরেকটি পণ্য হচ্ছে কে-স্টার-ওয়ান। মাইন নিষ্ক্রিয় করার কাজে ব্যবহৃত কে-স্টার ওয়ান-শট মাইন ডেস্ট্রাকশন ভেহিকেলের (এমডিভি) একটি সংশোধিত সংস্করণ হচ্ছে কে-স্টার-ওয়ান। তবে কেবল শনাক্তকরণের কাজেই এটা ব্যবহার করা হচ্ছে। সেন্সর ও কার্যকারিতা বিবেচনায় সিস্ক্যান ও কে-স্টার-ওয়ান সমপর্যায়ের।

কানাডার অন্টারিও-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপ ট্র্যাকার ছোট আকারের কিছু আরওভি উন্নয়ন করেছে। এগুলো হচ্ছে ডিটিজি-টু এবং ডিটিএক্স-টু। প্রথমটি ১০০ মিটার ও দ্বিতীয়টি ৩০০ মিটার গভীরতায় পর্যবেক্ষণের কাজটি সারতে পারে। মাইন শনাক্তকরণের কাজে আরেকটি কমপ্যাক্ট আরওভি হচ্ছে ভিডিওরে প্রো-ফোর। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, কান্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেক্ট; সৌদি বর্ডার গার্ড এবং অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, তুরস্ক ও যুক্তরাজ্যের নৌবাহিনী প্রো-ফোর ব্যবহার করছে। টেলেভাইনের বাণিজ্যিক আরওভি হচ্ছে সিবিটস্ক ডিএলবিডি-৩০০। এতে যুক্ত রয়েছে ডপলার ভেলোসিটি লগ, অটোমেটিক নেভিগেশন প্যাকেজ, ক্যামেরা/লাইট, হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ইমেজিং সোনার এবং একটি গ্র্যাবার/ম্যানিপুলেটর আর্ম।

অবিস্ফোরিত মাইন ও বিস্ফোরক সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরসন করতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সাব উন্নয়ন করেছে সিওয়াপস নামের একটি কমপ্যাক্ট আরওভি। ডুবোযানটি সত্ৰাসী কার্যক্রম মোকাবিলায়ও যথেষ্ট পারদর্শী। সমুদ্রযান বা উপকূল থেকে একটি পোর্টেবল কনসোল এবং একটি টিথারের সাহায্যে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যানটিতে শক্তির জোগান দেয় টিথার। এ আরওভিতে যুক্ত রয়েছে একটি বিশেষ ম্যানিপুলেটর

বাল্টিক অপারেশন মহড়া চলাকালীন জার্মান নৌবাহিনীর সুইডেনেক ক্লাস (টাইপ ৭৪৫) প্রশিক্ষণ জাহাজ রনস্ট থেকে পানির নিচে একটি মাইন কাউন্টারমেজার ড্রোন এককে-১৮ মড ২ কিওফিশ স্থাপনের মহড়া সম্পন্ন করেছে





পোলিশ মাইন কাউন্টারমেজার সিস্টেমের বিভিন্ন অংশ

সূত্র: মেরিটাইম টেকনোলজি সেন্টার

আর্ম, যা লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ মাইন বা বিস্ফোরকের খুব কাছাকাছি একটি এক্সপ্লোসিভ ডিসরাপ্টর স্থাপনে সক্ষম।

যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল রিসার্চ অফিসের সঙ্গে সম্পাদিত এক চুক্তির অধীনে আরইউ নামের একটি প্রতিষ্ঠান জলবাহিত (ওয়াটারবর্ন) আইইডি পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণে উন্নয়ন করেছে মেরিটাইম ডেস্কটোপ ম্যানিপুলেটর সিস্টেম (এমডিএমএস)। এতে রয়েছে দুই আঙুলবিশিষ্ট গ্রিপারসহ দুটি রোবটিক আর্ম বা হাত, যা অনেকটা মানুষের হাতের মতোই কাজ করে। যেকোনো ধরনের আরওভিতে এই সিস্টেম যুক্ত করা যায়।

বিশ্বের সবচেয়ে সফল ও কমপ্যাক্ট এমডিভিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অ্যাটলাস ইলেকট্রনিকের সিস্টেম। মাইন বা বিস্ফোরকের অবস্থান পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা হয় সিসফ্র-ওয়ান। এ ভেহিকলে যুক্ত থাকে একটি ইন্টারশিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম, ৩৬০ ডিগ্রি ফরয়ার্ড-লুকিং সোনার, একটি আপওয়ার্ড-লুকিং সোনার, তলদেশ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি সাইড-স্ক্যান সোনার এবং টিভি সিস্টেম, যার কাজ হচ্ছে হাল পর্যবেক্ষণ। মাইন নিষ্ক্রিয়করণের কাজে ব্যবহার করা হয় এমডিভি সিসফ্র-সি। তবে কোবরা এমডিএস সংযোজিত সিসফ্র-ওয়ান হয়ে উঠতে পারে একটি নমনীয় ইউডি টুল, যার মাধ্যমে খুব কম খরচে মাইন নিষ্ক্রিয় করা যায়। উপকূলবর্তী অবকাঠামো মাইনমুক্ত করতে বাণিজ্যিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এই মধ্যে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

মাইন নিষ্ক্রিয় করতে বিশ্বের অনেক বাহিনীর কাছে উপযুক্ত সমাধান হিসেবে হাজির হয়েছে সাব নির্মিত মাল্টি-শট মাইন নিউট্রালাইজেশন সিস্টেম (এমইউএনএস)। এ সিস্টেমটি হচ্ছে তিনটি এক্সপ্লোসিভ চার্জ বা ডিজরাপ্টর সংযোজিত একটি বিশেষ আরওভি। মাইনসদৃশ কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এলে ম্যাগাজিন থেকে একটি ডিসরাপ্টর বেরিয়ে আটকে যায় ওই মাইনে। নির্দিষ্ট বিরতির পর একটি টাইমার আরএফ রিসিভারসহ একটি ফ্লোট ছেড়ে দেয়। ভেহিকলটি এরপর মাইনের মতো দেখতে পরের বস্তুর কাছাকাছি গিয়ে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটায়। ম্যাগাজিন

খালি হয়ে গেলে ডুবোযানটিকে মাদার শিপে ফিরিয়ে আনা হয় এবং আবারও ডিজরাপ্টরসহ সমুদ্রে নামিয়ে দেওয়া হয়। রয়্যাল সুইডিশ নেভি এগুলো তাদের বহরে যুক্ত করেছে। অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ এমএসিএম কর্মসূচিতেও এ প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে।

মাইন কাউন্টারমেজার ভেসেল (এমসিএমভি)

মাইনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং প্রাণঘাতী এসব বিস্ফোরক থেকে মাইন নিষ্ক্রিয় বা অপসারণে যুক্ত কর্মীদের প্রাণ বাঁচাতে রোবট প্রযুক্তি অসাধারণ ভূমিকা রাখছে। অত্যাধুনিক মাইন কাউন্টারমেজার (এমসিএম) ভেসেলগুলো প্রথাগত মাইন সুইপার ও সক্রিয় মাইন হান্টারের ভূমিকায় নেমেছে। মাইন শনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ, নিষ্ক্রিয় বা অপসারণের কাজে এ ভেসেলগুলো এখন ঠাঁই পাচ্ছে বিভিন্ন দেশের নৌবহরে।

এমসিএম ভেসেলগুলোর মধ্যে কাতানপা ক্লাসের কথা বিশেষভাবে উঠে আসে। ফিনল্যান্ডের নৌবাহিনীতে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি এ ক্লাসের ভেসেল যুক্ত হয়েছে। আলজেরিয়ার নৌবাহিনীতে ২০১৭ সালে কমিশানিং হয়েছে এ ক্লাসের জাহাজ এল-কাশেহ। বিশেষ উপকরণ দিয়ে নির্মিত মনোহালের এ জাহাজ সমুদ্র তলদেশের বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে নিতে পারে সহজেই। ডিজেল-ইলেকট্রিক শক্তিস্রোত এ জাহাজে থাকে গেমেরিন প্লুটো প্লাস দূরনিয়ন্ত্রিত মাইন অপসারণ ইউনিট এবং সাইড-স্ক্যান সোনার সম্বলিত ক্লেইন মেরিন সিস্টেম।

প্রতিরক্ষা শিল্পবিষয়ক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইএমইএ অঞ্চলের (ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা) পাশাপাশি এশিয়ার নৌবহরগুলোয় ২০৩০ সালের মধ্যে পশ্চিমা বিশ্বের কোম্পানিগুলো নির্মিত এমসিএম ভেসেলের প্রায় ৩৪ শতাংশ যুক্ত হবে। আর দক্ষিণ আমেরিকার নৌবাহিনীগুলোয় একই সময়ের মধ্যে যুক্ত হবে নির্মিত ভেসেলগুলোর ২৮ শতাংশ। আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ৩০ বছর আয়ুষ্কালের এ ভেসেলগুলো স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ের ভেসেলগুলো প্রতিস্থাপন করবে। মালয়েশিয়া তাদের বিদ্যমান এমসিএম ভেসেলগুলোর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়েছে। লক্ষ্য হচ্ছে, এ

সময়ের মধ্যে ইউরোপীয় কোম্পানি নির্মিত নতুন প্রযুক্তির ভেসেল তাদের বহরে যুক্ত করা। এ পরিকল্পনা সফল হলে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে তাদের ভেসেলগুলোই হবে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির। মালয়েশিয়ার উদ্যোগে সাড়া দিয়ে দরপত্র জমা দিয়েছে আবেকিং অ্যান্ড রাসমুসেন, বিএই সিস্টেমস, নেভাল গ্রুপ এবং ইন্টারমেরিন। প্রতিবেশী দেশ ইন্দোনেশিয়াও সম্প্রতি জার্মান নৌবাহিনীর ফ্রাংকেনথাল ক্লাসের অনুকরণে রাসমুসেন নির্মিত দুটি এমসিএম ভেসেলের কার্যাদেশ দিয়েছে।

এমসিএম ভেসেলের প্রতি বিভিন্ন দেশের বাড়তি এ আগ্রহ জানান দিচ্ছে বিদ্যমান ভেসেলগুলোর আধুনিকায়ন কতটা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ আধুনিকায়ন উদ্যোগে কোনো দেশ বিদ্যমান ভেসেলগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে, আবার কোনো দেশ সর্বশেষ প্রযুক্তির ভেসেলের দিকেই ঝুঁকছে। যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত বিদ্যমান দুটি ভেসেল সংস্কারের পাশাপাশি দুটি নতুন ভেসেল নির্মাণের কার্যাদেশ দিয়েছে।

এদিকে ইউরোপের ঝুঁকি এখন সর্বাধুনিক এমসিএমভি প্লাটফর্মে, যেখানে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশ বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া ও রোমানিয়াও তাদের বর্তমান ভেসেলগুলো প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

ভবিষ্যতের ভেসেলগুলোর ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশ অবশ্য অপ্রথাগত হালসম্বলিত ভেসেল নৌবহরে যুক্ত করতে চাইছে। অ্যাবেকিং অ্যান্ড রাসমুসেন নির্মিত স্মল ওয়াটারপ্লেন এরিয়া টুইন হাল (সোয়াথ) বা অস্ট্রেলীয় প্রতিষ্ঠান অস্টাল নির্মিত টাইমারান এক্ষেত্রে সস্তাব্য বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সোয়াথ প্লাটফর্মের জাহাজগুলোর দৈর্ঘ্য ২০ থেকে ৭০ মিটার। এক্ষেত্রে বড় দৈর্ঘ্যের জাহাজটিকে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের 'মাদার শিপ' হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে রাসমুসেন নির্মিত সোয়াথ অন্যান্য প্রযুক্তিগুলো থেকে বেশ ব্যয়বহুল। তবে অন্যগুলোর তুলনায় সুবিধার দিক থেকে এটা বেশ কিছুটা এগিয়ে। অপ্রথাগত হাল সম্বলিত ভেসেলের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় এক ডিজাইন নিয়ে হাজির হয়েছে সিএমএন। আর সেটি হচ্ছে, টাইমারান হালের প্যাট্রল ক্রাফট ওশান ইগল ৪৩। হালকা যৌগিক (কম্পোজিট) উপকরণ দিয়ে নির্মাণের কারণে এটা জ্বালানি সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য। এদিকে বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনী রোবটিক্স প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। এক্ষেত্রে তারা এমসিএম প্লাটফর্মে যুক্ত করতে চাইছে আরওভিসহ আরও কিছু আলাদা মডিউল। এ কারণে প্রথাগত এমসিএম প্লাটফর্মের চরিখ কিছুটা বদলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

সমুদ্র তলদেশে থাকা মাইন ও বিস্ফোরক থেকে পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নৌবাহিনীগুলোর এজেন্ডায় প্রাধান্য পাচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এমসিএম ভেসেল এবং রোবটিক্স সিস্টেম। তবে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি যেমন দূরনিয়ন্ত্রিত ভেহিকল (আরওভি) এবং স্বনিয়ন্ত্রিত ডুবোযান (এইউডি) এক্ষেত্রে বিশেষায়িত এমসিএম ভেসেলের প্রয়োজনীয়তা কিছুটা হলেও কমিয়ে দিচ্ছে। মাইন অপসারণের কাজটি মানুষ পরিচালিত বা স্বয়ংক্রিয় ছোট আকারের যান অথবা উপকূলবর্তী স্থান বা পিয়ার থেকে পরিচালনা করা যাচ্ছে। স্বনিয়ন্ত্রিত বা দূরনিয়ন্ত্রিত এসব ডুবোযানের প্রতি আগ্রহের প্রধান কারণ হচ্ছে, এগুলো পরিচালনা যেমন সহজ, সেই সঙ্গে ব্যয়ও প্রচলিত এমসিএম ভেসেলের তুলনায় অনেক অনেক কম।



ডাইভার ডিটেকশন সিস্টেম

চলতি দশকে টোকিও, বেইজিং, প্যারিস/মার্সেইলি ও লস অ্যাঞ্জেলেসে বসবে অলিম্পিকের আসর। বিশ্বের চৌকস অ্যাথলেটদের নৈপুণ্য সরাসরি উপভোগ করতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের সুনামি আছড়ে পড়বে এ পাঁচ শহরে। সমবেত পর্যটকদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি শহরগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। শুধু স্থলভাগে নিজেদের নাগরিক, জাতীয় সম্পদ বা আগত বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তাই নয়, আয়োজকদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে আশপাশের সমুদ্র ও সমুদ্র তলদেশের নিরাপত্তা নিয়েও, যেগুলো গত কয়েক দশকে নানা হামলার মুখে পড়েছে।

সমুদ্রের ওপর বৈশ্বিক অর্থনীতির নির্ভরতা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন বন্দর, পোতাশ্রয়, সাবমেরিন ক্যাবল স্টেশন এবং অন্য সামুদ্রিক অবকাঠামোগুলোর দিকে অনেকের অপ্রত্যাশিত নজর পড়েছে। এ ধরনের সামুদ্রিক অবকাঠামো বা স্থাপনাগুলোয় উপযুক্ত সরঞ্জাম বা অস্ত্র নিয়ে মাত্র একজন ব্যক্তি হামলা চালিয়ে যথেষ্ট ক্ষতি করতে সক্ষম। আর তাতে ভেঙে পড়তে পারে কোনো দেশের সার্বিক অর্থনীতিও। ডাইভার বা ডুবুরি প্রযুক্তি দিন দিন বিকশিত হচ্ছে। উন্নত এসব প্রযুক্তি সাগরতলে দ্রুতই এগিয়ে চলার সক্ষমতা দিচ্ছে। এই বাস্তবতায় আগামীতে সম্ভাব্য হুমকি বা তৎপরতা চিহ্নিত করার সক্ষমতা অর্জনে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও দ্রুত গতিতে বিবর্তিত হতে বাধ্য করছে।

হুমকি

সাধারণত নিজস্ব সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে কোনো দেশের নৌবাহিনী, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ সমুদ্রের উপরিভাগের সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে থাকে। তবে সমুদ্র তলদেশ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সোনারডাইনের বৈশ্বিক ব্যবসা ব্যবস্থাপক ইওসেবা টেনার ভাষ্য হচ্ছে, “সমুদ্র তলদেশের দিকেও সমান নজর দেওয়া উচিত, কারণ উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় ডুবুরি ও বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় জলযানই এখন বড় ধরনের হুমকি হয়ে উঠেছে।”

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সমুদ্র তলদেশে সব ধরনের প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার ক্ষেত্রে সাধারণ হুমকি হচ্ছে ডুবুরি। সরকারি বা বেসরকারি বা সন্ত্রাসী বাহিনী,

ডুবুরির মাধ্যমে খুবই দ্রুতগতিতে কোনো স্থাপনা বা জাহাজের কাছে এসে সেগুলোর ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। সমুদ্রতলের স্থাপনা নিয়ে টেনার উদ্বেগের প্রতিধ্বনি শোনা যায় সেন্টার ফর মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টেশনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে। ওই প্রতিবেদনে রোনাল্ড কেসেল কয়েকটি পরিস্থিতির কথা

ওপেন কিংবা ক্লোজ সার্কিট ব্রিডিং অ্যাপারেটাস, ডাইভার প্রোপালশন ভেহিকল এবং আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকলের মতো পানির নিচের অনাক্ষমিক বস্তু অবস্থান শনাক্ত করতে পারে অ্যাকুয়াশিফ



উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে তিনি মোটা দাগে অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি হিসেবে ভাগ করেছেন। যেমন, দীর্ঘ সময়ের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বন্ধ থাকার ফলে যে ক্ষতি হয় তাকে বলছেন অর্থনৈতিক ক্ষতি। ক্ষতিকর কোনো রাসায়নিক সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়লে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়। আর বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বা উৎসবে বোমা হামলা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এর বাইরেও তেল-গ্যাস সম্পর্কিত সমুদ্র উপকূলবর্তী (অফশোর) স্থাপনা এবং সমুদ্র তলদেশের যোগাযোগ ক্যাবলগুলোর (সাবমেরিন ক্যাবল) ক্ষতি করে কোনো দেশের অর্থনীতি স্থবির করে দিতে পারে ডুবুরি।

এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় গত কয়েক দশকে সমুদ্র তলদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ডুবুরি শনাক্তকারী নানা প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে। এক সময় এসব প্রযুক্তি এক বা একাধিক ডুবুরিকে শনাক্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে সহায়ক হলেও ডাইভিং প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতিতে ওই প্রযুক্তিগুলোর কার্যকারিতা ক্রমেই প্রশ্নবদ্ধ হচ্ছে। ২০০৭ সালে রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিস ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়, সন্ত্রাসীদের এখন বিভিন্ন ধরনের ডুবুরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং রিট্রিভারের (স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্বাস নেওয়ার যন্ত্র বা ব্রিডিং অ্যাপারেটাস, যা ডুবুরি শনাক্তকরণের বিষয়টিকে কঠিন করে তুলেছে) মতো সরঞ্জাম দিন দিন সহজলভ্য হচ্ছে। বর্তমানে এই রিট্রিভারগুলো আর আগের মতো বিপজ্জনক নয় বটে, তবে ডুবুরিদের কাছে এখন আন্ডারওয়াটার স্কুটারের মতো আরও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। সত্যি বলতে কি, এ স্কুটারগুলো এখন বিভিন্ন বিনোদন ও অবকাশ্যাপন কেন্দ্রেও পাওয়া যায়। এ ধরনের আরও কিছু প্রযুক্তির আগমন ঘটেছে, যেগুলোর কারণে ডুবুরি শনাক্তকরণের পর পাল্টা ব্যবস্থা বা করণীয় নির্ধারণের সময় কমে আসছে। আর তাতে বেড়ে যাচ্ছে ঝুঁকির মাত্রা।

সুরক্ষা

কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেদের সম্পদ রক্ষা ও ডুবুরি শনাক্তে ডাইভার ডিটেকশন সিস্টেম (ডিডিএস) ব্যবহার করে আসছে। পুরানো কিছু প্রযুক্তি ছিল সরাসরি সামরিক খাতে ব্যবহৃত সোনার প্রযুক্তির সংশোধিত সংস্করণ, যেগুলো আকারে ছিল বড়, সেই সঙ্গে ব্যয়বহুলও। এগুলো পরিচালনায় জ্বালানির প্রয়োজনও হতো অনেক বেশি। সে সময় এসব প্রযুক্তির বাজার ছিল খুবই ছোট এবং ক্রেতা ছিল মূলত বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনী। যে কারণে ঝুঁকির মাত্রাও ছিল কম।

বিশ্বব্যাপী এখন সন্ত্রাসী তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। এ প্রেক্ষাপটে ওই প্রযুক্তি এবং সে সম্পর্কিত ঝুঁকির পটভূমিও বদলে গেছে। উপকূলীয় অবকাঠামোগুলোর পাশাপাশি সমুদ্রে ভাসমান জাহাজগুলোয় সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কায় এ খাতে নিরাপত্তা প্রযুক্তিগুলো উন্নয়নে অগ্রগতিও হয়েছে যথেষ্ট। ফলে ডুবুরি বা ঝুঁকি শনাক্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে করণীয় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সময়ও (রেসপন্স টাইম) কমে গেছে। মূলত, সর্বনিম্ন শনাক্তকরণ সীমা বা রেঞ্জ নির্ধারণে এ রেসপন্স টাইম ব্যবহার করা হয়, যা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর-লক্ষ্যের শক্তিমত্তা বা টার্গেট স্ট্রেন্থ (রিফ্লেকশান),

সমুদ্র তলদেশে নয়েজ বা শব্দতরঙ্গের মাত্রা এবং সেখানে শব্দ প্রসারণের (প্রোপাগেশান) পরিস্থিতি।

ডিডিএস

ডিডিএস বা ডুবুরি শনাক্তকরণে প্রযুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, এ ব্যবস্থা সার্বিক প্রতিরক্ষা (জাহাজ, বন্দর, পোতাশ্রয়, তেল শোধনাগার—যে অবকাঠামোই হোক) ব্যবস্থার সাথে কীভাবে খাপ খাইয়ে নেবে তা ভালোভাবে উপলব্ধিতে আনা। সাধারণত, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলোর ক্ষতিসাধনে ইচ্ছুক সন্ত্রাসীরা সমুদ্র শান্ত থাকা অবস্থায় আঘাত করতে চায়, কারণ তাদের হাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম নাও থাকতে পারে। কিন্তু বিশেষ বাহিনীগুলো দুর্যোগপূর্ণ সময়েও সমুদ্রে অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। আর বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো প্রায় সবসময়ই কোলাহলময় থাকে। এ কারণে সমুদ্রের ঢেউ ও জাহাজের চলাচল থেকে সৃষ্ট আন্দোলন বা আওয়াজ দুই ভাবে সোনারের কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে—প্রথমত এটি লক্ষ্যবস্তুরে আড়াল করতে পারে, যার কারণে সোনারের শনাক্তকরণের ক্ষমতা কমে যায়। আর দ্বিতীয়ত, এটা লক্ষ্যবস্তুরে ভুল সংকেত হিসেবে ধরে নিতে সাহায্য করতে পারে, যেটাকে বলা হয় ফলস ডিটেকশন বা ফলস অ্যালার্ম।

ভৌগোলিকভাবে জটিল অবস্থান এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় অর্থনৈতিক স্থাপনার কারণে ডিডিএস প্রযুক্তিতে এগিয়ে রয়েছে ইসরায়েল। দেশটির বিভিন্ন ডিডিএস প্রযুক্তির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, অ্যাকুয়াশিল্ড ডিডিএস ও পয়েন্টশিল্ড পোর্টেবল ডিডিএস (পিডিডিএস)। অ্যাকুয়াশিল্ড ডিডিএস সাধারণত ডুবুরি ও বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় ডুবোযান শনাক্ত করতে পারে। সাধারণ ডুবুরি শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে এর সীমা এক কিলোমিটার এবং রিভ্রিদারযুক্ত ডুবুরির ক্ষেত্রে ৭০০ মিটার। অন্যদিকে, পিডিডিএস প্রযুক্তি সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মোতায়েন করা যায়। এ কারণে এ প্রযুক্তি জাহাজ সুরক্ষায় সবচেয়ে কার্যকর। ফলে এর ব্যবহারও বেশি। তবে পিডিডিএসের শনাক্তকরণ সীমা তুলনামূলক কম, সাধারণ ডুবুরির ক্ষেত্রে ৭০০ মিটার ও রিভ্রিদারযুক্ত ডুবুরির ক্ষেত্রে ৫০০ মিটার।

ক্রমে বেড়ে চলা সন্ত্রাসী হামলার কারণে গভীর সমুদ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করছে ইউরোপও। যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠান সোনারডাইন 'সেন্টিনেল' নামের একটি ছোট্ট ও হালকা সুরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রি করছে, যা খুবই দ্রুত কোনো নৌকা থেকে মোতায়েন করার পাশাপাশি বড় জাহাজ বা বন্দরেও স্থাপন করা যায়। ইউসেবা টেনা জানান, সেন্টিনেলে এমন এক ধরনের অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়েছে, যা এর আশেপাশের পরিবেশ বুঝে সে অনুযায়ী বিভিন্ন হুমকি চিহ্নিত করতে পারে। এটি ৯০০ মিটার দূরে অবস্থিত ডুবুরি এবং ১ হাজার ২০০ মিটার দূরের অন্য ধরনের লক্ষ্য শনাক্ত করতে সক্ষম। প্রায় একই সক্ষমতার একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন করেছে জার্মানির অ্যাটলাস ইলেকট্রনিক। প্রতিষ্ঠানটি নির্মিত ডিডিএসটি ৯০০ মিটার দূরে অবস্থিত সাধারণ ডুবুরি এবং রিভ্রিদারযুক্ত ডুবুরিকে ৭০০ মিটার দূর থেকে শনাক্ত করতে পারে।

অন্যদিকে, ডুবুরি শনাক্তকরণের প্রযুক্তি নিয়ে নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত পরিসরে

এগিয়ে নিচ্ছে ফ্রান্সের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান থালেস। প্রতিষ্ঠানটির সোনার সিস্টেম বিভাগের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা মার্ক ডেলোর্ম জানাচ্ছেন, শুধু ডুবুরিদের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিলে এ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সম্ভাবনা বেশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। তিনি জানান, শুধুমাত্র ডুবুরি শনাক্তকরণে জোর না দিয়ে ২০১৩ সাল থেকে থালেস সমুদ্র তলদেশের সব ধরনের হুমকিগুলো সার্বিকভাবে বিবেচনায় নিতে শুরু করেছে। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটি এখন রিভ্রিদারযুক্ত ডুবুরির পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় ডুবোযান শনাক্তকরণ ব্যবস্থা জোরদারেও নিরন্তর গবেষণা চালাচ্ছে। গবেষণার ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালেই প্রতিষ্ঠানটি নিম্ন তরঙ্গবিশিষ্ট একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন করেছে, যার শনাক্তকরণ সীমা দুই কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভবিষ্যতের উন্নয়ন

সমুদ্র তলদেশে ক্রমবর্ধমান বহুমুখী হুমকি ও ঝুঁকির কারণে আগামীতেও এ সম্পর্কিত প্রযুক্তিগুলোর উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। ইউসেবা টেনা জানাচ্ছেন, “মানুষ সবোচ্চ বুঝতে শুরু করেছে, ভুল মানুষের হাতে পড়লে রোবটিক প্রযুক্তিগুলোর কী ধরনের অপব্যবহার হতে পারে। এ কারণে এসব প্রযুক্তির সুরক্ষায় আরও উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।” তিনি বলেন, প্রযুক্তিগুলোর বিবর্তন হওয়া এখন খুবই জরুরি। কারণ সামুদ্রিক জীবন ও পরিবেশের ওপর সবচেয়ে কম ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন প্রযুক্তিই এখন সবার বিবেচনায় রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে আরও নজর দেওয়া।

হুমকি মোকাবিলা ও নিরাপত্তা জোরদার করার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ডুবোযানের (আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকল বা ইউইউভি) প্রযুক্তিগত উন্নয়নও ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। উদাহরণ হিসেবে, ইতালীয় প্রতিষ্ঠান এসএইএস এখন স্বয়ংক্রিয় ডুবোযানগুলোয় ডিডিএস সংযোজনে কাজ করছে। ফলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ না থেকে এখন থেকে ইউইউভিগুলোর মাধ্যমে ডিডিএসগুলো বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তদারক করতে পারবে। মার্ক ডেলোর্মও স্বীকার করেন,



সোনারডাইন নির্মিত ছোট, ওজনে হালকা সেন্টিনেল সহজেই কোনো নৌকা থেকে মোতায়েন করা যায়। স্থাপন করা সম্ভব বন্দরে কিংবা উপকূলরেখা বরাবর যেকোনো স্থানে

ইউইউভির কারণে ডিডিএস বাজারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়বে। তবে কিছু উদ্বেগও থেকে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এসব ডুবোযানগুলোর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা নিয়ে। সমুদ্র তলদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও বেশ জটিল। কেন্দ্র বা ঘাঁটির সঙ্গে বড় আকারের তথ্য আদান-প্রদান করতে হলে এসব ডুবোযানগুলোকে ঘাঁটির কাছাকাছি আসতে হয়, অর্থাৎ এতে তাদের রেঞ্জ বা কার্যসীমা কমে যায়। অন্যদিকে, ডুবোযানগুলোকে দূরে যেতে দিলে তথ্যের আদান-প্রদান যেমন কমে আসবে, তেমনি সময়ও লাগবে বেশি। ফলে করণীয় নির্ধারণে খুবই কম নির্ভরযোগ্য তথ্য ও সময় হাতে পাওয়া যাবে।

জেনস ডিফেন্স অবলম্বনে

ডুবুরি শনাক্তকরণে প্রযুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, এ ব্যবস্থা কীভাবে সার্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তা বিবেচনায় আনা





কমব্যাট রেসকিউ অপারেশন এবং অন্যান্য অপারেশন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইউএস এয়ারফোর্স লকহিড মার্টিন/সিকোরস্কি নতুন এইচএইচ-৬০ডব্লিউ হেলিকপ্টার ব্যবহার করবে

সিএসএআর: এক অনন্য সক্ষমতা

কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ (সিএসএআর) মূলত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে এক ধরনের সমন্বিত বিশেষায়িত অনুসন্ধান এবং উদ্ধার কার্যক্রম, যেখানে সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ারক্রাফট ব্যবহার করে অতি দ্রুততার সাথে অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে অনেক দেশেই এ ধরনের অপারেশন পরিচালনার জন্য পূর্ণাঙ্গ কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সিস্টেম সমন্বয়ের মাধ্যমে কোনো এয়ারক্রাফটকে সিএসএআর অপারেশন পরিচালনার উপযুক্ত করে নেওয়া সম্ভব।

কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন (সিএসএআর) সাধারণ সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশনের তুলনায় একটু অন্যরকম। সাধারণত কোনো দেশে বা অঞ্চলে যুদ্ধপরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে কিংবা বিচ্ছিন্ন বিপজ্জনক এলাকা থেকে কোনো সৈনিক কিংবা ব্যক্তিকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের অপারেশন পরিচালিত হয়। এতে দরকার হয় কিছু বিশেষ ধরনের সক্ষমতা। বেশিরভাগ দেশে কোস্ট গার্ড, প্যারামিলিটারি সংস্থা এবং ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের মতো বাহিনীগুলোকে মাল্টিলেভেল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু সিএসএআর অপারেশনের মতো বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনার উপযুক্ততা এরা অর্জন করে না।

প্রায়োগিক দিক থেকে বলতে গেলে জল, স্থল কিংবা আকাশে—যেকোনো ক্ষেত্রে এই অপারেশন পরিচালিত হয়। তবে সবক্ষেত্রেই এই ধরনের অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সুসজ্জিত এয়ারক্রাফট একটি জরুরি বিষয়। যেমন লকহিড মার্টিন এইচসি-১৩০ হেলিকপ্টার। এই মডেলের হেলিকপ্টারের রোটোর উইংয়ে সমন্বিত প্রযুক্তিগুলোর

কারণে সহজেই ল্যান্ড করে বা হয়েস্টের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে উদ্ধারের কাজে এটি ব্যবহার করা যায়। এই প্রবন্ধে মূলত সিএসএআর অপারেশনে ব্যবহৃত এয়ারক্রাফট নিয়ে আলোচনা করা হবে। এ ধরনের এয়ারক্রাফটগুলো পরিচালিত হয় উচ্চমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাইলট, গানার এবং প্যারা-রেসকিউম্যানদের দ্বারা।

১৯৪৪ সালের এপ্রিলে ইউএস এয়ারফোর্সের কমান্ডার তৎকালীন বার্মায় সিকোরস্কি আর-ফোর হেলিকপ্টার ব্যবহার করে একটি কমব্যাট রেসকিউ অপারেশন পরিচালনা করে। এটিই ছিল বিশ্বের প্রথম কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এবং সাম্প্রতিক ইরাক ও আফগানিস্তানে চলমান যুদ্ধের সময় এ ধরনের অপারেশন আরও বেশি পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

এখনকার সিএসএআর এয়ারক্রাফটগুলোতে সংযুক্ত থাকে বিভিন্ন ধরনের এবং উচ্চমানের সক্ষমতা বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি, ফলে দিন কিংবা রাত—যেকোনো সময়ই এগুলো স্বাধীনভাবে অপারেশন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। এর পাইলটরা নিয়মিতই নাইট ভিশন গগলস (এনভিজি) ব্যবহার করে। এয়ারক্রাফটগুলোতে যুক্ত করা হয় মাল্টি-প্যানেল লিওনার্ডো অসপ্রে'র মতো

ছোট, ওজনে হালকা এবং অল্প শক্তি ব্যবহারকারী এইএসএ রাডার সিস্টেম (ই-স্ক্যান)। এই ধরনের রাডার সিস্টেমগুলো কোনো এলাকার মাল্টি-ডোমেইন ৩৬০ ডিগ্রি স্ক্যান-ইমেজ দিতে পারে। লিওনার্ডোর মতে, এই হালকা, সমতল প্যানেল রাডারে কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় এয়ারক্রাফটের যেকোনো পাশে এটিকে সংযুক্ত করা যায়। ফলে ব্যবহার করা যায় প্রায় যেকোনো ধরনের অপারেশনেই। এতে এক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যার দরুন চালক বুঝতে পারে ভূমিতে কোনো জায়গায় মানুষ বা অন্য কোনো বস্তু নড়াচড়া করছে কিনা, করলেও তার আকৃতি বা গতিবিধি সন্দেহজনক কিনা। একে বলা হয় দূরপাল্লার গ্রাউন্ড মুভিং টার্গেট ইন্ডিকেটর সিস্টেম বা জিএমটিআই। ফলে টার্গেট এরিয়াতে ঠিক কোন জায়গা থেকে রেসকিউ টিমকে অপারেশন শুরু করতে হবে এবং ঠিক কোথায় অপারেশন শেষে অবস্থান করবে—এসব আগে থেকেই পরিকল্পনা করে নেওয়া যায়।

সিএসএআর-এর এশিয়া-প্যাসিফিক চ্যালেঞ্জ

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলো সাধারণত কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশনের কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণ করে না। নিজেদের যা সামর্থ্য আছে তাই নিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে নেয়। ফলে কখনও সিএসএআর অপারেশন পরিচালনার প্রয়োজন পড়লে হাতের কাছে থাকা এয়ারক্রাফটকেই বিশেষায়িত করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথাই ধরা যাক। ভারতের বিমান বাহিনীর আকার যথেষ্ট বড় হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র সিএসএআর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যে তাদের কোনো নির্দিষ্ট এয়ারক্রাফট নেই। যখন প্রয়োজন হয় রাশিয়ান এমআই-১৭ মডেলের হেলিকপ্টার দিয়েই তারা কাজ চালিয়ে নেয়।

দক্ষিণ কোরিয়া এ ধরনের কাজে ব্যবহার করে কামোভ কা-২৭ হেলিকপ্টার এবং বোয়িং সিএইচ-৪৭ ও সিকোরস্কি এস-৭০ মডেলের হেলিকপ্টার ব্যবহার করে মাল্টিরোল এয়ারক্রাফট হিসেবে, যাদের সিএসএআর অপারেশন পরিচালনার ক্ষমতাও রয়েছে। তাইওয়ান, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া সিএসএআর অপারেশন পরিচালনায় যথাক্রমে ইসি ২২৫, ইসি ৭২৫ এবং এইচ ২২৫এম মডেলের হেলিকপ্টার ব্যবহার করে।

এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সক্রিয় বাহিনীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিএসএআর সক্ষমতা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে পরিচালিত যেকোনো কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন পরিচালনার পুরো দায়িত্বই নাস্ত এয়ার কমব্যাট কমান্ডের (এসিসি) হাতে। দায়িত্বের রিজার্ভ সেনা এবং এয়ার ন্যাশনাল গার্ড ইউনিট এ ধরনের অপারেশন পরিচালনার জন্য সব ধরনের মিলিটারি সার্ভিস এবং সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন—জাপানের কেদানা এয়ার বেইসে ১৮তম উইং পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ৩১তম ও ৩৩তম রেসকিউ স্কোয়াড্রন। আবার আলাস্কা কেন্দ্রিক ইউএসএফ সিএসএআর ইউনিট যেকোনো দিন যেকোনো অপারেশন পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকে।



লিওনার্দো নির্মিত অসপ্রে এইএসএ রাডার তৈরিতে কোনো অংশই নড়ানো যায় না এমন হালকা সমতল প্যানেল ব্যবহার করা হয়

এ কাজে তারা ব্যবহার করে সিকোরস্কি এইচএইচ-৬০জি পেভহক হেলিকপ্টার। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী সিএসএআর অপারেশন পরিচালনার জন্য ব্যবহার করে এমএইচ-৬০এস সিহক হেলিকপ্টার। এই সিএসএআর ইউনিটগুলো সারা বছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত মহড়া অ্যাঞ্জেল রিজিওনের কথা উল্লেখ করা যায়।

এই অঞ্চলে সিএসএআর মিশনে ব্যবহৃত আকাশযানের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে এশিয়ায় সিকোরস্কির আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী ক্রিস্টফ নিউরিট বলেন, “ভৌগোলিকভাবে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের আবহাওয়ার তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—লবণাক্ততা, উষ্ণ এবং আর্দ্র পরিবেশ। ফলে যন্ত্রপাতিগুলো দ্রুত ক্ষয় হয় এবং যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। তবে সিকোরস্কি হেলিকপ্টারগুলোর ক্ষয়রোধী প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বেশ কাজে দেয়। ব্ল্যাকহকের ক্ষেত্রে একথা পরীক্ষিত সত্য। কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে, সিকোরস্কি এয়ারক্রাফটগুলোর নতুন অপারেটিং সিস্টেম এবং পরিষ্কার পদ্ধতির কারণে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে এটি বেশ সাফল্যের সাথে কাজ করছে।”

সিএসএআর অপারেশনের অন্তর্মূল

বিভিন্ন বিষয় মাথায় রেখে সেগুলোর সমন্বয় সাধন এবং বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সক্রিয় যুদ্ধাঙ্গন থেকে আহত ব্যক্তি কিংবা দুর্ভাগ্যবশত হাতে বন্দি ব্যক্তিকে উদ্ধারে সিএসএআর অপারেশন পরিচালনা করা হয়। সিএসএআর অপারেশনে বহুল ব্যবহৃত আকাশযানের মধ্যে রয়েছে সিকোরস্কি ৬০ কিংবা এস-৭০আই ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার এবং এই ধরনেরই অন্যান্য এয়ারক্রাফট। এ ছাড়াও ব্যবহৃত হয় এয়ারবাস হেলিকপ্টার ইসি ৭২৫/এইচ ২২৫এম এবং লিওনার্দো এডব্লিউ ১০১।

এ ধরনের মিশনের লক্ষ্য থাকে যত দ্রুত সম্ভব আহত বা আটক ব্যক্তির অবস্থান জেনে তাকে উদ্ধার করা, তা সে যে সময়েই হোক বা যত খারাপ আবহাওয়াই থাকুক। এ কারণে সিএসএআর হেলিকপ্টারগুলোতে সংযুক্ত থাকে বিভিন্ন রকম সেন্সর, এইড এবং অস্ত্র। যাদের মধ্যে থাকে ইলেকট্রো-অপটিক্যাল পডস, ওয়েদার সার্ভাইল্যান্স রাডার, সার্চ রাডার,

আইএফএফ, রাডার ওয়ার্নিং রিসিভার, মিসাইল ওয়ার্নিং রিসিভার, লেজার ওয়ার্নিং রিসিভার, পারসোনেল লোকের সিস্টেম, ট্যাকটিক্যাল রেডিও, রেসকিউ হুয়েস্ট, নাইট-সান, লাউড স্পিকার, ইনফ্রারেড কাউন্টারমেজার (আইআরসিএম) সিস্টেম, ডিফারেন্সিয়াল ইনফ্রারেড কাউন্টারমেজার সিস্টেম (ডিআইআরসিএম), কাফ অ্যান্ড ফ্লোয়ার কাউন্টারমেজার ইত্যাদি। এই সব ধরনের সেন্সর মিলে একটি সিএসএআর মিশনকে সফল করে তোলে।

কিছু কিছু সিএসএআর হেলিকপ্টারের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোতে আকাশে ভাসমান অবস্থাতেই জ্বালানি সংগ্রহের জন্য বিশেষ ধরনের প্রোব রয়েছে। এসব হেলিকপ্টারের মধ্যে রয়েছে সকল এইচএইচ ৬০ পেভহক, কিছু এইচ ২২৫ এমএস এবং ইতালিয়ান এয়ারফোর্সের এইচএইচ ১০১ এ ‘সিজার’-এর ন্যায় কিছু এডব্লিউ ১০১।

এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী (ইউএসএএফ) সদর দপ্তরের এসিসি পারসোনেল রিকভারি ব্রাঞ্চে কর্মরত মেজর ক্রিস্টোফার ও’ব্রানোভিচ বলেন, “এই ধরনের এয়ার রিফুয়েলিং প্রোবগুলো আমাদের কর্মীদের কাজের পরিধি আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে আমরা সমুদ্রের তীর থেকে প্রায় ১,০০০ মাইল পর্যন্ত আমাদের সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারি। তাছাড়া আমরা আমাদের বাহনগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েছি যে এগুলো .৫০ ক্যালিবারের জিএইউ-১৮ এবং জিএইউ-২ মিনিগান বহন করতে পারে। আমরা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা ব্যবস্থার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করি। ফলে যেকোনো পরিস্থিতি, তা সে জঙ্গল হোক বা জলাবদ্ধ পরিবেশ, আমরা আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে আমাদের টিমকে পৌঁছে দিতে পারি এবং তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য আমাদের রয়েছে অত্যাধুনিক নেভিগেশন ইকুইপমেন্ট।”

এসিসি-ইউএসএএফের সদর দপ্তরের এইচসি-১৩০ ট্রেনিং ম্যানেজার লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যাডাম হ্যারিস বলেন, “সিএসএআর প্রযুক্তি ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন সেন্সরের কার্যক্রম সমন্বয়ের প্রক্রিয়া আপনাকে সব সময় মাথায় রাখতে হবে। সেই সাথে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন চাহিদাও। যেমন ধরুন প্রতিটি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশনের সময়ই আমরা

ভাবি, যদি এইচসি-১৩০ এবং এইচএইচ-৬০ এর সক্ষমতাগুলোকে একসাথে পাওয়া যেত! প্রশিক্ষণের দিক থেকে দেখতে গেলে নেলিসের এয়ারফোর্স সিএসএআর ওখানকার প্রত্যেকটি রেড ফ্ল্যাগের একটি অংশ। সেই সাথে ডেভিস মন্টান এয়ারফোর্স ঘাঁটিতে পরিচালিত হয় বিশেষ সিএসএআর অনুশীলন—রেড ফ্ল্যাগ রেসকিউ এক্সারসাইজ।”

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে কোনো ঠিকঠাক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এজন্য দরকার দিনের আলোতে বা রাতের অন্ধকারে টার্গেটকে শনাক্তকরণের (ডিআরআই) সর্বোচ্চ ক্ষমতা। তাই টার্গেটের সঠিক অবস্থান খুঁজে বের করতে ইলেকট্রো-অপটিক্যাল ইনফ্রারেড পড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। টার্গেট ডিটেকশন রেঞ্জ যত বেশি হবে তত বেশি এলাকায় অল্প সময়ে সার্চ অপারেশন পরিচালনা করা যাবে এবং টার্গেট রিকগনিশন এবং আইডেন্টিফিকেশন রেঞ্জ যত বেশি হবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ততই কমে যাবে। ফলস্বরূপ সিএসএআর অপারেশনের সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের বিপদের সম্ভাবনাও কমে যায়।

সিএসএআর মিশনে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ইলেকট্রো-অপটিক্যাল সেন্সরগুলোতে পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে এবং লক্ষ্য শনাক্তকরণের জন্য যেমন থাকে বিস্তৃত পরিসরের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ শনাক্ত করার ক্ষমতা, তেমনি সেই তরঙ্গ নিঃসরণকারী উৎসের প্রকৃতি শনাক্ত করতে খুবই অল্প পরিসরের যাচাই ক্ষমতা। দিনের আলো কমে আসতে থাকলে সামান্যতম আলোর চিহ্ন শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় লাইট সেন্সর। তবে বস্তু থেকে নিঃসৃত তাপের মাধ্যমে বস্তুকে শনাক্ত করতে পারে বলে থার্মাল ইমেজিং সেন্সরের কাজে আলোর উপস্থিতি জরুরি নয়। ফলে সম্পূর্ণ অন্ধকার রাতের থার্মাল ইমেজিং সেন্সরের মাধ্যমে কাজ করা চলে। দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড সেন্সরের চেয়ে মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড সেন্সরগুলো অপেক্ষাকৃত ভালো সেনসিটিভিটি এবং রেজলুশ্যনের থার্মাল ইমেজ দিতে পারে। ফলে এর ব্যবহার এখন বেশি।

লেজার পয়েন্টারগুলো মূলত কাজ করে নিয়ার ইনফ্রারেড ব্যান্ডে। এগুলো সাধারণত নাইট ভিশন গগলসে ব্যবহৃত হয় লক্ষ্যবস্তু বা কোঅর্ডিনেশন পয়েন্ট চিহ্নিত করতে। অপরদিকে লো লাইট ক্যামেরা দৃশ্যমান আলো এবং নিয়ার ইনফ্রারেড ব্যান্ডে ভালো কাজ করে। এটি লেজার পয়েন্টারের মাধ্যমে চিহ্নিত বস্তুর ছবি যেমন ধারণ করতে পারে, ঠিক তেমনি আত্মগোপনকারী কমান্ডার পাঠানো সংকেতও শনাক্ত করতে পারে।

গত ৫-১০ বছরে শর্ট ওয়েভলেংথ ইনফ্রারেড সেন্সর (এসডব্লিউআইআর) প্রচলিত হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে সিএসএআর অপারেশন পরিচালনাও হয়ে উঠেছে বেশ সহজ। দৃশ্যমান তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ কিংবা নিয়ার ইনফ্রারেড পাল্লার তুলনায় ইলেকট্রো-অপটিক্যাল ফিল্ডে বর্ধিত শ্লোক পেনিট্রেশনের সুবিধা দেয় এই এসডব্লিউআইআর। এর মাধ্যমে কমান্ডারদের বিকনগুলোকেও অপারেশনের সময় পর্যবেক্ষণে রাখা যায়। থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম ব্যবহার করে তৈরি নাইট

ভিশন গগলসগুলোতেও এখন এসডব্লিউআইআর প্রযুক্তি প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। এল-৩ ওয়েসক্যাম কোম্পানির এমএক্স ফ্রপের ইলেকট্রো-অপটিক্যাল সেন্সরগুলো প্রয়োজনীয় এই চাহিদা পূরণে সক্ষম। সেন্সরের ক্ষমতা অনুযায়ী ডিটেকশান, রিকগনিশান অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশান (ডিআরআই) রেঞ্জ এবং ছবি স্ট্যাবিলাইজেশানের দক্ষতা সন্তোষজনক। এমএক্স-১৫ সেন্সরের আকার কিংবা ওজনের তুলনায় নতুন এমএক্স-১০ মডেলের ছোট সেন্সর ইমেজিং পারফরমেন্স ইতিমধ্যে স্থাপন করেছে নতুন দিগন্ত।

সিএসএআর এয়ারক্রাফটগুলোতে ব্যবহৃত ইলেকট্রো-অপটিক্যাল সেন্সরের আরেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান হলো ফেরোয়ার্ড লুকিং ইনফ্রারেড (এফএলআইআর)। এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত ওজনে হালকা স্টার স্যাফায়ার ৩৮০-এইচএলডিসি-তে একইসাথে মাল্টি-স্পেকট্রাল, লেজার ডেসিগনেটর সিস্টেমের সাথে লেজার বোরসাইটিং সিস্টেমকে সমন্বিত করা হয়েছে। ফলে এটি এফএলআইআরের তৈরি অত্যাধুনিক সেন্সর। এই সেন্সরের পেলেডে এসডব্লিউআইআর, ইও, ইএমসিসিডি এবং এমডব্লিউআইআর থার্মাল ইমেজিংয়ের অপশন রয়েছে। এই স্টার স্যাফায়ার ৩৮০-এইচএলডি সেন্সরের মধ্যে স্থাপন করা হয় লাইন রিপ্রেসেবল ইউনিট, যার ফলে সেন্সরের ওজন এবং তৈরির খরচ কমে যায়, কিন্তু একই ধরনের লেজার পারফরমেন্স এবং প্রয়োজনীয় রেঞ্জ পাওয়া যায়। এফএলআইআর সিস্টেমের লেজার রশ্মি উৎস, লেন্স, থার্মাল ইমেজার প্রভৃতি তৈরির ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে। ফলে একইসাথে ভালো রেঞ্জ, পরিষ্কার ছবি এবং সর্বোচ্চ শক্তির লেজার রশ্মি উৎপাদন করতে পারে এই সেন্সরগুলো।

অনবোর্ড ওয়েপন

সিএসএআর আকাশযানগুলোতে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা বা রণসজ্জা হিসেবে থাকে মেশিনগান বা মিনিগানের মতো হস্তচালিত অস্ত্র। এগুলো মূলত ব্যবহার করা হয় কাভার ফায়ারিং এবং আত্মরক্ষার জন্য। ডিলন অ্যারো যেমন এম-১৩৪ ৭.৬২ মিলিমিটারের মিনিগান তৈরি করে তেমনি আরও অনেক অস্ত্র উৎপাদক কোম্পানি হেলিকপ্টার থেকে ভূমিতে আক্রমণ করার মতো অস্ত্র তৈরি করে থাকে।

ডিলন অ্যারো অতি শীঘ্রই তিন ব্যারেলের .৫০ ক্যালিবারের ৫০৩ডি গ্যাটলিং গান উৎপাদন করবে, যা কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশনের উপযোগী। ডিলন অ্যারোর আন্তর্জাতিক বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানুজার রব রেইনার বলেন, “এই প্রথমবারের মতো ডিলন কেবল আকাশ থেকে ভূমিতে আক্রমণ চালানার মতো একটি অস্ত্রের নকশা করেছে। আমাদের মিনিগানের সম্পূর্ণ এই নতুন ৫০৩ডি গ্যাটলিং গানটির সরাসরি প্রতিযোগী হবে .৫০ ক্যালিবারের জিএইউ-১৯। আমাদের পরীক্ষার কাজ শেষ হয়ে গেলে অতি শীঘ্রই এটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হবে।”

বেলজিয়ামের এফএন হেরস্টাল সিএসএআরের উপযোগী দুই ধরনের অস্ত্র উৎপাদন করে-১২.৭ মিলিমিটারের এফএন এমগ্রিএম বা জিএইউ-২১এ/বি মেশিনগান এবং ৭.৬২ মিলিমিটার এফএন ম্যাগ ৫৮এম কিংবা এম২৪০ মেশিনগান।

ফ্রান্সের নেক্সটার ২০ মিলিমিটার এম৬২১ ক্যাননের সাথে এসএইচ ২০ সিস্টেম সংযুক্ত করে দেয়, যা রিট্রাকটেবল। এসএইচ ২০ নির্মিত হয়েছিল স্পেশাল ফোর্সের জন্য এবং চাইলে হেলিকপ্টারেও সংযোজন করা যায়।

তবে আকাশযানে কোনো অস্ত্র সংযুক্ত করা কিংবা বহন করার আগে তার ওজনের ব্যাপারটিও ভালো করে হিসেব করে নিতে হবে। কেননা অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রের সবটুকু ওজন মিশন পরিচালনার সময় একে বহন করতে হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় সিএসএআর অপারেশনে এইচ২২৫এম

নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ার বিমান বাহিনী নিজেদের বহরে সিএসএআর অপারেশনের উপযোগী আটটি টুইন-ইঞ্জিন মাল্টিরোল এইচ২২৫এম হেলিকপ্টার যুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। তাছাড়া এয়ারবাসের তথ্যানুসারে কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন, ট্যাকটিক্যাল ট্রান্সপোর্ট এবং হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাসিস্টেন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার রিলিফ (এইচএডিআর) মিলিয়ে ইন্দোনেশিয়ার বহরে বর্তমানে ব্যবহৃত ছয়টি এইচ২২৫এম হেলিকপ্টারগুলোর এখন পর্যন্ত ফ্লাইট আওয়ার প্রায় ২,০০০ ঘণ্টা।

ইন্দোনেশিয়ার নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এবং পিটিডিআইয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে, ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে অবস্থিত নিজেদের ফ্যাসিলিটিতেই এগারো টন ওজনের একটি এইচ২২৫এম হেলিকপ্টার নির্মাণ এবং বিভিন্ন উপকরণ সংযোজনের পর সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন পরিচালনার উপযোগী করে ইন্দোনেশিয়ার এয়ারফোর্সের কাছে হস্তান্তর করবে পিটিডিআই। এ প্রসঙ্গে গ্লোবাল বিজনেস অব এয়ারবাস হেলিকপ্টারের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট বেন ব্রিজ বলেন, “ইন্দোনেশিয়ার নিজেদের বহর সমৃদ্ধকরণের

উদ্যোগে আমাদের এইচ২২৫এম হেলিকপ্টার সংযোজনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা।”

কমব্যাট রেসকিউ হেলিকপ্টার (সিআরএইচ) প্রোগ্রামে ইউএস এয়ার ফোর্স তাদের পুরানো এইচএইচ-৬০জি পেভহক হেলিকপ্টারের বদলে অত্যাধুনিক সাইকোরস্কি হেলিকপ্টারগুলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। নতুন এইচএইচ-৬০ডব্লিউ ‘হাইস্কি’ হেলিকপ্টার পুরোদমে কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন এবং অন্যান্য অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ করেছে নতুন কিছু সুবিধা। ইউএস এয়ারফোর্সের দূরপাল্লার এবং অপেক্ষাকৃত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন পরিচালনার চাহিদা মেটাতে এটিকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ইউএইচ-৬০এম হেলিকপ্টারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ দ্রুত পর্যন্ত মূল ট্যাক্সের জালানি দিয়ে কাজ চালাতে পারে। এতে অক্সিলারি ফুয়েল ট্যাক্সের খুব বেশি প্রয়োজন পড়বে না এবং শক্তিশালী অস্ত্র এর সিস্টেমের সাথে যুক্ত করা যাবে। এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে সমন্বিত অত্যাধুনিক ডিফেন্স সিস্টেম এবং সেন্সর যাতে এর অপারেশন পরিচালনার পাল্লা, সক্ষমতা এবং টিকে থাকার ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। এই হেলিকপ্টারটিতে থাকবে নতুন ধরনের ট্যাকটিক্যাল মিশন কিট, যাতে থাকবে সেন্সর, রাডার এবং টিকে থাকার ক্ষমতা বাড়ানোর মতো ডিফেন্সিভ কমিউনিকেশন সিস্টেম। এ সকল প্রযুক্তির সুষ্ঠু সমন্বয়ের ফলে এয়ারক্রাফটে বর্সেই পাওয়া যায় দারুণ ভূঅবস্থানগত চিত্র। ফলে অপারেশন পরিচালনার সময় কমান্ডোদের আরও বেশি তথ্য প্রদান সহজ হয়।

ইউএসএফের এয়ার কমব্যাট কমান্ড সদর দপ্তরের রোটারি উইং ব্রাঞ্চ চিফ মেজর ভিনসেন্ট পাওয়েল এ ব্যাপারে বলেন, “এ বছরের শেষদিকেই আমরা একে পরীক্ষামূলকভাবে উড়িয়ে দেখব। সব রকমের পরীক্ষা শেষে এই এয়ারক্রাফটকে অপারেশনে ব্যবহার করতে আমাদের আরও বছর দেড়েক লাগতে পারে।”

সিএসএআর অপারেশনসহ বিভিন্ন ধরনের অপারেশন পরিচালনার উদ্দেশ্যে আটটি মাল্টিরোল এইচ২২৫এমএস হেলিকপ্টারের নির্মাণদেশ দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া



► পাকিস্তানের জন্য মিলজেম করভেট বানাচ্ছে তুরস্ক

ইস্তানবুল নেভাল শিপইয়ার্ডে পাকিস্তান নৌবাহিনীর জন্য প্রথম মিলজেম ক্লাস করভেটের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। এ শিপইয়ার্ডে ভেসেল নির্মাণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান এবং পাকিস্তানের নৌপ্রধান এডমিরাল জাফর মাহমুদ আব্বাসি। ২০১৮ সালের জুলাইয়ে পাকিস্তানের জন্য চারটি করভেট সরবরাহের দরপত্র পায় একটি তুর্কি ডিফেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে দুইটি নির্মিত হবে তুরস্কে। দুই দেশের মধ্যবর্তী চুক্তির আওতায় বাকি দুটির নির্মাণকাজ চলবে করাচি শিপইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে।

► দ্বিতীয় স্করপিয়ন কমিশন করেছে ভারত

৩.৩৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ছয়টি লাইসেন্স-বিল্ট কালভেরি (স্করপিয়ন) ক্লাস ডিজেল ইলেকট্রিক অ্যাটাক সাবমেরিন (এসএসকে) নির্মাণ প্রকল্পের অধীন দ্বিতীয় সাবমেরিনটির কমিশনিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের উপস্থিতিতে মুম্বাইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে আয়োজিত কমিশনিং অনুষ্ঠানে ৬৭.৫ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজটির নাম রাখা হয় আইএনএস খান্ডেরি (পেন্যান্ট নম্বর এস ২২)। এর আগে নির্মাণকাজ সমাপ্ত হওয়ার পর খান্ডেরিতে ‘অগ্রহণযোগ্য মাত্রায়’ ইঞ্জিন ও প্রপেলারের উচ্চ শব্দ, ইলেক্টের বয়াতে সমস্যাসহ মোট ৩৬টি ত্রুটি দেখা দেওয়ায় এর উদ্বোধন পিছিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল ভারতীয় নৌবাহিনী।

► সাবমেরিন উদ্ধারকারী নতুন জাহাজ কিনছে ব্রাজিল

ডিএসডি অ্যাডমস নামে ৮৫.৭ মিটার দীর্ঘ এবং ৪,০৯৮ গ্রস টনের নতুন ডিজেল-ইলেকট্রিক অফশোর সাপোর্ট ভেসেল ক্রয় করেছে ব্রাজিলের নৌবাহিনী। ২০০৯ সালে স্পেনের ব্যালেনসিয়ায়া শিপইয়ার্ডে নির্মিত এবং যুক্তরাজ্যে রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজটির বিক্রেতা বাহরাইনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অ্যাডমস অফশোর ডরিউএলএল। সাবমেরিনের সহায়তা ও উদ্ধার ছাড়াও ডাইভিং সাপোর্ট, রিমোটিল অপারেটেড ভেহিকল (আরওভি) সাপোর্ট, সার্ভে সাপোর্ট, কেবল লেইং এবং অফশোর কনস্ট্রাকশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যাবে জাহাজটিকে। নির্ভুলভাবে সমুদ্রে অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে এর প্রপালশনে যুক্ত রয়েছে একটি সিঙ্গেল রিট্রাকটেবল অ্যাজিমুথ প্রান্তার এবং দুটি টানেল অ্যাজিমুথ প্রান্তার।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২১ সালে গঠিত হচ্ছে মহাকাশ বাহিনী



মনোনয়ন দেবেন এবং সিনেটে শুনানির মাধ্যমে তা কার্যকর হবে। এ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবেন এয়ারফোর্স স্পেস কমান্ডের (এএফএসপি) সামরিক সদস্যরা। পাশাপাশি বিমান

ইউএস মেরিন কোরের আদলে ইউএস স্পেস ফোর্স (ইউএসএসএফ) গঠন করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। মহাকাশ বাহিনী সংক্রান্ত বিলটি সিনেটের সম্মতি পাওয়ার পর ৩০ জুন ২০২০ সালের মধ্যে আইনে পরিণত হলে পরবর্তী ১৮ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০২১ সালে এ বাহিনী গঠন করা হবে।

‘কনফারেন্স রিপোর্ট’ নামে পরিচিত এ বিলটি পাস হলে দেশটির বিমান বাহিনীর সেক্রেটারি বারবারা ব্যারেট নতুন মহাকাশ বাহিনী গঠনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। আর ইউএসএসএফ কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হবেন চিফ অব স্পেস অপারেশন্স (সিএসও)। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ বাহিনীর প্রধানকে

বাহিনীর সামরিক সদস্যরাও বাহিনী প্রধানের মাধ্যমে মহাকাশ বাহিনীতে যুক্ত হবেন। বাহিনী গঠনের এক বছর পর ইউএসএসএফ কমান্ডার জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের (জেসিএস) সদস্য হবেন।

যুক্তরাজ্যের লেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ যুদ্ধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ব্লেডিন বাওয়েন নতুন মহাকাশ বাহিনী গঠনের পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, মহাকাশ ঘিরে একটি ভূ-কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করানো এখন খুবই জরুরি। এ পদক্ষেপ অন্য জেসিএস সদস্যদের ভূ-কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। তবে ওয়াশিংটনভিত্তিক ওয়াডগেট গ্রুপ ‘প্রজেক্ট অন গভার্নমেন্ট ওভারসাইট’-এ (পোগো) যুক্ত সামরিক

ফেলো ড্যান গ্রেজিয়ার যুক্তরাজ্যের এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করে বলেন, এতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আরও বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, বিষয়টি অনেকটা সব ধরনের হামডি এবং অন্যান্য জয়েন্ট ট্যাকটিক্যাল ভেহিকল নিয়ে একটি আলাদা হামডি কোর গঠনের মতো। তারপর সেনাবাহিনীকে বলা, তারা যেন তাদের সদস্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নতুন গঠিত হামডি কোরের সঙ্গে সমন্বয় করে নেয়। এ পদক্ষেপ বাহিনীগুলোর মধ্যে নতুন করে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে।

গ্রেজিয়ার আরও বলেন, নতুন এ বাহিনী গঠনের ফলে মহাকাশ ঠিকাদাররা বিশেষভাবে লাভবান হবে। কারণ এ পদক্ষেপ নতুন বাহিনীর সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ ঘটাবে। ফলে প্রতিযোগিতা কমে যাবে এবং স্বতন্ত্র বাজেটের কারণে ইউএসএসএফ যা-ই কিনতে চায় তা সংগ্রহ করতে পারবে। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের টড হ্যারিসন বলেন, মহাকাশ বাহিনী গঠনের ফলে স্বল্প মেয়াদে নতুন নতুন সরঞ্জাম ক্রয়ের কর্মসূচিতে খুব বেশি এডিক-ওডিক হবে না। তবে মহাকাশ কর্মসূচি যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তাতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে।

অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তিতে যোগ দিচ্ছে চীন

জাতিসংঘ সমর্থিত ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে কার্যকর হওয়া অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তিতে (আর্মস ট্রেড ট্রিটি বা এটিটি) যুক্ত হচ্ছে চীন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। এটিটির মাধ্যমে প্রচলিত সমরাস্ত্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। চুক্তিতে যুক্ত হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে এরই মধ্যে চীন অভ্যন্তরীণ আইন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এ চুক্তিটির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে—আত্ম-প্রতিরক্ষা অধিকার, শান্তিপূর্ণভাবে মতানৈক্য নিষ্পত্তির মনোভাব, কোনো দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোনো হুমকি প্রদান বা শক্তি প্রয়োগ না করা এবং মানবাধিকার সম্মত রাখা। এরই মধ্যে ১০০টিরও বেশি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির আওতায় অস্ত্র রপ্তানিকারক বড় দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইসরায়েল, স্পেন ও জার্মানি। ২০১৯ সালের জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে এ চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াতে আবেদন করে।

প্রথম হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার উন্মোচন চীনের

চীনের পিপল’স লিবারেশন আর্মি নেভি (পিএলএ নেভি) সম্প্রতি দেশটির প্রথম হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার উন্মোচন করেছে। সাংহাইয়ের হুডং-জোনহুয়া শিপইয়ার্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ ক্যারিয়ারটি উন্মোচন করা হয়। উন্মোচনের দিনেই পানিতে ভাসানো হয় টাইপ-০৭৫ ক্লাসের ল্যান্ডিং হেলিকপ্টার ডক সম্বলিত (এলএইচডি) এ উভচর জাহাজটিকে। তবে সমুদ্রে পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরুর আগে এক বছর ধরে জাহাজটিতে সরঞ্জাম স্থাপনের পাশাপাশি আরও নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হবে।

স্থানীয়ভাবে নির্মিত এ জাহাজটির সমুদ্রে রয়েছে হেলিকপ্টার ওঠানামার একটি পূর্ণাঙ্গ ডেক। পাশাপাশি এর নিচের অংশে রয়েছে আলাদা আরেকটি ডেক, যেখানে সশস্ত্র উভচর যানবাহন রাখা হবে। অনেক বছর ধরেই চীন এলএইচডি নির্মাণের চিন্তা করে আসছিল। ২০১২ সালে হুডং-জোনহুয়া শিপইয়ার্ড পরিদর্শনের সময় পিএলএ নেভির তৎকালীন কমান্ডার ভাইস

এডমিরাল শেন জিনলং এ ধরনের একটি জাহাজ নির্মাণের কার্যক্রম শুরুর ইঙ্গিত দেন। বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ওই শিপইয়ার্ডের কিছু ছবিতে আরও দুটি টাইপ-০৭৫ ক্লাসের এলএইচডি নির্মাণের প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, এ শ্রেণির প্রতিটি জাহাজেই ২৮টি হেলিকপ্টার রাখার জায়গা থাকবে আর ফ্লাইট ডেকে ছয়টি হেলিকপ্টার তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

চীনের বেশ কিছু অনলাইন ফোরাম থেকে পাওয়া বিভিন্ন ছবি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচনের দুই সপ্তাহ আগে প্রথম টাইপ-০৭৫-ক্লাসের জাহাজটিতে একটি টাইপ ৩৮২ গ্রিডি রাডার সংযোজন করা হয়েছে। মান্ডলের পেছনে নতুন ডিজাইনের আরেকটি রাডারও দেখা গেছে, যা সম্ভবত হেলিকপ্টার পরিচালনায় ব্যবহৃত হবে। এ ছাড়া, ভূমি থেকে আকাশে নিষ্ক্ষেপণযোগ্য স্বল্পপাল্লার দুটি এইচএইচকিউ মিসাইল লঞ্চারও রাখা হয়েছে জাহাজটিতে।

বাংলাদেশকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ভারতীয় ঋণের অর্থ ছাড়



প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ কেনার জন্য বাংলাদেশকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদানের চুক্তি অনুযায়ী অর্থ ছাড় দিচ্ছে ভারতের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক (এক্সিম ব্যাংক)। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) জানায়, ২০১৯ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী এ ঋণসীমা আগামী ১০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। চুক্তির শর্তানুযায়ী, মোট ঋণের কমপক্ষে ৭৫ শতাংশের সমপরিমাণ প্রতিরক্ষা পণ্য ও সেবা ভারত থেকে কিনতে হবে। বাদবাকি অংশ দিয়ে বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে পণ্য কেনা যাবে।

আরবিআই আরও জানায়, দুই দেশের মধ্যে আলোচনাসাপেক্ষে পণ্য ও সেবার

ক্রয়মূল্য সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো যেতে পারে। পরে বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ক্রয়মূল্য আরও কমানোর আলোচনা চলতে পারে। চুক্তির অধীনে কোন ধরনের সামরিক যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম বিক্রি করা হবে তা নিয়ে ভারত সরকার কোনো মন্তব্য করেনি। তবে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে তারা উপযুক্ত পণ্যই সরবরাহ করবেন।

সাম্প্রতিক সময়ে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ে চীনের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা বেশ বেড়েছে। ভারত থেকে বাংলাদেশ এখনও কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনেনি। ভারত আশা করছে, নতুন এ ঋণের অর্থে বাংলাদেশে তারা নৌ-সরঞ্জাম এবং বিশেষ করে অফশোর প্যাট্রল ভেসেল সরবরাহ করতে পারবে। এরই মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় নেভাল শিপইয়ার্ড গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের সঙ্গে বাংলাদেশের খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের একটি অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশকে জাহাজ হস্তান্তর ইন্দোনেশিয়ার

১৮টি দ্রুতগতির প্যাট্রল বোট নির্মাণ ও সরবরাহে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী সবগুলো জাহাজ হস্তান্তর করেছে ইন্দোনেশিয়ার শিপইয়ার্ড পিটি লুনডিন (নর্থ সি বোটস)। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠানটির 'এক্স১২' ডিজাইনে নির্মিত সর্বশেষ প্যাট্রল বোটটি বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে তারা। ২০১৪ সালে পিটি লুনডিনকে আটটি প্যাট্রল বোট সরবরাহের কার্যাদেশ দেওয়া হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য আরও ১০টি প্যাট্রল বোট সরবরাহের সুযোগ রাখা হয়। চুক্তি অনুযায়ী দুটি প্যাট্রল বোট ইন্দোনেশিয়ায় এবং বাকি ১৬টি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এ ইন্দোনেশীয় প্রকৌশলীদের সহায়তায় নির্মাণ করা হয়। এ জলযানগুলো পিটি লুনডিনের 'এক্স১৫' প্যাট্রল বোট ধারণার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। 'এক্স১৫' মূলত রয়েল সুইডিশ নেভির কমব্যাট বোট ৯০-এর আদলে তৈরি ডিজাইন।

হাইপারসনিক মিসাইল যুক্ত হচ্ছে রাশিয়ান করভেট

সেন্ট পিটার্সবার্গে চলমান প্রজেক্ট ২০৩৮এ গাইডেড মিসাইল করভেট প্রেমইয়াক্সি'র অগ্রগতি দেখতে ইউনাইটেড শিপবিল্ডিং কর্পোরেশনের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইয়ানতার শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এ সময় প্রকল্পের ৯৪ শতাংশের বেশি কাজ শেষ হয়েছে বলে জানান প্রেমইয়াক্সির কমান্ডার রোমান ডভগেলভ। কোস্টাল এবং সারফেসে যথাক্রমে ১,৫০০ কিলোমিটার এবং ৪৫০ কিলোমিটার দূরের টার্গেটে আঘাত হানতে সক্ষম ক্যালিব্র মিসাইল স্থাপিত হবে এ জাহাজে। দুইটি কোলোমনা ওয়ানডিডিএ-১২০০০ ডিজেল পাওয়ারপ্ল্যান্ট ইঞ্জিনচালিত জাহাজটির ক্রুজিং রেঞ্জ হবে ৩,৫০০ নটিক্যাল মাইল। এর প্লিএস-১৪ ভার্টিক্যাল লঞ্চ সিস্টেম স্থল, পানির পৃষ্ঠ এবং নিমজ্জিত টার্গেটের উদ্দেশ্যে তিন ধরনের মিসাইল উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম।

ভারতের উৎপাদনকারীরা বিনামূল্যে পাবেন ডিআরডিও প্রযুক্তি

ভারতের সাম্প্রতিক 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালিত ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন নিজেদের পেটেন্ট করা বেশিরভাগ প্রযুক্তি স্থানীয় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নভেম্বর মাসে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। মিসাইল ডেভেলপমেন্ট, অ্যারোনটিকস ও নেভাল সিস্টেমস, লাইফ সায়েন্স, কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র, ইলেকট্রনিক এবং কমিউনিকেশন সিস্টেমসহ বিভিন্ন পেটেন্ট প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সকল প্রকার লাইসেন্স ফি এবং রয়্যালিটি মওকুফ করে দেবে প্রতিষ্ঠানটি। রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন মাত্রার উদ্যোক্তা, মাইক্রো, ছোট ও মাঝারি আকৃতির প্রতিষ্ঠান এ ছাড় পাবে।

জাপানের বহর যুক্ত হবে আরও সাটটি সাবমেরিন

কাওয়াসাকি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ (কেএইচআই) জাপানের মেরিটাইম সেক্ষ ডিফেন্স ফোর্সের (জেএমএসডিএফ) জন্য সাটটি তিন হাজার টনের টুনাইনএসএস ক্লাসের ডিজেল ইলেকট্রিক অ্যাটাক সাবমেরিন নির্মাণ করছে যাচ্ছে। এই সাবমেরিনগুলোতে স্থাপিত হবে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। এই সাটটি সাবমেরিন নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ৬৪০.৫ মিলিয়ন ডলার। আশা করা হচ্ছে ২০২৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এদের নির্মাণকাজ শেষ হবে। জাপানের সরিয়া ক্লাস সাবমেরিন বহর যুক্ত হবে এই ডেসেলগুলো।

এলএইচডি'র প্রাথমিক ডিজাইন উন্মোচন করল জেএমইউ

জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান জাপান মেরিটাইম ইউনাইটেড (জেএমইউ) সম্প্রতি দ্বিমাত্রিক ল্যাউটিং হেলিকপ্টার ডকের (এলএইচডি) একটি প্রাথমিক ডিজাইন প্রকাশ করেছে। আপাতত জাপান মেরিটাইম সেক্ষ-ডিফেন্স ফোর্সের (জেএমএসডিএফ) কাছে এ ডিজাইন উপস্থাপনের চিন্তাভাবনা করছে জেএমইউ। হেলিকপ্টার অভিযান পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ডকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র স্থল ও উভচর যান পরিবহনের সুবিধা থাকবে এ এলএইচডিতে। ৫০০ জন ক্রু'র মাধ্যমে পরিচালিত এ জাহাজটির ফ্লাইট ডেকে থাকবে পাঁচটি হেলিকপ্টার। পাশাপাশি ফ্লাইট ডেকের নিচে দুটি হ্যাঙ্গারে আরও পাঁচটি হেলিকপ্টার রাখা যাবে। ডিজাইনে আরও তিনটি হ্যাঙ্গারের জায়গা রাখা হয়েছে, যগুলোর ব্যবহার নির্ভর করবে জেএমএসডিএফের প্রয়োজনের ওপর। ধারণা করা হচ্ছে, এ এলএইচডি'র দৈর্ঘ্য হবে ২২০ মিটার, ড্রাফট ৭ মিটার এবং ওজন ১৯ হাজার টন।

প্রতিরক্ষা যন্ত্রাংশের রপ্তানি বাড়াতে চায় জাপান



বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশ রপ্তানি বাণিজ্যে নিজেদের অবস্থান মজবুতকরণে জোর দিচ্ছে জাপান। পাশাপাশি সম্পূর্ণ পণ্য বা সেবা বিক্রির উদ্যোগও জারি রেখেছে দেশটি। জাপানের অ্যাকুইজিশন, টেকনোলজি অ্যান্ড লজিস্টিকস এজেন্সি (এটিএলএ) সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

২০১৪ সালে দেশটির প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানিতে স্বআরোপিত একটি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে নিজেদের নির্মিত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বা যন্ত্রাংশ বিক্রিতে খুব একটা সফল হয়নি দেশটি। তবে প্রতিষ্ঠানটি এ বিষয়ে বেশ কিছু চুক্তি সম্পন্ন করেছে। অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির এক মুখপাত্র জানান, তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্যাট্রিয়ট অ্যান্ডভাসড

ক্যাপাবিলিটি-২ (পিএসসি২) এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তি রপ্তানি করতে যাচ্ছে। এ চুক্তির অংশ হিসেবে জাপানের মিতসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ (এমএইচআই) নির্মিত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করা হবে। প্রাথমিকভাবে এমএইচআইয়ের যন্ত্রাংশযুক্ত পিএসসি২-এর ক্রেতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে কাতারকে। তবে এটিএলএ এখনও এ তথ্য নিশ্চিত করেনি। ধারণা করা হচ্ছে, জাপানের প্রতিরক্ষা যন্ত্রাংশ রপ্তানিতে রেথিয়নের স্ট্যান্ডার্ড মিসাইল-৩ ব্লক ইন্টারসেপ্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম বেশ সহায়তা পেয়েছে। কাজে লেগেছে লকহিড মার্টিনের এজিস কমব্যাট সিস্টেমের উন্নয়নেও। ফিলিপাইনকে জাপানের দেওয়া বিভিন্ন অনুদানের কথাও উল্লেখ করেন এটিএলএ'র মুখপাত্র। অনুদানগুলোর মধ্যে রয়েছে দেশটির নৌবাহিনীকে পাঁচটি ব্যবহৃত টিসি-৯০ প্রশিক্ষণ বিমান হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, বিমান বাহিনীর জন্য বেল ইউএইচ-ওয়ানএইচ হেলিকপ্টারের যন্ত্রাংশ এবং কোস্ট গার্ডের জন্য ১০টি বহুমুখী সক্ষমতার নৌযান।

► এক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনছে ভারত

নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কাছে ১.০২১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ১৩টি এমকে ৫ ইঞ্চি/৬২ ক্যালিবার নেভাল গান এবং ৩৫০০ ডিও৪৯ প্রজেক্টাইল ও ৫ ইঞ্চি ৫৪ এমকে-৯২ এমওডি ১ অ্যামুনিশান বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। গত চার বছরে এটিই দু'দেশের মধ্যকার সবচেয়ে বড় অস্ত্রচুক্তি। এই অস্ত্রের উৎপাদক প্রতিষ্ঠান হলো বিএই সিস্টেমস ল্যান্ড অ্যান্ড আর্মামেন্টস। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মধ্যে ২৫০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের অংশ হিসেবে ভারত এই অস্ত্র ক্রয় করছে। এই অস্ত্রগুলো মুম্বাইয়ের মাজাগন ডক শিপবিষ্টার্স লিমিটেডে নির্মাণাধীন বিশাখাপত্তনম ক্লাসের স্টিলথ ডেস্ট্রয়ার এবং কলকাতায় নির্মাণাধীন সাতটি নীলগিরি ক্লাস পিএনএ ফ্রিগেটে স্থাপিত হবে।

► যাত্রা শুরু করল চীনের নতুন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার

চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক সক্ষমতা অর্জনের অভিপ্রায়ে নিদর্শন দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার সানডং চীনের নৌবাহিনীর অংশ হিসেবে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটি নির্মিত হয়েছে চীনের দালিয়ান শিপইয়ার্ডে। এই এয়ারক্রাফটটি তাইওয়ান প্রণালিতে নবমবারের মতো পরীক্ষামূলক সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন করছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯ নভেম্বর এটি হ্যানিয়ানে অবস্থিত স্যানিয়া-ইউলিন নৌঘাটতে পৌঁছায়। স্যাটেলাইটে ধারণকৃত একটি ছবিতে দেখা যায় যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটি সাতটি জে-১৫ কমব্যাট এয়ারক্রাফট এবং তিনটি হেলিকপ্টার বহন করছিল। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় এই বিশাল নৌযানটি চীনের নৌবাহিনীর সাউদার্ন থিয়েটার কমান্ডের অধীনে পরিচালিত হবে।

► রাশিয়ার নৌবহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে দুটি অ্যাক্সিবিয়াস শিপ

রাশিয়া নিজেদের নৌবহরের জন্য নির্মাণ করতে যাচ্ছে দুটি ফ্রেঞ্চ ডিজাইনড মিস্ট্রাল ক্লাস অ্যাক্সিবিয়াস শিপ। জাহাজ দুটি নির্মিত হবে ক্রিমিয়ার যালিভ শিপইয়ার্ডে। জার্মানির বিরুদ্ধে জয়লাভের ৭৫ বছর পূর্তিতে ২০২০ সালের মে মাসে এদের কিললেইং অনুষ্ঠিত হবে। ২৫,০০০ টন পরিবহনক্ষমতা এবং ২২০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই জাহাজ দুটি কমপক্ষে ২০টি ভারী হেলিকপ্টার এবং সশস্ত্র ৯০০ সৈন্যকে বহন করতে পারবে। সেই সাথে একটি ডকও থাকবে। উল্লেখ্য, এই ধরনের দুটি জাহাজ ২০১৪ সালে ফ্রান্সে নির্মিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ফ্রান্স কর্তৃপক্ষ রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে এবং মিশরের কাছে বিক্রি করে দেয়।

নতুন মাল্টিরোল অস্ত্র ব্যবস্থা উন্নয়নে একজোট থ্যালেস ও নেস্টার



ফরাসি নৌবাহিনীর সচিব্যা চাহিদা বিবেচনায় রেখে র‍্যাপিড ফায়ার নেভাল নামে নতুন এক মাল্টিরোল অস্ত্র ব্যবস্থা উন্নয়নে একজোট হয়েছে থ্যালেস ও নেস্টার। বিএই সিস্টেমস এবং নেস্টারের যৌথ উদ্যোগ সিটিএআই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিলভেন রিচি এ তথ্য জানিয়েছেন।

র‍্যাপিড ফায়ার নেভাল হচ্ছে রিমোট-কন্ট্রোলড টারেট। এ ব্যবস্থায় যুক্ত থাকছে স্ট্যাবিলাইজড সিটিএআই ৪০ মিলিমিটার কেসড টেলিস্কোপড আর্মামেন্ট সিস্টেম (সিটিএএস)। স্থলভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে সিটিএএস অনুমোদন

পেয়েছে এবং ২০১৬ সাল থেকে উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠান দুটি জানিয়েছে, ক্রয়াদেশ পাওয়া গেলে ২০২২ সালের মাঝামাঝি যুদ্ধজাহাজে র‍্যাপিড ফায়ার নেভাল ব্যবস্থা সরবরাহ করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে সিটিএএস সরবরাহ করা যাবে ২০২১ সালের শুরু দিকেই।

৪০ মিলিমিটার সিটিএএস প্রতি মিনিটে ২০০ রাউন্ড গুলি ছুঁড়তে সক্ষম। তবে আকাশপথে এগিয়ে আসা কোনো লক্ষ্যবস্তু রুখতে এটা মিনিটে ১০ রাউন্ডের কম গুলি ছুঁড়তে পারবে। আকাশ প্রতিরক্ষায় এর সর্বোচ্চ সীমা ৪ হাজার মিটার। অন্যদিকে ভূমিভিত্তিক কোনো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের ক্ষেত্রে এর সর্বোচ্চ সীমা হবে আড়াই হাজার মিটার। দূর-নিয়ন্ত্রিত এ টারেটে থাকবে ১৪০ রাউন্ড রেডি-ইউজ গুলি। টারেটের স্টোরেজ কম্পার্টমেন্টে থাকবে আরও ১০০ রাউন্ড গুলি।

নতুন এ মাল্টিরোল অস্ত্র ব্যবস্থার যে ট্রেসারগুলো এরই মধ্যে অনুমোদন পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে আর্মার পিয়ার্সিং

ফিন-স্ট্যাবিলাইজড ডিসকার্ভিং স্যাবট ট্রেসার, জেনারেল পারপাস রাউন্ড-পয়েন্ট ডিটোনেটিং ট্রেসার; জেনারেল পারপাস রাউন্ড-এয়ারবাস্ট ট্রেসার এবং টার্গেট প্র্যাকটিস ট্রেসার। টার্গেট প্র্যাকটিস রিডিউসড রেঞ্জ নামে নতুন একটি ট্রেসারও নির্মাণ করা হয়েছে। বিএই সিস্টেমস এবং নেস্টারের যৌথ উদ্যোগ সিটিএআই অ্যান্টি-এরিয়াল এয়ারবাস্ট (এণ্টিবি) নামে একটি নতুন রাউন্ড উন্নয়নের কাজও শুরু করেছে। বর্তমানে একে বলা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি এয়ারবাস্ট (কেই-এবি)। র‍্যাপিড ফায়ার নেভাল চুক্তির অধীনেই এটা উন্নয়ন ও অনুমোদন করা হবে। তাতে মাল্টিরোল অস্ত্র ব্যবস্থায় নতুন একটি সক্ষমতা যুক্ত হবে। কমব্যাট মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএস) কন্ট্রোলার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি এ সিস্টেম পরিচালনা করবেন। আর জাহাজে যুক্ত রাডার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করা হবে। চিহ্নিত লক্ষ্যবস্তু যদি শত্রুপক্ষীয় বলে বিবেচিত হয় তাহলে মোকাবিলা করতে ব্যবহার করা হবে র‍্যাপিড ফায়ার নেভাল ব্যবস্থা।

পূর্ণাঙ্গ জাহাজ প্রশিক্ষণ ধারণা প্রকাশ করল রাইনমেটাল

পরস্পরসংযুক্ত সিমুলেটর ব্যবহার করে জাহাজ পরিচালনায় একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ধারণা উন্নয়ন করছে জার্মানভিত্তিক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান রাইনমেটাল। সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত ডিএসইআই প্রদর্শনীতে প্রতিষ্ঠানটি এ ধারণাটি তুলে ধরে। অনবোর্ড কার্যক্রমের প্রশিক্ষণে বর্তমানে ব্যবহৃত সিমুলেটরগুলো রেইনমেটালের এএনএনই সিনারিও জেনারেটরের মাধ্যমে একটি 'শেয়ারড নেটওয়ার্কে' যুক্ত করে এ ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যাবে। প্রতিষ্ঠানটির আন্তর্জাতিক বিপণন কর্মকর্তা ফ্লোরিয়ান জিমার জানান, নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সিমুলেটর ব্যবহার করা হলেও জাহাজ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণে সিমুলেশানের ব্যবহার খুবই কম। কারণ এটা বেশ ব্যয়বহুল। এ পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে রাইনমেটাল প্রচলিত সিমুলেশান ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন এনেছে। ফলে পরিচালনা ব্যয় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে, পাশাপাশি কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সৈন্যবহর প্রস্তুতিতে অগ্রগতি ন্যাটোর



সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি (রেডিনেস ইনিশিয়েটিভ) জোরদার করতে ন্যাটোর উদ্যোগে মিত্র দেশগুলো ভালো সাড়া দিয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ। গত ডিসেম্বরে লন্ডনে মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে দুদিনের এক বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান তিনি।

২০১৮ সালের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনে এ উদ্যোগটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ৩০ দিনের মধ্যে ৩০টি রণতরী, ৩০টি এয়ার স্কোয়াড্রন এবং ৩০ ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন করার সক্ষমতা সৃষ্টি করা। ২০২০ সালের মধ্যে এ সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা অর্জিত হলে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য ও ৩০০টি যুদ্ধবিমান যেকোনো পরিস্থিতির

জন্য সদাপ্রস্তুত রাখা যাবে।

সৈন্যবহরের অধিকাংশই ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রভাবশালী দেশগুলো থেকে আসবে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জানান, ন্যাটোর এ উদ্যোগে যুক্তরাজ্য এক ব্রিগেড সৈন্য, দুই স্কোয়াড্রন যুদ্ধবিমান এবং ছয়টি বড় ধরনের যুদ্ধজাহাজের পাশাপাশি দুটি কুইন এলিজাবেথ ক্লাসের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার সরবরাহ করবে। জার্মান সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, দেশটি সাত হাজার সৈন্য, ৫০টি যুদ্ধবিমান ও তিনটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে। ন্যাটোর এক সূত্র বলছে, আইসল্যান্ড বাদে ন্যাটোর সব সদস্য রাষ্ট্রই এ উদ্যোগে অবদান রাখবে। উল্লেখ্য, আইসল্যান্ডের কোনো সেনাবাহিনী নেই।

ন্যাটোর এ উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে, ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে চেয়ে বড় ইউনিট এবং বড় সেনাবিন্যাসকে (ফরমেশান) পরিচালনার সক্ষমতাকে উৎসাহিত করা। পাশাপাশি সম্মিলিত প্রস্তুতির সংস্কৃতি আরও জোরদার করা এবং জোটের বহুরূপে মোতায়েন উপযোগী সদস্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম বাড়ানো।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরে প্রথম ই-টুডি অত্যাধুনিক হকআই

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী তাদের বহরে প্রথমবারের মতো আকাশেই রিফুয়েলিংযোগ্য অত্যাধুনিক ই-টুডি হকআই যুক্ত করেছে। গত সেপ্টেম্বরে নরফোক নেভাল স্টেশনে ই-টুডি মডেলের একটি বিশেষায়িত বিমান অবতরণ করে। বিমানটিকে ভিএডব্লিউ ১২০ স্কোয়াড্রনে যুক্ত করা হয়েছে। প্রশিক্ষক পাইলটদের প্রশিক্ষণ এবং নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর বিভিন্ন উড্ডয়নরত বিমানে জালানি সরবরাহ করবে এটি। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী ২০২০ সালের মধ্যে ই-টুডির আকাশে জালানি স্থানান্তরের পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে। বিমানবহরে যুক্ত সব ধরনের ই-টুডি মডেলে পর্যায়ক্রমে এ রিফুয়েলিং সক্ষমতা সংযোজন করা হবে। এ সক্ষমতার কারণে ই-টুডি দীর্ঘ সময় ধরে এবং বিস্তৃত এলাকাজুড়ে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। নৌবাহিনীর লক্ষ্য হচ্ছে, আগামী এক বছরের মধ্যে দুটি অপারেশনাল ফ্লিট স্কোয়াড্রনে ই-টুডি সক্ষমতা যুক্ত করা।

ইন্দো-প্যাসিফিক জোট জোরদার করছে ওয়াশিংটন



ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব ও মৈত্রী আরও জোরদার করছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বিভাগ সম্পর্কিত এক সিনেট কমিটির গুনানিতে দেশটির প্রতিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জন রড জানান, চীন ও রাশিয়ার মতো দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র ও অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করছে।

এক লিখিত বিবৃতিতে তিনি জানান, বৈশ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে এবং আইনভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে নিজেদের অনুকূলে আনতে চীন ও রাশিয়া যেসব কূটনৈতিক, তথ্যভিত্তিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে

তা প্রতিহত করতে পেন্টাগন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে সহায়তা দিয়ে আসছে। তিনি জানান, এ পদক্ষেপের সফলতা নির্ভর করছে টেকসই সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে ওই দুই দেশকে মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের সক্ষমতার ওপর। তিনি বলেন, চীন ও রাশিয়া থেকে একসময় সামরিক সক্ষমতায় এগিয়ে ছিল ওয়াশিংটন। কিন্তু সে অবস্থান এখন আর অটুট নেই। যুক্তরাষ্ট্র এখন থেকে এ মৌলিক সমস্যাটির মুখোমুখি হতেই থাকবে। পাশাপাশি ইরান ও উত্তর কোরিয়ার মতো রাষ্ট্র এবং আইএস ও আল কায়েদার মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর হুমকিও মোকাবিলা করতে হবে। নিজেদের শক্তিমত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে ও মিত্রদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও জোরদার করতে পেন্টাগন বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে জন রড জানান, জাপান, ভারত, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ও ভিয়েতনামের মতো এ অঞ্চলের অনেক দেশের সাথে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও উন্নয়নে অনেকগুলো পদক্ষেপ ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাবমেরিন নির্মাণের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল সাব

ভারত সরকারের 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' উদ্যোগের অংশ 'প্রজেক্ট ৭৫ ইন্ডিয়া'র অধীনে ছয়টি অ্যাটাক সাবমেরিন নির্মাণের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে সুইডেনের প্রতিরক্ষা পণ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সাব। প্রতিষ্ঠানটির মতে, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ উদ্যোগের আওতায় নিজস্ব নকশার ভিত্তিতে কোনো সামগ্রী নির্মাণের পর সরবরাহ করলে তার ৫১ শতাংশের অংশীদারিত্ব পাবে ভারত। ফলে দেশটি সেই নকশা কাজে লাগিয়ে নিজদেশের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একই ধরনের আরও পণ্য উৎপাদন করতে পারবে। যা ওই প্রতিষ্ঠানকে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। তবে সব কিছু জানার পরও দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ু শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ভারতকে সাবমেরিন নির্মাণের এই চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রথমবারের মতো ভিটিওএল-ইউএডি ব্যবহার করতে যাচ্ছে রয়্যাল থাই নেভি

রয়্যাল থাই নেভির আর্টিক্যাল টেক অফ এবং ল্যান্ডিং (ভিটিওএল) সক্ষমতাবিশিষ্ট ক্যামকপ্টার এস-১০০ রোটোরি উইং স্বয়ংক্রিয় এরিয়াল ভেহিকল (ইউএডি) নির্মাণের দরপত্র পেয়েছে স্যেইবেল নামের একটি প্রতিষ্ঠান। রয়্যাল থাই নেভির কাছ থেকে পাওয়া এটিই প্রথম কোনো নির্মাণচুক্তি স্যেইবেলের। স্যেইবেলের পক্ষ থেকে সিইও হ্যানস হ্যাচার এবং রয়্যাল থাই নেভির পক্ষ থেকে ডিরেক্টর জেনারেল নেভাল অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট অফিস প্রাচ্যাচার্ট সিরিসোয়াট এই চুক্তিটিতে সই করেন। পাইলট কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এই ক্যামকপ্টারগুলো স্থল এবং সমুদ্রে আইএসআর অপারেশন (ইন্টেলিজেন্স, সাউইল্যান্স অ্যান্ড রিকনাইসেন্স অপারেশন) পরিচালনায় ব্যবহৃত হবে।

মিয়ানমার নৌবহরে যুক্ত হয়েছে ল্যান্ডিং প্লাটফর্ম

মিয়ানমার নৌবাহিনীর জন্য একটি ল্যান্ডিং প্লাটফর্ম নির্মাণ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার দ্য সান শিপবিল্ডিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। ১২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের এই নৌযানটিকে স্যাটেলাইট থেকে প্রথম পর্যবেক্ষণ করা যায় ২০১৮ সালে, বুসান বন্দরের কাছাকাছি সমুদ্রে। জানা যায় যে ২০১৯ সালের জুলাই মাসেই এটি যাত্রা শুরু করে। স্যাটেলাইটের ছবি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় এই নৌযানটির বিমের দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং এটি কমপক্ষে দুটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার বহনে সক্ষম। মিয়ানমার নৌবাহিনী হিসেবে অ্যাফ্রিফিয়াস অ্যান্ড স্টেশন শিপ একে ব্যবহার করবে এবং এর পেন্যান্ট নম্বর ১৫০১।

রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপস্থাপন রোস্টেক প্রধানের



আগামী বছরগুলোয় রাশিয়া কী ধরনের সমন্বিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অত্যাধুনিক অবকাঠামো গড়ে তুলবে তার একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ব বহুমুখী প্রতিষ্ঠান রোস্টেকের প্রধান সের্গেই কেমেজভ। আরবিবে মিডিয়া গ্রুপে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি এ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর রোস্টেক এখন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা শিল্পখাতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ১৪টি হোল্ডিং কোম্পানির সাড়ে চার লাখ কর্মীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৪টির মধ্যে ১১টি কোম্পানিই প্রতিরক্ষা শিল্পের সাথে জড়িত। গত বছরের আগস্টে কেমেজভের অধীনস্থ কর্মকর্তা

আনাতোলি সেরদিয়ুকভ ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন (ইউএসি) এবং ট্যাংক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান উরালভাগনজাভদের (ইউভিজভ) নাজুক আর্থিক পরিস্থিতির কথা জানিয়েছিলেন। এ অবস্থায় ইউএসিকে আরেক হোল্ডিং কোম্পানি রাশিয়ান হেলিকপ্টারের সঙ্গে একীভূত করা হতে পারে বলে ওই সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন কেমেজভ। এরই মধ্যে ইউএসিতে তিনটি আলাদা গ্রুপ গঠনের বিকল্প আরেকটি পরিকল্পনা বিবেচনা করা হচ্ছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অব্যবহৃত সম্পদ বিক্রি করার চিন্তা রয়েছে তাদের। কেমেজভ আরও জানান, তুরস্ককে রাশিয়ার এস-৪০০ ডিফেন্স ব্যাটারির জন্য যন্ত্রাংশ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে। তবে কী ধরনের যন্ত্রাংশ তুরস্ক নির্মাণ করবে তা তিনি উল্লেখ করেননি। সুখই সু-৩০ এমকেআই ফাইটার, টি-৯০এস এমবিটি এবং ব্রাহমোস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল বিক্রির অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে এস-৩০০ ডিফেন্স ব্যাটারির জন্য যন্ত্রাংশ নির্মাণের বিষয়ে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার আলোচনা হয়েছে।

ভারতীয় ও রুশ কোম্পানিগুলোর সম্পর্ক জোরদারের আশ্বাস দিল্লির

ভারতের স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি বৈশ্বিক বাজারের জন্য সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে রুশ প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোর প্রতি আশ্বাস জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ৫ নভেম্বর মস্কোয় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া-রাশিয়া ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন কনফারেন্সে রাজনাথ সিং এ আশ্বাস জানান। আরও বেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে আগ্রহী করতে প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন খাতে দেশটির সরকার বড় ধরনের সংস্কার এনেছে। মস্কোয় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে রাজনাথ সিং রাশিয়ার প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ সুবিধা গ্রহণের আশ্বাস জানান। পাশাপাশি দেশটির উত্তর প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে দুটি ডিফেন্স করিডোর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে বিদেশি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে রাখা হয়েছে বিশেষ সুবিধা।



সেন্ট মার্টিনের অদূরে ডুবে যাওয়া ফিশিং ট্রলার এফভি মীনসন্ধানীর ১২ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে বানৌজা সমুদ্র জয়

সেন্ট মার্টিনের অদূরে ফিশিং ট্রলার উদ্ধার

৫ নভেম্বর সেন্ট মার্টিনের অদূরে গভীর সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের ধাক্কায় এফভি মীনসন্ধানী নামের একটি ফিশিং ট্রলার ২৪ জন জেলেসহ ডুবে যায়। সংবাদ পেয়ে গভীর সমুদ্রে টহলে নিয়োজিত বানৌজা সমুদ্র জয় ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১২ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জেলেদের টেকনাফে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে নৌবাহিনীর অপর একটি জাহাজ বানৌজা অপরায়েয় দ্রুত উদ্ধারকাজে যোগ দেয়। দীর্ঘ সময় উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার পর তিনটি মৃতদেহ এবং নিখোঁজ নয়জন জেলেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

বঙ্গোপসাগরে ফিশিং ট্রলার থেকে ৫ জেলে উদ্ধার

বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়া একটি ফিশিং ট্রলার থেকে পাঁচজন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ১৯ ডিসেম্বর বানৌজা সাগর কক্সবাজারের মহেশখালী থেকে ১০ মাইল অদূরে ভাসমান অবস্থায় 'ইয়াসিন' নামের ফিশিং ট্রলারটিকে পাঁচজন জেলেসহ উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জেলেরা হলেন মো. ইয়াসিন, ওমর ফারুক, মন্তুল হোসেন, আনসারুল ইসলাম এবং নাজিম উদ্দিন। তারা সকলেই কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার বাসিন্দা। ১৭ ডিসেম্বর ফিশিং ট্রলারটি মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে যাওয়ার পর ইঞ্জিন বিকল হয়ে

তিনদিন সমুদ্রে ভাসতে থাকে। এ সময় জেলেরা পানি ও খাদ্য সংকটে পড়ে এবং বিভিন্নভাবে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে সমুদ্রে টহল কাজে নিয়োজিত থাকা নৌবাহিনী জাহাজ সাগর ভাসমান ফিশিং ট্রলারটি দেখতে পায় এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে জেলেদের উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জেলেদের জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা হয়। পরে বানৌজা সাগর উদ্ধারকৃত জেলেসহ ট্রলারটিকে টেনে কুতুবদিয়া চ্যানেলের কাছে নিয়ে আসে এবং ট্রলারের মালিকের কাছে হস্তান্তর করে।

পদ্মা ট্রলারডুবির ঘটনায় মৃতদেহ উদ্ধার

২২ ডিসেম্বর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের অন্তরমোর এলাকায় পদ্মা নদীতে ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডুবুরি দল। ২১ ডিসেম্বর পাবনা থেকে পাথর বোঝাই একটি ট্রলার রাজবাড়ীর সদর উপজেলার গোড়ার বাজার এলাকায় আসার পথে পদ্মা নদীর অন্তরমোর এলাকায় প্রবল শ্রোত ও অতিরিক্ত পণ্য বোঝাইয়ের কারণে ১০ জন ব্যক্তিসহ ডুবে যায়। এ সময় ছয়জন ব্যক্তি সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও চারজন নিখোঁজ থাকে। পরবর্তীতে খুলনা নৌঘাঁটি তিতুমীর থেকে আট সদস্যের নৌবাহিনীর একটি ডুবুরি দল পদ্মা নদীতে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

উদ্ধারকৃত ব্যক্তির হালাত আদুল শেখ এবং নূর জামাল শেখ। তাদের দুজনের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলায়।

ভোলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের ব্যারাক হস্তান্তর

ভোলা জেলার মনপুরা ও তজুমুদ্দিন উপজেলার গৃহহীন ও ছিন্নমূল জনগণের জন্য নির্মিত ৪২টি ব্যারাক ২৮ নভেম্বর স্থানীয় প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নৌবাহিনী এই ব্যারাক হাউসগুলো নির্মাণ করে। প্রতিটি ব্যারাকে রয়েছে পাঁচটি ইউনিট। প্রতিটি ইউনিটে একটি করে পরিবার

থাকতে পারবে। প্রতিটি ব্যারাকে রান্নাঘর ও বাথরুমের সুবিধা রয়েছে। এতে সর্বমোট ২১০টি গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার মানসম্মত আবাসস্থল পাবে। আনুষ্ঠানিকভাবে এ সকল ব্যারাক স্থানীয় প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, নৌবাহিনীর প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ১০ মে থেকে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এই ব্যারাক নির্মাণের কাজ শুরু করে। এ প্রকল্পের আওতায় নৌবাহিনী বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে আরও ২৮৪টি পাকা ও টিনশেড ব্যারাক নির্মাণ করছে, যা শেষ হলে আরও ১ হাজার ৪২০টি ভূমিহীন পরিবারের বাসস্থান নিশ্চিত করবে।

উদ্ধার, ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা

ঘর্গিঝড় বুলবুল পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি উদ্ধার, ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তায় বরিশাল, বালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরায় পাঁচটি, চট্টগ্রামে তিনটি ও সেন্ট মার্টিনে দুটি যুদ্ধজাহাজসহ নৌকন্টিনজেন্ট ও মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়। খুলনা অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনায় বানৌজা কর্ণফুলী, তিস্তা, পদ্মা, এলসিভিপি ০১২ ও এলসিভিপি ০১৩ মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি চারটি নৌকন্টিনজেন্ট যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত ছিল। এ ছাড়া চট্টগ্রামে বানৌজা শাহজালাল ও শাহ পরান জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হয়। বানৌজা সমুদ্র জয় ও সমুদ্র অভিযান জরুরি ত্রাণসামগ্রী নিয়ে সেন্ট মার্টিনে অবস্থান করে। নৌবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ভোলায় মনপুরা ও তজুমুদ্দিন উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৪২টি ব্যারাক স্থানীয় প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী





ভাসানচরে আশ্রয় নেওয়া জেলেদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

সেন্ট মার্টিনে আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদ আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। খুলনা নৌঅঞ্চল থেকে নিযুক্ত জাহাজগুলো বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দুই হাজার প্যাকেট জরুরি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে। যার প্রতিটি প্যাকেটে ছিল সাড়ে সাত কেজি চাল, দেড় কেজি ডাল, দেড় লিটার সয়াবিন তেল, এক কেজি চিড়া, এক কেজি মুড়ি, আধা কেজি গুড়, আধা কেজি বিস্কুট, দুই লিটার বিশুদ্ধ পানি, দুই ডজন মোমবাতি, দুই ডজন দিয়াশলাই বক্স এবং জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় স্যালাইন ও ঔষধ। এ ছাড়া দুর্গত এলাকাগুলোতে জরুরি চিকিৎসা সহায়তার জন্য পাঁচটি বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। তারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও খাবার স্যালাইন বিতরণের কাজে নিয়োজিত ছিল। পাশাপাশি চারটি নৌকন্টিনজেন্ট যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হয়। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুদ্ধজাহাজ ও নৌকন্টিনজেন্ট ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে প্রস্তুত ছিল। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতায় নৌবাহিনী তিন স্তরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

ভাসানচরে নৌবাহিনীর সহায়তায় রক্ষা পেল তিন শতাধিক জেলে

গভীর সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া সন্দ্বীপ ও হাতিয়ার ৪০টি মাছ ধরা নৌকার প্রায় তিন শতাধিক জেলে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের

কবলে পড়ে ৯ নভেম্বর রাতে ভাসানচরে আশ্রয় নেয়। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে নৌবাহিনীর উদ্যোগে নির্মিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে এ সকল জেলেদের আশ্রয় দেওয়া হয়। এ সময় নৌসদস্যরা তাদেরকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে তীব্র জলোচ্ছ্বাস ও পানির উচ্চতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভাসানচরে জোয়ারের পানি প্রবেশ করতে পারেনি। এর আগে উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের সন্ধান থাকায় সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও আশেপাশের জেলার সকল মাছ ধরার নৌকাকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হয়। এতে প্রায় তিন শতাধিক জেলে ভাসানচরে নির্মিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভাসানচরের নির্মাণকাজে নিয়োজিত প্রায় তিন হাজার শ্রমিকও এখানে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় নৌবাহিনী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ এর আওতায় ৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ সম্পদ রক্ষায় ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ’ অভিযান পরিচালনা করে। উত্তর কুতুবদিয়া, গণ্ডামারা পয়েন্ট, কুতুবদিয়া বাজার, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কালীগঞ্জ, উলানিয়া, ভাসানচর, পটুয়াখালী জেলার লতাচাপলি পয়েন্ট, কলাপাড়া, রাঙ্গাবালী উপজেলা, গলাচিপা উপজেলার পানপাতি পয়েন্ট এবং দশমিনা উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নৌবাহিনীর জাহাজ ও বোট সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন করা হয়। জাহাজগুলোর সদস্যদের বিভিন্ন সেকশনে বিভক্ত করে প্রতিদিন পাঁচ থেকে ছয়টি গ্রুপ বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত করা হয়। নৌবাহিনীর জাহাজের নিজস্ব বোট এবং স্থানীয়ভাবে ভাড়া করা বোট নিয়ে বিভিন্ন নদী ও উপকূলীয় এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী চলতি বছর ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার মিটার জাল এবং ১ হাজার ৯০২ কেজি ইলিশ আটক করেছে, যার আনুমানিক মূল্য ৪৪ কোটি ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। এ ছাড়া ২৯ জন জেলেকে আটক করা হয়। আটককৃত জেলেদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং আটককৃত জাল স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মৎস্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। সংশ্লিষ্ট মৎস্য

কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে আটককৃত মাছ স্থানীয় মাদ্রাসায় দুধ ও এতিমদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান’ এক সমন্বিত পদক্ষেপ। জাতি গঠনে নৌবাহিনীর অঙ্গীকার, নৌসদস্যদের দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও তাদের চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান’ বহুলাংশে সফল ও ফলপ্রসূ হয়েছে। এতে বাজারে ইলিশের সহজলভ্যতা বজায় থাকছে। এভাবেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের বিশাল সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জলদস্যু দমন, বিদেশি মাছ ধরা ট্রলারের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা প্রদানসহ দেশের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিরবচ্ছিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বিদেশি ফিশিং ট্রলার আটক

বানৌজা করতোয়া অপারেশন নির্মূল এবং মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে সমুদ্রে টহলের সময় ২০ অক্টোবর ‘এফভি মা মঙ্গলচক্ৰ’ নামক একটি ভারতীয় ফিশিং ট্রলারকে আটক করে। সমুদ্র টহলে নিয়োজিত থাকায় বানৌজা করতোয়া ১৪ জন ক্রুসহ আটককৃত ফিশিং ট্রলারটি বানৌজা তিস্তার কাছে হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বানৌজা তিস্তা ক্রুসহ আটককৃত ফিশিং ট্রলারটি মোংলা থানায় প্রেরণ করে।

‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০১৯’ চলাকালীন দেশের বিভিন্ন নদনদীতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ কারেন্ট জাল আটক করে নৌবাহিনী





বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফরে আসা জাপান নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ 'জেএস বানজো' ও 'জেএস তাকাশিমা'

শুভেচ্ছা সফরে জাপানের যুদ্ধজাহাজ 'বানজো' ও 'তাকাশিমা'

জাপানের মেরিটাইম সেলুফ ডিফেন্স ফোর্সের দুটি যুদ্ধজাহাজ 'বানজো' ও 'তাকাশিমা' ৬ থেকে ৮ অক্টোবর বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফরে আসে। বাংলাদেশে অবস্থানকালে জাহাজ দুটির অধিনায়ক এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান দূতাবাসের প্রতিনিধিগণ কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিট এবং চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সফরের অংশ হিসেবে জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকগণ বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ সমুদ্র জয়, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি, স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিক্স (এসএমডব্লিউটি), বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটিসহ নৌবাহিনী

পরিচালিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের স্কুল 'আশার আলো' এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া জাহাজ দুটি বানৌজা প্রত্যয় ও বানৌজা দুর্জয় এর সাথে একটি যৌথ সমুদ্র মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। তিনদিনের এ শুভেচ্ছা সফর শেষে জাহাজ দুটি ৮ অক্টোবর দেশে ফিরে যায়।

বিশেষ সমুদ্র মহড়া

২১ থেকে ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশেষ সমুদ্র মহড়া (এসএসইপি)। মহড়ায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি। নৌবাহিনী প্রধান, সহকারী নৌবাহিনী

প্রধান (পার্সোনাল), কমান্ডার বিএন ফ্লিট বানৌজা বঙ্গবন্ধু থেকে মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন। এসএসইপির কর্মসূচি অনুযায়ী ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার, ফ্রাসিং অ্যান্ড রিসিডিং এক্সারসাইজ, অ্যান্টি এয়ার র‍্যাপিড ওপেন ফায়ার, সারফেস ট্যাকটিক্যাল ফায়ার, টর্পেডো অ্যান্ড রকেট ডেপথ চার্জার ফায়ারিং, ম্যানুভারিং এক্সারসাইজ, মাইন লেইং, রিপ্রানিশমেন্ট অ্যাট সি, অ্যান্টি শিপ মিসাইল ডিফেন্স এক্সারসাইজ, মিসাইল গাইডেড ডিফেন্স এক্সারসাইজ, ইন্ডালুয়েশন আন্ডারওয়ে, ডেক ল্যান্ডিং কোয়ালিফিকেশন, লিড শ্রো ট্রানজিট ও ভিজিট বোর্ড সার্চ অ্যান্ড সিজার মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। এ সমুদ্র মহড়ায় বানৌজা প্রত্যাশা, সংগ্রাম, সমুদ্র জয়, যমুনা, সুরমা, ধানসিঁড়ি, প্রত্যয়, স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু,

সমুদ্র অভিযান, নির্ভয়, শৈবাল, কে জে আলী, নির্মূল, শাপলা, দুর্জয়, সাগর, অদম্য, অতন্দ্র, অপরাজেয়, অনিবার্ণ, দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত, আলী হায়দার, ধলেশ্বরী, নিশান, দুর্গম, পদ্মা ও বানৌটা খাদেম অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া

বানৌজা ইসা খান 'স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিক্স' (এসএমডব্লিউটি) এর মিলনায়তনে ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া 'কো-অপারেশন এফ্রোন্ট রেডিনেস অ্যান্ড ট্রেনিং' কারাত-২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক কমান্ডের কমান্ডার লজিস্টিক গ্রুপ (টাস্ক ফোর্স-৭৩) রিয়ার এডমিরাল মারে টাইস উপস্থিত ছিলেন। দুটি পর্বে বিভক্ত এ মহড়ার প্রথম পর্বে ২ থেকে ৩ নভেম্বর বিভিন্ন প্রাক-প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে ৪ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়াটি কমান্ডার বিএন ফ্লিটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ এ প্রশিক্ষণ ও মহড়া বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর মধ্যকার যুগোপযোগী এবং আধুনিক সর্ববৃহৎ মহড়া। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ছাড়াও অন্যান্য উন্নত দেশের নৌবাহিনীর সাথে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী বিভিন্ন সময়ে এ দ্বিপাক্ষিক মহড়াটি



গণচীনে নির্মিত দুটি ফ্রিগেট 'ওমর ফারুক' ও 'আবু উবাইদাহ' সাংহাইয়ের সেনজিয়া শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়

পরিচালনা করে থাকে। এ মহড়ার মূল লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সু-সম্পর্ক আরও উন্নত করা। পাশাপাশি বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুই দেশের নৌবাহিনীর অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন, নিজদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নত প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি লাভ করা। এ প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর একটি এয়ারক্রাফটসহ (পি-এইটএ) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নৌসদস্য এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নৌসদস্যসহ বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াডস্ এবং নেভাল এডভৈশানের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

গণচীনে নির্মিত দুটি ফ্রিগেট নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর

গণচীনে নির্মিত দুটি ফ্রিগেট 'ওমর ফারুক' ও 'আবু উবাইদাহ' বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর সাংহাইয়ের সেনজিয়া শিপ ইয়ার্ডে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে জাহাজ দুটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এবং চীন নৌবাহিনীর ইস্টার্ন ফ্লিটের ডেপুটি

কমান্ড্যান্ট রিয়ার এডমিরাল বাই ইয়াওপিং সহ দুই দেশের নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ দুটির প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১১২ মিটার এবং প্রস্থ ১২.৪ মিটার, যা ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৪ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। প্রতিটি জাহাজ বিভিন্ন আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামে সুসজ্জিত। এ ছাড়া অন্যান্য আধুনিক সমরাস্ত্রের পাশাপাশি জাহাজ দুটিতে রয়েছে সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা, সন্ত্রাস ও জলদস্যু দমন এবং চোরচালান বিরোধী নানাবিধ অপারেশন পরিচালনার সক্ষমতা। নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে যুক্ত হলে নতুন এ যুদ্ধজাহাজ দুটি নৌবাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা বহুলাংশে বাড়াবে।

কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্টের তত্ত্বাবধানে সমুদ্র মহড়া

কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্টের তত্ত্বাবধানে ২৭ থেকে ২৯ নভেম্বর বিভিন্ন জাহাজের অংশগ্রহণে সমুদ্র মহড়া (এসইপি) অনুষ্ঠিত হয়। কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট বানোজা ধলেশ্বরী থেকে মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন। সমুদ্র মহড়ার কর্মসূচি মোতাবেক ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার এমআই-১৭ এর অংশগ্রহণে হিরণ পয়েন্টের অদূরে বানোজা আলী হায়দারে সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এক্সারসাইজ পরিচালনা করা হয়। মহড়ায় একজন সারভাইভারসহ একটি

লাইফ র্যাফট সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। পরবর্তীতে হেলিকপ্টারের উইলিং অপারেশনের মাধ্যমে সারভাইভারকে উদ্ধার করে বানোজা উপশমে স্থানান্তর করা হয়। এ ছাড়া ২৮ নভেম্বর রিপ্লানিশমেন্ট অ্যাট সি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ার অংশ হিসেবে চারটি জাহাজ একসাথে এবিএম পদ্ধতিতে র‍্যাস পরিচালনা করে।

নৌকমান্ডারের ভিবিএসএস এক্সারসাইজ

চতুর্থ নেভাল কমান্ডো স্পেশালিস্ট এবং অষ্টম নেভাল কমান্ডো অ্যাডভান্সড কোর্সের নৌকমান্ডারের অংশগ্রহণে বঙ্গোপসাগরের বহির্নোঙরে একটি মার্চেন্ট শিপে ভিবিএসএস (ভিজিট বোট সার্চ অ্যান্ড সিজার) এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। ভিবিএসএস এক্সারসাইজের মাধ্যমে বহির্নোঙরে অবস্থানরত বিদেশি ও বাণিজ্যিক জাহাজের সুরক্ষা এবং শত্রুপক্ষ আক্রান্ত জাহাজ উদ্ধারে হেলিকপ্টার এবং দ্রুতগামী বোটের সমন্বয়ে এই মহড়া পরিচালিত হয়। এ ছাড়া ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর বানোজা নিভীকে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ফাইনাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ (এফটিএক্স) অনুষ্ঠিত হয়।

অ্যাডভান্সড সিল ও এসবিসিসি কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

স্কুল অব সোয়াডস অ্যান্ড সেন্টারের তত্ত্বাবধানে ২৪ নভেম্বর অষ্টম নেভাল কমান্ডো অ্যাডভান্সড সিল (সি এয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড) এবং চতুর্থ নেভাল কমান্ডো স্পেশালিস্ট সিল ও স্পেশাল বোট কমব্যাট ফ্রু (এসবিসিসি) কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কমান্ড্যান্ট স্কুল অ্যাড সোয়াডস সেন্টার ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ১৬ জুন থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ১৮ সপ্তাহব্যাপী অষ্টম নেভাল কমান্ডো অ্যাডভান্সড (এনসিএ) সিল কোর্সে ১৮ জন, চতুর্থ নেভাল কমান্ডো স্পেশালিস্ট সিল কোর্সে ২০ জন ও এসবিসিসি কোর্সে ৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। অষ্টম নেভাল কমান্ডো অ্যাডভান্সড (এনসিএ) সিল কোর্সে সরকারি সংখ্যা ২০১৫০১৭৫ এম এস জামান, এবি (এনসিটি-৩) ৮০.১৮ ভাগ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়া চতুর্থ নেভাল কমান্ডো স্পেশালিস্ট সিল ও এসবিসিসি কোর্স শেষে সরকারি সংখ্যা ২০০৮০৪৫৫ আবু সুফিয়ান, এলএস (এনসিটি-২) ৮০.৪৮ ভাগ এবং এসবিসিসি কোর্সে সরকারি সংখ্যা ২০১০০০২৪ এম এ আর রিংকু এলএস (এনসিটি-২) ৮৩.৪৩ ভাগ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কোর্স চলাকালীন প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীগণ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার ও চট্টগ্রাম বন্দরে বাণিজ্যিক জাহাজ পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়া 'এক্সারসাইজ কারাত-২০১৯'





বানৌজা নিশানে টর্পেডো লোডিং-আনলোডিং প্রশিক্ষণ

পিওডিঅ্যান্ডএল 'কিউ' এবং ডিঅ্যান্ডএল 'কিউ' কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

বানৌজা ঈসা খানের জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পেটি অফিসার ডিভিশনাল অ্যান্ড লিডারশিপ (পিওডিঅ্যান্ডএল) 'কিউ' ই/২০১৯ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ ১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ক্যাপ্টেন এম এ এ সিরাজী, (এন), পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ২৭ অক্টোবর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮ সপ্তাহব্যাপী এ কোর্সে নৌবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মোট ৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে কনফিডেন্স বিল্ডিং, হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ, সার্ভিস অ্যান্ড ডিভিশনাল ডিউটিজ, সার্ভিস নলেজ, লিডারশিপ, ইন্ট্রাকশনাল টেকনিক, ন্যাশনাল অ্যাফেয়ারস সহ ১২টি বিষয়ের ওপর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে সরকারি সংখ্যা ২০০০৪০০ ফিরোজ আহমেদ, পিও (জিআই) ৮২.১৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। কোর্স চলাকালীন প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীগণ চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন ও চট্টগ্রাম বিমান বাহিনী ঘাঁটি জঙ্ঘরুল হক পরিদর্শন করেন। এ

ছাড়া ১৭ অক্টোবর বানৌজা ঈসা খান হ্যাপারে ডিভিশনাল অ্যান্ড লিডারশিপ (ডিঅ্যান্ডএল) 'কিউ' ডি/২০১৯ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অধিনায়ক বানৌজা ঈসা খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। কোর্সে সরকারি সংখ্যা ২০০৩০০৯২ এম বজলে তওহীদ, আরইএ-৪, ৮১.৫৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বানৌজা নিশানে টর্পেডো প্রশিক্ষণ

৩০ অক্টোবর বানৌজা নিশানে মাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে টর্পেডো লোডিং ও আনলোডিং এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সময় জাহাজের ট্যাজ অফিসার টর্পেডোর লক্ষ্য ও রিকভারি সংক্রান্ত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

ফ্লাইট ডেক অফিসার কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

বিএন ফ্লিট সদর দপ্তরে দ্বিতীয় ফ্লাইট ডেক অফিসার কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর। কমান্ডার বিএন ফ্লিট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত

তিন সপ্তাহব্যাপী কোর্সে ৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে। কোর্স শেষে সাঃ লেঃ আহমেদ রেদোয়ান খান, (এক্স), বিএন (পি নং-৩২১৯) প্রথম স্থান অধিকার করেন। কোর্সে ডে এবং নাইট ল্যান্ডিং এর ওপর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত বানৌজা প্রত্যয়ে ডে ল্যান্ডিং ও নাইট ল্যান্ডিং অনুশীলন করা হয়।

সিরিমোনিয়াল ড্রিল কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

২৬ নভেম্বর বানৌজা হাজী মহসীনে সিরিমোনিয়াল ড্রিল কোর্স-১ এর সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অধিনায়ক বানৌজা হাজী মহসীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত ১২ সপ্তাহমেয়াদি কোর্সে নৌবাহিনীর বিভিন্ন শাখার ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। নৌবাহিনীর বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় ক্ষুদ্রাঙ্গ ব্যবহার করে চিত্তাকর্ষক ও সুশৃঙ্খল ড্রিল প্রদর্শনের মাধ্যমে নৌসদস্যদের পেশাদার ভাবমূর্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কোর্স পরিচালনা করা হয়।

এক্সারসাইজ সেফগার্ড উপলক্ষে বিভিন্ন মহড়া

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক সমুদ্র মহড়া 'এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০১৯' উপলক্ষে ফ্রিগেট, করভেট, ওপিভি, মাইন সুইপার, প্যাট্রল ক্রাফট, মিসাইল বোটসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাহাজ ও ঘাঁটি এবং মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার নৌবহরের বিভিন্ন কলাকৌশল অনুশীলন করে। এরই অংশ হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপের ডুবুরিদের অংশগ্রহণে এসএসডিএস (সারফেস সাপ্লাই ডাইভিং সিস্টেম) অনুশীলন করা হয়। এসএসডিএস ডাইভিং এর মাধ্যমে ডুবুরিরা স্থলের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং এই সিস্টেমের মাধ্যমে ওপর থেকে ডুবুরিকে এয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়। এ

ছাড়া নৌকমান্ডোদের অ্যামবুশ ও হোস্টেজ রেসকিউ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। হোস্টেজ রেসকিউ মহড়ার মাধ্যমে ভিআইপি, ভিভিআইপি প্রটেকশন ও অপহরণকারীদের হাতে জিম্মি ব্যক্তিকে উদ্ধারের কৌশল অনুশীলন করা হয়।

খুলনায় সমুদ্র সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক সমুদ্র মহড়া 'এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০১৯' এর অংশ হিসেবে খুলনা নৌঅঞ্চলে সমুদ্র সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার 'মেরিটাইম ডোমেইন অ্যাওয়ারেনেস' অনুষ্ঠিত হয়। ৫ ডিসেম্বর বানৌজা তিতুমীর ফেয়ারওয়ে মান্টিপারপাস হলে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক শাসন ও নীতি অনুযায়ী বিভাগের ডিন কমডোর এম জিয়া উদ্দিন আলমগীর, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য ও সমুদ্র সম্পদ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ রউফ সহ বিশেষজ্ঞ আলোচকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া অন্যান্যদের মাঝে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মেরিটাইম সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে করণীয়, সমুদ্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় করণীয়, ব্লু ইকোনমির গুরুত্ব, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষায় করণীয়, মেরিটাইম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষায় করণীয়, দেশের জাহাজনির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন, সমুদ্র জরিপ ও গবেষণা কাজের উন্নয়ন, ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ সমুদ্র সম্পদ রক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত মেরিটাইম বিশেষজ্ঞগণ ব্লু ইকোনমির কার্যক্রম

বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে মেরিটাইম খাত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এক্সারসাইজ করপ্যাট এ নৌকমান্ডোদের অংশগ্রহণ

১০ থেকে ১৯ অক্টোবর ভারতের বিশাখাপত্তনমে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌবাহিনীর মধ্যে কো-অর্ডিনেটেড প্যাট্রল/বিলেটারাল এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। এক্সারসাইজে কমডোর সোয়াড্‌স কমান্ডের অধীন বানৌজা নিভীক থেকে স্পেশাল ফোর্সের দুজন কর্মকর্তা এবং ১২ জন নাবিক অংশগ্রহণ করেন।

বানৌজা নিশানে টিডিএল স্থাপন

সম্প্রতি বানৌজা নিশানে নতুনভাবে টিডিএল স্থাপিত হয়েছে। ইতিমধ্যে এর এইচএটি ও এসএটি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবহৃত টিডিএল এর নাম বাংলা-২২।

নৌবাহিনীতে টিডিএল ১১টি সারফেস ইউনিট, তিনটি গ্রাউন্ড ইউনিট এবং দুটি এয়ার ইউনিটে স্থাপিত হয়েছে। টিডিএল হলো একটি নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। এতে অত্যাধুনিক ক্রিপ্টো ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে, যা যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করে। এর মাধ্যমে অল্প সময়ে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে ফোর্সেস ইউনিটগুলোর মধ্যে অ্যাকশন কো-অর্ডিনেশন করা হয়। এ ছাড়া ইউনিটগুলোর অবস্থান, স্থিতি, কৌশলগত দৃশ্য, ট্র্যাক নিয়ন্ত্রণ, অ্যাপ্রোজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন, অ্যাপ্রোজমেন্ট স্ট্যাটাস অর্ডার ইত্যাদি তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় করা হয়।

প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ও ভিডিও এডিটিং কোর্স

৩ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ও ভিডিও এডিটিং কোর্স পরিচালিত হয়। ৩ সপ্তাহমেয়াদি প্রথমবারের মতো



প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ও ভিডিও এডিটিং কোর্সের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ

অনুষ্ঠিত এ কোর্সে নৌবাহিনীর বিভিন্ন পদবির মোট ৩২ জন নাবিক অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে বিভিন্ন মিডিয়া ও ফটোগ্রাফি ইনস্টিটিউটের ছয়জন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের সৃজনশীল ও

দক্ষ ফটোগ্রাফার হিসেবে গড়ে তুলতে ফটো এডিটিং, ভিডিওগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং, সিনেমাটোগ্রাফি, ড্রোন অপারেটিংয়ের কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

জাতিসংঘ মিশনে



লেবাননে বানৌজা বিজয় পরিদর্শনকালে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশান)

সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশান) এর ইউনিফিল মিশন সফর

সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশান) এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর ইউনিফিল (ইউনাইটেড ন্যাশন

ইন্টেরিম ফোর্স ইন লেবানন) মিশন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল বিভিন্ন সামরিক ও অসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সফরকালে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশান) বানৌজা বিজয়ের

কর্মকর্তা ও নাবিকদের মিশনের বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশান) এর এই সফর লেবানন ও ইউনিফিলের সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সামরিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে সহায়ক হবে।

ব্যানএফএমইউ কিউআরএফ পরিদর্শন

১৮ অক্টোবর ফোর্স কমান্ডার লেঃ জেনারেল শৈলেশ সদাশিব তিনাইকার সেক্টর সাউথ এর কিউআরএফ (কুইক রিসপন্স ফোর্স) টিম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে ব্যানএফএমইউ (বাংলাদেশ নেভি ফোর্স মেরিন ইউনিট) কিউআরএফ টিম অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ২৩ অক্টোবর জাতিসংঘের সিওই (কন্টিনজেন্ট অউন্ড ইকুইপমেন্ট) ইন্সপেকশন টিম ব্যানএফএমইউ (জুবা) ইউনিটের ওআরআই (অপারেশন রেডিনেস ইন্সপেকশন) পরিদর্শন করেন।

ব্যানএফএমইউ জুবা ও মালাকালে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

ব্যানএফএমইউ জুবা ও মালাকালে ১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বাদ ফজর বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। পরে প্রাতঃকালীন সমাবেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং নৌপ্রধানের বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। এ ছাড়া দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতিভোজে সকল টিসিসি ট্রেপস কন্ট্রিবিউটিং কান্ট্রি এর



বানৌজা বিজয় পরিদর্শনকালে এমটিএফ এর প্রতিনিধিদল

অধিনায়ক, মনোনীত কর্মকর্তা এবং ইউএন এর বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের অসামরিক সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে প্রীতিভাজে অংশগ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত ভিডিওচিত্র দেখানো হয়।

বানৌজা বিজয়ের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বানৌজা বিজয়ের যৌথ উদ্যোগে লেবাননের বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। লেবাননে বসবাসরত বাংলাদেশি শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশার নিম্ন আয়ের সদস্যগণ এই চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। এ দিন সর্বমোট ৩৮৮ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।

স্টেজ অ্যাট সি প্রশিক্ষণ প্রদান

বানৌজা বিজয় ভূমধ্যসাগরে টহলরত অবস্থায় গত অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে লেবানন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের নেভিগেশন, র‍্যাডার, চার্টওয়ার্ক, ফায়ার ফাইটিং, ম্যানুভারিং, ভয়েস পদ্ধতি এবং ব্রিজম্যানশিপ সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইউনিফিল ম্যান্ডেট অনুযায়ী লেবানিজ নৌবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজে অফিসার ও নাবিকদের বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশ-লেবানন এর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

অপারেশন লাইফ লাইন ও রিভারাইন প্যাট্রল

২৫ সেপ্টেম্বর অপারেশন লাইফলাইন ৩৭ (লেগ-১) এর কনভয় মাস্পালা পোর্ট জেটি থেকে যাত্রা করে মালাকালে পৌঁছায়। অপারেশন লাইফলাইনের প্রতিটি লেগে ব্যানএফএমইউ মালাকাল ইউএন এর রসদ এবং জ্বালানি সরবরাহকারী বার্জগুলোকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথে সার্বক্ষণিক ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে আসছে। এ ছাড়া অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ব্যানএফএমইউ মালাকালের ১১টি রিভারাইন প্যাট্রল ছয়টি গন্তব্যে যাতায়াত করে। প্রতিটি প্যাট্রলে ২-৬টি এলপিসি অংশগ্রহণ করে এবং এতে সর্বমোট ৭১৮ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এসব প্যাট্রলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ইউএনমিস এর উপস্থিতি, এলাকা পরিচিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, কেএলই (কী লিডারশিপ অ্যাপ্রোজিমেন্ট) এবং নদীপথে ফোর্স প্রটেকশন দেওয়া হয়।

অপারেশনাল রেডিনেস এসেসমেন্ট

১৯ ডিসেম্বর ইউএনমিস (ইউনাইটেড ন্যাশন মিশন ইন সাউথ সুদান) সদর দপ্তর থেকে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শক দল ব্যানএফএমইউ-৫ জুবা ইউনিটের অপারেশনাল রেডিনেস এসেসমেন্ট (ওআরএ) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল ব্যানএফএমইউ জুবা ইউনিটের অপারেশনাল, লজিস্টিক, প্রশিক্ষণ এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন।

এমটিএফ কমান্ডার ইভ্যালুয়েশন

২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন লেবাননে নিয়োজিত বানৌজা বিজয়ে এমটিএফ (মেরিটাইম টাস্ক ফোর্স) কমান্ডারস ইভ্যালুয়েশন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে এমটিএফ সদর দপ্তর থেকে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বানৌজা বিজয়ে গমন করেন এবং ইভ্যালুয়েশনের মান পর্যালোচনার পর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

ব্যানএফএমইউ মালাকাল পরিদর্শন

২১ অক্টোবর দক্ষিণ সুদানে নিয়োজিত এসআরএসজি (স্পেশাল রিপ্রিজেন্টেটিভ অব দ্য ইউএন সেক্রেটারি জেনারেল) ডেভিড শিয়ার, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত টমাস হুশেক, জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ ২৭ জনের একটি ডেলিগেশন টিম ব্যানএফএমইউ মালাকাল ইউনিট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকারী দলের জন্য মালাকাল ইউনিট থেকে ফোর্স প্রটেকশনসহ বিশেষ রিভারাইন প্যাট্রলের আয়োজন করা হয়। পরে এসআরএসজি দক্ষিণ সুদানে মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা এবং জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় অতিথিবৃন্দ ব্যানএফএমইউ'র দক্ষতার প্রশংসা করেন এবং জাতিসংঘ মিশনে কর্মতৎপরতার জন্য প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেন।

ব্যানএফএমইউ আন্তঃকন্টিনেন্ট প্রতিযোগিতা

‘বিশ্ব এইডস দিবস-২০১৯’ উপলক্ষে ব্যানএফএমইউ (বাংলাদেশ নেভি ফোর্স মেরিন ইউনিট) জুবা'র আয়োজনে ১৬

থেকে ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃকন্টিনেন্ট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় জুবা কন্টিনেন্টের কর্মকর্তা ও নৌসদস্যগণ ক্রিকেট, ভলিবল, লং টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া ২ নভেম্বর ইন্ডিয়ান এইচএমইসি (হারজনটাল মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি) এর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ব্যানএফএমইউ মালাকাল ও এইচএমইসি এর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে ব্যানএফএমইউ মালাকালকে পরাজিত করে এইচএমইসি চ্যাম্পিয়ন হয়।

বেইস ডিফেন্স মহড়া

ব্যানএফএমইউ মালাকালে ১৩ ডিসেম্বর এরিয়া বেইস ডিফেন্স মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ঘাঁটির নিরাপত্তা রক্ষা এবং আইডিপি পরিচালনার ওপর বাস্তবভিত্তিক ধারণা প্রদান এবং মহড়া পরিচালনা করা হয়। মহড়ায় সকল শিপস কোম্পানি অংশগ্রহণ করে এবং সংকটকালীন সময়ে ঘাঁটির নিরাপত্তা রক্ষার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত্ব করেন।

ইএসকেও বার্জে আশ্বিন নিয়ন্ত্রণে মালাকাল ইউনিট

৯ অক্টোবর ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) এর ল্যান্ডিং সাইটে একটি ইএসকেও বার্জে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এ সময় মালাকাল ইউনিটের সদস্যরা চারটি বোটের সাহায্যে আশ্বিন নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে মালাকাল ইউনিটের এইচএফইপি (হারবার ফায়ার ইমার্জেন্সি পার্টি) ও বোটপুল থেকে অতিরিক্ত কর্মীদের সমন্বিত চেষ্টায় আশ্বিন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ইএসকেও বার্জে অগ্নি নির্বাপণে ব্যানএফএমইউ মালাকাল ইউনিটের নৌসদস্যরা





ভারত সফরকালে নৌপ্রধান এডমিরাল করমবীর সিং এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী

নৌপ্রধানের ভারত সফর

পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী ৭ ডিসেম্বর ভারতে যান। ১০ ডিসেম্বর তিনি ভারতের নৌপ্রধান এডমিরাল করমবীর সিং এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় দুই দেশের মধ্যকার যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়া ও শুভেচ্ছা সফর আয়োজন, সমুদ্র জরিপ কার্যক্রমে পারস্পরিক সহযোগিতাসহ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিতব্য ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম (আইওএনএস), আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া মিলান-২০২০ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এর আগে নৌপ্রধান নয়াদিল্লীর ভারতীয় নৌবাহিনী সদর দপ্তরে পৌঁছালে নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। সফরকালে নৌপ্রধান ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, দেশটির চিফ অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান ও সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল রাকেশ কুমার সিং, প্রতিরক্ষা সচিব অজয় কুমার, সাউদার্ন নেভাল কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ ভাইস এডমিরাল অনিল কুমার চাওলা, ইস্টার্ন নেভাল কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ ভাইস এডমিরাল অতুল কুমার জৈনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া সফরের অংশ হিসেবে নৌপ্রধান ভারতের ন্যাশনাল ওয়ার

মেমোরিয়াল, গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই), দেশটির নৌবাহিনী জাহাজ (আইএনএস গারুদা, আইএনএস ফ্রনাচারিয়া, আইএনএস সাতাবাহানা, আইএনএস শিভালিক ও আইএনএস ডিগা) এবং প্রশিক্ষণ ঘাঁটিসহ কোচিন শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করেন। নৌপ্রধানের এ সফরের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মধ্যকার পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নসহ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

সি পাওয়ার কনফারেন্সে নৌপ্রধানের অংশগ্রহণ

অস্ট্রেলিয়া নৌবাহিনীর উদ্যোগে সিডনিতে অনুষ্ঠিত ‘সি পাওয়ার কনফারেন্স-২০১৯’ এ অংশ নিতে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি ৭ থেকে ১৫ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া সফর করেন। কনফারেন্সে বৈশ্বিক সমুদ্র নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সমুদ্র নিরাপত্তা ও সমুদ্রজীবী মানুষের নিরাপত্তা জোরদারে সমুদ্রতীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আলোচনা হয়। নৌপ্রধান কনফারেন্সে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি অস্ট্রেলিয়ার নৌপ্রধান ভাইস এডমিরাল মাইকেল নুনান, ফ্রান্সের নৌবাহিনী

প্রধান এডমিরাল ক্রিস্টোফি প্রাজুক, যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের প্রধান ভাইস এডমিরাল উইলিয়াম বিল মার্জ এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর ইস্টার্ন নৌ কমান্ডের প্রধান ভাইস এডমিরাল অতুল কুমার জৈনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি তিনি কনফারেন্সে আগত অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সাথেও মতবিনিময় করেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বার্ষিক পরিদর্শন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে ২০১৯ সালের বার্ষিক পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষগণ এ বার্ষিক পরিদর্শন করেন।



সাবমেরিনের বার্ষিক পরিদর্শনকালে বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন নৌবাহিনী প্রধান

এতে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ গার্ড ও ডিভিশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ ডিভিশনের মান, জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মান পর্যবেক্ষণ এবং জাহাজের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড, প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও নাবিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পরিদর্শন শেষে স্ব-স্ব জাহাজ ও ঘাঁটিতে জেনারেল অ্যাভলেশান অনুষ্ঠিত হয়। পরে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। বানোজা ইসা খানের বার্ষিক পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয় ১৮ নভেম্বর। এ সময় নৌপ্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি ডিভিশন পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি নাবিক কলোনি-১ ও ২ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি জেনারেল অ্যাভলেশান ও প্যাসিভ ডিফেন্স মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন। এ ছাড়া একই দিন তিনি বানোজা নবযাত্রা ও বানোজা জয়যাত্রা পরিদর্শন করেন।

চট্টগ্রাম বোটক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চট্টগ্রাম বোটক্লাবের ‘বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৯’ ২৬ অক্টোবর সিবিসি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোট ক্লাবের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী। অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বোট ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপকমিটির



বানৌজা শেখ মুজিব বেলম্যান হাঙ্গারে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান ও বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট

সদস্যবৃন্দ এবং নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। সভায় গত এক বছরে চট্টগ্রাম বোট ক্লাবের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরা হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সভা শেষে ক্লাবের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধান এবং প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ ক্লাবে নবনির্মিত একটি থ্রিডি সিনেপ্লেক্স, বারবিকিউ পয়েন্ট ও কিডস জোন উদ্বোধন করেন। পরে প্রধান অতিথি বোট ক্লাব আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

সশস্ত্র বাহিনী আয়কর মেলা

উন্নততর কর রাজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও কর অঞ্চল-৯ ঢাকার যৌথ উদ্যোগে ঢাকা সেনানিবাসের সেনা মালঞ্চে ‘সশস্ত্র বাহিনী আয়কর মেলা-২০১৯’ আয়োজন করা হয়। ২৬ থেকে ২৭ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও এনবিআর চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী নৌপ্রধান (লজিস্টিকস) রিয়ার এডমিরাল এম লোকমানুর রহমান, এনবিপি, এনজিপি, এনডিইউ,

পিএসসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর অঞ্চল-৯ ঢাকার কর কমিশনার মো. মাহমুদুর রহমান। মেলায় কর অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আন্তঃবাহিনী সংস্থায় কর্মরত ও এলপিআর ভোগরত সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত আয়কর প্রতিবেদন দাখিল করেন।

প্রমোশন সেলিব্রেশন

১৪ নভেম্বর বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হাঙ্গারে ঢাকা নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তাদের ‘প্রমোশন সেলিব্রেশন-২০১৯’ অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ৬ নভেম্বর বানৌজা ঈসা খান হাঙ্গারে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রমোশন পার্টির আয়োজন করা হয়। উভয় অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. আফরোজা আওরঙ্গজেব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

নৌপ্রধানের বানৌজা নিতীক পরিদর্শন

২৬ অক্টোবর নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম,

পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি বানৌজা নিতীক পরিদর্শন করেন। এ সময় ঘাঁটির কনফারেন্স রুমে সোয়াডসের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্রিফিং, বিভিন্ন সরঞ্জামাদির ওপর সম্যক ধারণা প্রদান এবং বিভিন্ন এক্সারসাইজের ওপর নৌপ্রধানকে ডেমোনেস্ট্রেশন দেখানো হয়।

নৌবাহিনী প্রধানের বানৌজা শের-ই-বাংলা পরিদর্শন

নৌপ্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি ১৪ নভেম্বর নির্মিতব্য ঘাঁটি

বানৌজা শের-ই-বাংলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটির বিভিন্ন নির্মাণকাজের অগ্রগতির ওপর নৌপ্রধানকে ব্রিফিং করা হয়। এ সময় নৌবাহিনী প্রধান কম্পট্রাকশান সাইটের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালীন নৌপ্রধানের সফরসঙ্গী হিসেবে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (লজিস্টিকস), পূর্ত পরিচালক সেনা সদর, পরিচালক পূর্ত এবং পরিচালক নৌপরিবহন উপস্থিত

বানৌজা নিতীকে নৌবাহিনী প্রধান ডাইভিং সরঞ্জামাদি পরিদর্শন করেন





বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও বীর বিক্রম শহীদ মহিবুল্লাহ এর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে গার্ড অব অনার প্রদান করছেন কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া

ছিলেন। এ ছাড়াও কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।

নৌপ্রধানের আইএফএফ সেন্টার পরিদর্শন

৬ নভেম্বর আইডেন্টিফিকেশন অব ফ্রেন্ডস অর ফো (আইএফএফ) সেন্টার পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি। এ সময় কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড তাঁকে স্বাগত জানান। পরিদর্শনকালে কমান্ড্যান্ট আইএফএফ সেন্টারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নৌপ্রধানকে আইএফএফ সেন্টারের কর্মপরিধি ওপর ব্রিফিং প্রদান করেন।

দুই খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার শাহাদত বার্ষিকী পালন

খুলনায় শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও গার্ড অব অনার প্রদানের মাধ্যমে ১০ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাত্তর্যের সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও বীর বিক্রম শহীদ মহিবুল্লাহ এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত হয়। পরে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ দিন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন এর নামে নামকরণকৃত বানোজা শহীদ রুহুল আমিনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এ ছাড়া বাদ যোহর খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল মসজিদে শহীদ বীর

মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত, দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সহকারী নৌপ্রধানের (পার্সোনেল) চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর

১৪ অক্টোবর সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফরকালে তিনি বানোজা ঈসা খানে নির্মাণাধীন বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলসহ ঘাঁটির অধিনায়ক উপস্থিত ছিলেন।

নৌঅঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাত্তর্যের মধ্য দিয়ে ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতিবছরের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দিবসটি পালিত হয়। দিবসের শুরুতে সকল নৌঅঞ্চলের মসজিদে বাদ ফজর দেশের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা, এনপিপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও শহীদ মহিবুল্লাহ বীরবিক্রমের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষে বরিশালের বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বানোজা কর্ণফুলী, খুলনার রকেট ঘাটে বানোজা পদ্মা এবং মোংলার দিগরাজ নেভাল বার্থে বানোজা তুরাগ দুপুর দুইটা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বসাধারণের পরিদর্শনের

জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। পরবর্তীতে বানোজা তিতুমীর নেভাল বার্থ সংলগ্ন রিভারভিউতে আয়োজিত বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খুলনা নৌঅঞ্চলের বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবারের সদস্য এবং সামরিক ও অসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

সহকারী নৌপ্রধানের (ম্যাটেরিয়েল) বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন

সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়েল) রিয়ার এডমিরাল এম মঈনুল হক, এনপিপি, এনএসডব্লিউসি, পিএসসি চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফরের অংশ হিসেবে ১৩ অক্টোবর বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ডের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি চট্টগ্রাম নেভাল বার্থ-১ এবং ২ এর নির্মাণকাজ পর্যবেক্ষণ করেন। নেভাল বার্থ পর্যবেক্ষণ শেষে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়েল) ডকইয়ার্ডের জেনারেল ম্যানেজার ইয়ার্ড সার্ভিসকে নির্মাণাধীন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সহকারী নৌপ্রধানের (অপারেশান) চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর

৪ নভেম্বর সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশান) চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফরের অংশ হিসেবে তিনি চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের নেভাল বার্থ-১ এবং নির্মাণাধীন ডকইয়ার্ড বিওকিউ এর

কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল এবং সিএসডি সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী নৌবাহিনী প্রধানের (অপারেশান) খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

বানোজা তিতুমীরের ওয়ার্ডরুমের ব্যাংকুয়েট হলে বার্ষিক সমুদ্র মহড়া 'এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০১৯' উপলক্ষে ২৩ ডিসেম্বর সেন্ট্রাল ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশান) উপস্থিত ছিলেন। খুলনা নৌঅঞ্চলে আয়োজিত সভায় আলোচক কর্মকর্তাবৃন্দ 'এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০১৯' এর ওপর আলোকপাত করেন। সভায় কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া, কমসাব, কমসোয়াডস, কমফোর্ট ওয়েস্ট এবং নৌসদর দপ্তর থেকে আগত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণসহ খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিসিএস ক্যাডারদের বিএনএ পরিদর্শন

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস ক্যাডারের ৭৪ জন কর্মকর্তা ১ অক্টোবর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে একাডেমিক ভবনের অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও সামগ্রিক কার্যক্রমের ওপর ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। ব্রিফিং শেষে পরিদর্শনকারী দল আধুনিক স্থাপত্যকলার নান্দনিক নিদর্শন

চট্টগ্রাম নেভাল বার্থের নির্মাণকাজ পর্যবেক্ষণকালে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়েল)





বানোজা শহীদ মোয়াজ্জেম অফিসার ক্যাডেটদের প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ (পিএলএক্স)

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেলরুম, ল্যাপটপ, ল্যাব, সায়েন্সল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাবসহ একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করেন।

সকল নৌঅঞ্চলে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে মহান বিজয় দিবস-২০১৯ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর বাদ ফজর সকল নৌঅঞ্চলের মসজিদে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত, দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে এবং খুলনার বানোজা তিতুমীর ও বাগেরহাটের বানোজা মোংলা ঘাঁটিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এ দিন চট্টগ্রাম নেভাল জেটিতে বানোজা সমুদ্র অভিযান, খুলনার বিআইডব্লিউটিএ রকেট ঘাটে বানোজা পদ্মা, মোংলার দিগরাজ নেভাল জেটিতে বানোজা সাঙ্গু এবং বরিশালের বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বানোজা কর্ণফুলী সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

অফিসার ক্যাডেটদের সহশিক্ষা কার্যক্রম

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বিভিন্ন সেমিস্টারের অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারগণ ১৩ থেকে ১৭ অক্টোবর বানোজা শহীদ মোয়াজ্জেম অনুষ্ঠিত

সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মপ্রত্যয়ী ও দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বোটপুল কার্যক্রম, ফায়ারিং ও সার্ভাইভাল অনুশীলন করানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বানোজা শহীদ মোয়াজ্জেম বোটপুলে সেইলিং, পুলিং, পাওয়ারবোট হ্যান্ডলিং, ক্যানুয়িং প্রভৃতি প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিকূল অবস্থায় স্থায়বুদ্ধিবৃত্তিক অভীক্ষাকে কাজে লাগিয়ে বিপদসংকুল পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্য করে তুলতে প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ (পিএলএক্স) পরিচালনা করা হয়। পরে সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল ফোর্সের বানোজা নিভীক পরিদর্শন

এক্সারসাইজ টাইগার শার্ক-৩৮ এর প্রি ডিপ্লয়মেন্ট সাইট সার্ভের (পিডিএসএস) উদ্দেশ্যে ১৩ অক্টোবর ইউএস নৌবাহিনীর সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বানোজা নিভীকে আগমন করেন। পরে সোয়াড্‌স কনফারেন্স হলে প্রতিনিধিদলের সাথে সোয়াড্‌স কমান্ডের কর্মকর্তাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে প্রতিনিধিদল ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ এর অধিনায়কের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং বানোজা নিভীকের র‍্যাপলিং টাওয়ার পরিদর্শন করেন।

বানোজা শেখ মুজিবের প্রথম কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপন

বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটির প্রথম কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপন করা হয় ৫ নভেম্বর। এ উপলক্ষে বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হ্যাপারে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। প্রীতিভোজে নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকাসহ ঢাকা নৌঅঞ্চলের আমন্ত্রিত কর্মকর্তা এবং ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা, জেসিও, পিও, নাবিক ও অসামরিক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইতালি বিমান বাহিনী প্রধানের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জেম সফর

ইতালি বিমান বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল আলবার্তো রসো তিনজন প্রতিনিধিসহ হেলিকপ্টার যোগে ১৭ অক্টোবর বানোজা শহীদ মোয়াজ্জেম

ঘাঁটিতে আগমন করেন। ঘাঁটির অধিনায়কসহ কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল এ সময় সফরকারী দলকে স্বাগত জানান। সফরকালে প্রতিনিধিদল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জেমের বোট চড়ে কাপ্তাই লেক ভ্রমণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সফর শেষে একই দিন বিকেলে তারা ঘাঁটি ত্যাগ করেন।

সকল নৌঅঞ্চলে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন

যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সকল নৌঅঞ্চলে ১০ নভেম্বর পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে সকল নৌআঞ্চলিক মসজিদ ও নাবিক কলোনী মসজিদে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাত ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদ মাহফিলের পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্ব-স্ব আঞ্চলিক কমান্ডারগণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করেন। এ সময় পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে দেশ, জাতি ও নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ডেপু জ্বর ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা

৩ নভেম্বর বানোজা তিতুমীর ফেয়ারওয়ে মান্টিপারপাস হলে খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গের

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নেভাল জেটিতে বানোজা সমুদ্র অভিযান ঘুরে দেখেন দর্শনাথীরা





বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম সংলগ্ন কাণ্ডাই লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন ঘাঁটির অধিনায়ক

উপস্থিতিতে ডেপু জর ও তার প্রতিকার সম্পর্কে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সার্জন লেঃ কমান্ডার তপন কুমার রায়, বিএন মহামারী মশাবাহিত রোগ ডেপু জরের লক্ষণ, প্রতিকার, প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় তিনি বাড়ির আশেপাশের ঝোঁপঝাড়, জলাশয় পরিষ্কার রাখা এবং পানি জমে থাকে এমন অব্যবহৃত পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, অ্যাকুরিয়াম, বাথরুম বা ফ্রিজের কোণায় পানি জমতে না দেওয়ার জন্য সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। এ ছাড়া জরের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেন।

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সংলগ্ন কাণ্ডাই লেকে ২৫ অক্টোবর রুই, কাতলা ও মৃগেলসহ বিভিন্ন ধরনের মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। ঘাঁটির অধিনায়কসহ সকল কর্মকর্তা এবং নাবিক মাছের পোনা অবমুক্তকরণে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জলসীমায় জাতীয় মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে 'জাতীয় মৎস্য পুরস্কার-২০১৯' পদকসহ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। নৌপ্রধান কাণ্ডাই লেকের উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অবমুক্তকরণের জন্য উক্ত পুরস্কারের অর্থ বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করেন।

'ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান ল' শীর্ষক আলোচনা

২২ অক্টোবর বানৌজা তিউমীরের ফেয়ারওয়ে মান্টিপারপাস হলে 'ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান ল' এর ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েট লিগ্যাল ডিভিশনের (আইসিআরসি) প্রোগ্রাম এডভাইজার কর্নেল (অবঃ) মো. শাহনুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এবং অ্যাসোসিয়েট লিগ্যাল ডিভিশন মাসরুর বিন আনসারী এ সময় 'ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান ল' এর ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটির কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বিভিন্ন সময় কুমিল্লা, রাজশাহী, বরিশাল, মির্জাপুর, বিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ও ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করে। বিএনএ অডিটোরিয়ামে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফিং করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা বিএনএ পরিচালিত সামরিক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এই সময় ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেলরুম, ল্যাপ্সুয়েজ ল্যাব,

সায়েন্সল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করে এবং একাডেমির নান্দনিক ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্টে ভ্রমণ করে। পরে একাডেমির পক্ষ থেকে আগত ক্যাডেটদের মাঝে সৌজন্য স্মারক প্রদান করা হয়।

অফিসার ক্যাডেটদের ট্রেনিং মেস নাইট উদ্‌যাপন

১০ অক্টোবর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ব্যাংকুয়েট হলে প্রশিক্ষার্থী ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার, মিডশিপম্যান ও অফিসার ক্যাডেটদের অংশগ্রহণে ট্রেনিং মেস নাইট অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষার্থীদের নেভাল সেরিমনি ও ফরমাল অনুষ্ঠান বিষয়ক জ্ঞান দানের লক্ষ্যে ট্রেনিং মেস নাইটের আয়োজন করা হয়। মেস নাইটে আইএফএফ সেন্টারের পরিচালক ক্যাপ্টেন মাহমুদুল হক মজুমদার, (এল), পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে একাডেমির সকল কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের নিমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষার্থীদের বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর

২২ অক্টোবর চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এর ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৩০ জন শিক্ষার্থী এবং ২৬ অক্টোবর ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের ৭৬ জন শিক্ষার্থীর একটি দল শিক্ষাসফরের অংশ হিসেবে বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন করে। ৩০ অক্টোবর কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ, অ্যাডজুটেন্ট, অনুযদ

সদস্যসহ ৭০ সদস্যের একটি দল বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন করে। এ ছাড়া নভেম্বর মাসের বিভিন্ন সময়ে পাবনা ক্যাডেট কলেজ, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ ও মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন করে। সফরকালে প্রশিক্ষার্থীরা বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির ট্রেনিং স্কুল, মডেল রুম, চেষ্টার রুম, ওয়ার্কশপ, বোটপুল এবং পিকনিক স্পট এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ঘাঁটি সংলগ্ন লেকে বিভিন্ন ওয়াটারবোর্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষার্থীদের নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন

২৪ নভেম্বর বিমান বাহিনীর ৬৩তম ফ্লাইট সেফটি কোর্সের তিনজন প্রশিক্ষক, ১৩ জন প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তা ও চারজন বিদেশি প্রশিক্ষার্থী নেভাল এভিয়েশন হাঙ্গার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে নেভাল এভিয়েশন কনফারেন্স রুমে প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তাদের নেভাল এভিয়েশনের প্রশিক্ষণ ও অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান করা হয়। পরে প্রশিক্ষার্থীরা এয়ারক্রাফটগুলোর স্ট্যাটিক ডিসপ্লে পরিদর্শন করেন।

ইংরেজি নববর্ষ উদ্‌যাপন

বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হাঙ্গারে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর ইংরেজি নববর্ষ-২০২০ বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী এবং

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ট্রেনিং স্কুলের মডেল রুম পরিদর্শনকালে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা





ফানুস উড়িয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করা হয় ইংরেজি নববর্ষ-২০২০

বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. আফরোজা আওরঙ্গজেব উপস্থিত থেকে সকলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গ নববর্ষ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বর্ণিল আলোকসজ্জা, লেজারবিম শো, র‍্যাফেল ড্র ও তাম্বুলা খেলা ছিল প্রধান আকর্ষণ। একই দিন খুলনা ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইংরেজি নববর্ষকে বরণ করা হয়।

ওয়ার ফেয়ার সেমিনার

বিএন ডকইয়ার্ড রিক্রিয়েশন হলে থেলোস নেদারল্যান্ডসের উদ্যোগে ৪ ও ৫ নভেম্বর একটি ওয়ারফেয়ার সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাবৃন্দ, এলপিসি/ওপিডি এবং তদূর্ধ্ব জাহাজের অধিনায়ক, প্রিন্সিপাল ওয়ারফেয়ার কর্মকর্তা ও বৈদ্যুতিক শাখার কর্মকর্তাগণ, ঢাকা ও খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং ফায়ার কন্ট্রোল/কমব্যাট সিস্টেমের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের স্বাগত বক্তব্যের

মধ্য দিয়ে দুই দিনব্যাপী এই সেমিনার শুরু হয়। সেমিনারে মডার্ন এডব্লিউডব্লিউ, মডার্ন ইডব্লিউ, মডার্ন এসএসডব্লিউ এর ওপর আলোচনা করা হয়। সেমিনার শেষে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল তাঁর সমাপনী বক্তব্য রাখেন এবং থেলোস নেদারল্যান্ডসের সদস্যদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন।

কুয়েত নৌবাহিনী প্রতিনিধিদলের বানৌজা ঈসা খান পরিদর্শন

কুয়েত নৌবাহিনীর একটি প্রতিনিধিদল ২৭ নভেম্বর ট্রেনিং কারিকুলাম পরিদর্শনের জন্য বানৌজা ঈসা খানের বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুল পরিদর্শন করেন। এর আগে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের পক্ষে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান ঘাঁটির অধিনায়ক। পরে প্রতিনিধিদলকে ঘাঁটির কনফারেন্স রুমে বিভিন্ন স্কুলের ট্রেনিং সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

নৌপ্রধানের বিএনএ পরিদর্শন

১৮ নভেম্বর নৌপ্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ও কমান্ড্যান্ট বিএনএ তাঁকে স্বাগত জানান। বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের প্রকল্প পরিচালক বিএনএ অধিকৃত জমি

এবং মেইন গেট নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত এলাকা ও নকশা সম্পর্কে নৌপ্রধানকে ব্রিফিং প্রদান করেন। ব্রিফিং শেষে নৌপ্রধান প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ উপলক্ষে জাতির পিতার ভাস্কর্য ও হল অব ফেইম পরিদর্শন করেন।

অফিসার ক্যাডেটদের ডিভিশনাল এক্সারসাইজ

২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থী ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার, মিডশিপম্যান ও বিভিন্ন সেমিস্টারের অফিসার ক্যাডেটগণ ডিভিশনাল এক্সারসাইজের অংশ হিসেবে পৃথক পৃথকভাবে কাস্টাই, রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক গমন করেন। প্রথম সেমিস্টারের অফিসার ক্যাডেটগণ বানৌজা শাপলা জাহাজযোগে সমুদ্রে গমন করেন। এ সময় বিভাগীয় কর্মকর্তা, টিউটর ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিদলের বিএনএ ও বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ২৬ নভেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় কমান্ড্যান্ট বিএনএ তাঁদের স্বাগত জানান। পরিদর্শনকারী দল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি

থেলোস নেদারল্যান্ডস আয়োজিত ওয়ারফেয়ার সেমিনারে অন্যান্যের মাঝে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল





নবীন নাবিক বি/২০১৯ ব্যাচের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল) ও কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া

পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেলরুম, ল্যাপ্সুয়েজ ল্যাব, সায়েন্সল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন। ২৭ নভেম্বর প্রতিনিধিদলটি বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ডের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ডকইয়ার্ডের বিভিন্ন শপ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে ডেলিগেশন টিমের প্রধান কমডোর ইঞ্জিনিয়ার আবদুল ওয়াহাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল বালুশি পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন।

জরিপ জাহাজ 'তল্লাশি'র ডি-কমিশনিং

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জরিপ কার্যের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বহরের 'বানৌজা তল্লাশি' জাহাজটিকে ডি-কমিশন করা হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর খুলনার বানৌজা তিউমীর নৌজেটিতে খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী জাহাজটিকে ডি-কমিশন করেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং নাবিকগণ উপস্থিত

ছিলেন। বানৌজা তল্লাশিকে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন করা হয়। জাহাজটি প্রায় ৩৬ বছর বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় সফলভাবে জরিপ কার্য পরিচালনা করে। পাশাপাশি জাহাজটি চোরাচালান, সন্ত্রাস দমন, জটকা নিধন প্রতিরোধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তা প্রদানসহ নিয়মিত বিভিন্ন টহলে অংশ নেয়।

শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নবীন নাবিক বি/২০১৯ ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী উপলক্ষে ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় বানৌজা তিউমীর ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া উপস্থিত ছিলেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তাগণ ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলের চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর

ইউনাইটেড ন্যাশানস পিস কিপিং ক্যাপাবিলিটি রেডিউস সিস্টেম

(ইউএনপিসিআরএস) এর অধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইউনিট/কন্টিনেন্টসমূহের সার্বিক প্রস্তুতি সরেজমিনে দেখতে ৯ ও ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের মূল্যায়ন এবং পরামর্শক দল বানৌজা নির্ভীক পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলের সফর উপলক্ষে কমডোর সোয়াডস কমান্ডারের উদ্যোগে বিভিন্ন মহড়ার আয়োজন করা হয়। মহড়ায় নৌকমান্ডোগণ রেইড ও র‍্যাপলিং এক্সারসাইজ প্রদর্শন করে। একই দিন প্রতিনিধিদলটি পর্যায়ক্রমে বানৌজা ইসা খান, নেভাল এভিয়েশন ও বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি

পরিদর্শন করেন। বানৌজা ইসা খান পরিদর্শনকালে জেসিওস ট্রেনিং ইন্সটিটিউটসহ খাঁটির ট্রেনিং স্কুলগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। পরে নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শনকালে এভিয়েশনের বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে ব্রিফ করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল বিএনএ একাডেমিক উইং, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেলরুম, ল্যাপ্সুয়েজ ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন।

নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী বানৌজা তল্লাশিকে ডি-কমিশন করেন কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া





খুলনা শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য নির্মিতব্য পাঁচটি প্যাট্রল ক্রাফটের কিল লেইং করেন নৌবাহিনী প্রধান

পাঁচটি প্যাট্রল ক্রাফট নির্মাণকাজের উদ্বোধন

২ ডিসেম্বর খুলনা শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য নির্মিতব্য পাঁচটি প্যাট্রল ক্রাফটের কিল লেইং অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি। এই প্যাট্রল ক্রাফটগুলোর দৈর্ঘ্য ৫১.৬ মিটার ও প্রস্থ ৭.৫০ মিটার যা ঘটায় ২১ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম হবে। নির্মাণাধীন এই জাহাজগুলো বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হওয়ার পর উপকূলীয় এলাকায় টহল প্রদান, চোরাচালান দমন, উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধসহ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করবে। পাশাপাশি সরকারের ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে সহকারী নৌপ্রধান (ম্যাটেরিয়েল), মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান, খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার, খুলনা ও যশোর এলাকার উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাসহ খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক উপস্থিত

ছিলেন। উল্লেখ্য, খুলনা শিপইয়ার্ড ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য দেশীয় প্রযুক্তিতে পাঁচটি প্যাট্রল ক্রাফট এবং দুটি লার্জ প্যাট্রল ক্রাফট নির্মাণ করেছে।

বানৌজা ঈসা খানে জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উদ্বোধন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে গড়ে তোলা হয়েছে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারস (জেসিও'স) ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ২৭ অক্টোবর বানৌজা ঈসা খানে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করেন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি। নৌবাহিনীতে কর্মরত জেসিও'দের নিজ নিজ শাখায় পেশাগতভাবে দক্ষ ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এই প্রতিষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নৌবাহিনী প্রধান বলেন, “দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি আর বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক এলাকার ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চৌকস ও দক্ষ প্রশিক্ষিত জনবলের কোনো বিকল্প নেই। নৌবাহিনীর সামগ্রিক উন্নয়নে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে প্রতিটি

স্কুলের আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে সাজানো হচ্ছে। বিশেষত এই প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জেসিও'গণ কর্মক্ষেত্রে আরও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।” উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সশস্ত্র বাহিনীর ‘জেসিও’ পদকে ইতিমধ্যেই প্রথম শ্রেণির (নন ক্যাডার) মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও

বানৌজা ঈসা খানে জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান





নেভাল এভিয়েশানে নবনির্মিত এমপিএ হ্যাঙ্গারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নৌবাহিনী প্রধান

পরিকল্পনায় রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর সক্ষমতা অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফোর্সেস গোল-২০৩০ অনুযায়ী দক্ষ এবং প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার কার্যক্রম চলছে। পাশাপাশি রোড ম্যাপ ২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালনের লক্ষ্যে জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জেসিওগণ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাংগঠনিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। বর্তমানে আন্তঃবাহিনী এবং কোস্ট গার্ডসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও জেসিওগণ অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে নৌবাহিনীর ভাবমূর্তি সমৃদ্ধ করছেন।

নেভাল এভিয়েশানে এমপিএ হ্যাঙ্গারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২১ অক্টোবর নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী নেভাল এভিয়েশান পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি নেভাল এভিয়েশানে এমপিএ

হ্যাঙ্গারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ অন্যান্য সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি ২১ অক্টোবর বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কলেজ ক্যাম্পাসে ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আধুনিক সুবিধা সম্বলিত এই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জিমনেশিয়াম, ইনডোর গেম (ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ভলিবল) এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে একতলা বিশিষ্ট এই কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কোস্ট গার্ডের টাগ বোটের লক্ষ্য

১৪ ডিসেম্বর খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন টাগ বোট-২ (জব নম্বর ৭৪৩) এর লক্ষ্য অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বহরে যুক্ত হবে এই টাগ বোটটি। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উপ-মহাপরিচালক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল জিএম, সকল ডিজিএম, সকল অফিসার ইনচার্জ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক সুবিধা

সম্বলিত এই টাগ বোটটির দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার, প্রস্থ ১০.৪৩ মিটার, ড্রাফট ৪.৮ মিটার এবং ডিসপ্লেসমেন্ট ৫৫৫ মেট্রিক টন। এতে রয়েছে ২,৫০০ অশ্বশক্তির দুটি প্রধান ইঞ্জিন এবং ৮৬ কিলোওয়াটের দুটি জেনারেটর, যা সর্বোচ্চ ১৩ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। এই টাগ বোটটিতে রয়েছে ১৬ জন নাবিকের বাসস্থানের ব্যবস্থা, রয়েছে ইকো সাউন্ডার, জিপিএস, নেভিগেশনাল রাডার। এটি ৩,৫০০ টন লোডের যেকোনো জাহাজকে পুষ/পুল করতে সক্ষম। এ ছাড়া এটি ১০০ মিটার দূরবর্তী জাহাজে অগ্নি নির্বাপণ, বন্দর, নদী এবং পোতাশ্রয় এলাকায় দূষণ প্রতিরোধী স্প্রে নিক্ষেপ এবং স্কট টাগ হিসেবেও কাজ করতে সক্ষম।

মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের উদ্বোধন

২১ অক্টোবর নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি বানোজা পতেঙ্গায় মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে নৌবাহিনী প্রধান স্কুল প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। এ সময় বানোজা পতেঙ্গা ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলটি বানোজা দ্বীপ খানের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে স্কুলটি ১ জানুয়ারি ১৯৯০ থেকে বানোজা পতেঙ্গার অধীনে দ্বীপ খান ট্যাজ স্কুল

সংলগ্ন কক্ষে পরিচালিত হয়। বানোজা দ্বীপ খানে ট্রেনিং ব্লক করার উদ্দেশ্যে পুরানো স্কুলগুলো ভেঙে ফেলায় বানোজা পতেঙ্গায় মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ভবনটি পুনঃনির্মিত হয়। স্কুলটিতে সর্বমোট ১৩টি কোর্স পরিচালিত হয়। বর্তমানে স্কুলটিতে একজন বিদেশি প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ১৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। ১৪ জন প্রশিক্ষক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং অসামরিক মহিলা চিকিৎসকের মাধ্যমে এখানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

হেভি ডিউটি স্পিড বোট ও পাইলট ভেসেলের লক্ষ্য

৫ ডিসেম্বর পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত হেভি ডিউটি স্পিড বোট (রাবনাবাদ-২) এর লক্ষ্য অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা শিপইয়ার্ডের রিভার সাইড পার্কে অনুষ্ঠিত লক্ষ্য অনুষ্ঠানে খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল জিএম ও ডিজিএম, সকল ডিসিই, ওআইসি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক সুবিধা সম্বলিত এই হেভি ডিউটি স্পিড বোটটির দৈর্ঘ্য ৩৪.৯ মিটার, প্রস্থ ৬.৯২ মিটার এবং ড্রাফট ২ মিটার। এতে রয়েছে ১,৫০০ অশ্বশক্তির দুটি প্রধান ইঞ্জিন এবং ১৩০ কিলোওয়াটের দুটি জেনারেটর, যা সর্বোচ্চ ২৫ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। এ ছাড়া ২১ অক্টোবর খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পাইলট ভেসেল তেঁতুলিয়া-২ এর লক্ষ্য অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন শেষে নৌবাহিনী প্রধান মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২তম সাউথ এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেন

এসএ গেমসে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের ফ্ল্যাট দিলেন প্রধানমন্ত্রী

১২তম সাউথ এশিয়ান গেমসে রেকর্ড সৃষ্টি করে স্বর্ণপদক বিজয়ী নৌবাহিনীর কৃতি সঁাতারু মাহফুজা খাতুন শীলা সহ তিনজন খেলোয়াড়কে ফ্ল্যাট উপহার দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উপহারপ্রাপ্ত অপর দুই ক্রীড়াবিদ হলেন সেনাবাহিনীর কৃতি গুটার শাকিল আহমেদ এবং বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির কৃতি ভার উত্তোলক মাঝিয়া আক্তার। ২৪ অক্টোবর গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খেলোয়াড়দের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খেলোয়াড়দের অনুশীলনের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন এবং তাদেরকে আরও একনিষ্ঠতার সাথে খেলাধুলায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে অনুষ্ঠিত ১২তম এসএ গেমসে

নৌবাহিনীর কৃতি সঁাতারু মাহফুজা খাতুন শীলা ৫০ এবং ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে অংশ নিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে দুইটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে দেশের জন্য অনন্য সাফল্য বয়ে আনার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খেলোয়াড়দের এই উপহার প্রদান করেন। তিনি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুবিধার্থে রাজধানী ঢাকায় তাদের জন্য আবাসন সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বদা অত্যন্ত আন্তরিক। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সকল প্রকারের খেলাধুলায় বাংলাদেশ উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করছে।

বার্ষিক টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক 'টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০১৯' এর সমাপনী অনুষ্ঠান ৬ নভেম্বর আঞ্চলিক

টেনিস ও স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ও বানোজা ঈসা খানের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত আট দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট ৪২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পাঁচটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে টেনিস দ্বৈতে কমান্ডার এস এম মেজবাহ উদ্দিন ও কমান্ডার ইমতিয়াজ উদ্দিন মোহাম্মদ সাক্বির জুটি রিয়ার এডমিরাল এম লোকমানুর রহমান ও কমান্ডার এম আনিসুর রহমান জুটিকে ৬-৪, ৬-১ ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। টেনিস এককে ক্যাপ্টেন এম আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার চ্যাম্পিয়ন ও লেঃ কমান্ডার কাজী শাকুর মাহমুদ রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এ ছাড়া ভেটারেন টেনিসের দ্বৈতে খেলায় রিয়ার এডমিরাল এম লোকমানুর রহমান ও ক্যাপ্টেন এম আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার জুটি কমডোর এম বেনজির মাহমুদ ও ক্যাপ্টেন আব্দুল লতিফ জুটিকে ৬-২ ব্যবধানে পরাজিত করেন। অপরদিকে স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় কমডোর এম জামিল হোসেন চ্যাম্পিয়ন এবং ক্যাপ্টেন এম এম রহমান রানার আপ হন। সমাপনী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন।

বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

২৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর 'বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০১৯' এর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমডোর হুমায়ুন কল্লোল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া আট দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট নয়টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল ও বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম দলের মধ্যে চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম দল কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল দলকে ৬১-৫২ পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম দলের এম আর জামান, সিপিও (মিউজ) সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। এ সময় অন্যান্যের মাঝে স্থানীয় পদস্থ কর্মকর্তাগণ ও বিপুল সংখ্যক নাবিক উপস্থিত ছিলেন।

কাবাডি লীগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১৬তম প্রিমিয়ার ডিভিশন কাবাডি লীগে বাংলাদেশ নৌবাহিনী অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ২৫ নভেম্বর রাজধানীর গুলিস্তান কাবাডি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৩৯-৩৭ পয়েন্টে পরাজিত করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন নৌবাহিনী প্রধান





আন্তঃবিভাগ পেশাগত প্রতিযোগিতায় দক্ষতা প্রদর্শন করে নবীন নাবিকেরা

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশানের ব্যবস্থাপনায় ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলা ও সংস্থার মোট ১৫টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রথম লীগ ও সুপার লীগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনী প্রতিটি খেলায় জয়লাভ করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতায় সেনাবাহিনী রানার আপ, বিমান বাহিনী তৃতীয় ও বিজিবি দল চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

কাবাডি প্রতিযোগিতা

১৬ অক্টোবর বানৌজা তিতুমীরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ঘাঁটির ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নৌবাহিনীর 'আন্তঃজাহাজ ও ঘাঁটি কাবাডি প্রতিযোগিতা-২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। ৯ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া আট দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট নয়টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট দল কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া দলকে ৩৩-২৬ পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট দলের এম শফিকুল ইসলাম, এল আরইএন অনবদ্য ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময়

অন্যান্যের মাঝে স্থানীয় পদস্থ কর্মকর্তাগণ ও বিপুল সংখ্যক নাবিক উপস্থিত থেকে কাবাডি প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন।

খুলনায় টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বানৌজা তিতুমীর টেনিস গ্রাউন্ডে ২৭ অক্টোবর 'খুলনা নৌঅঞ্চল টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। টেনিস প্রতিযোগিতায় ১৩ জন এবং স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় ৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে টেনিস এককে লেঃ কমান্ডার সাকুর মাহমুদ চ্যাম্পিয়ন এবং টেনিস দ্বৈতে কমান্ডার নুর-উজ-জামান ও লেঃ কমান্ডার সাকুর মাহমুদ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় লেঃ কমান্ডার সাইফুর রহমান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

২০ থেকে ২৪ অক্টোবর বানৌজা ঈসা খান আঞ্চলিক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিএন ফ্লিটের সকল জাহাজ সাতটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বানৌজা স্বাধীনতা ও বানৌজা প্রত্যয় চ্যাম্পিয়ন

এবং বানৌজা নির্ভয়, মধুমতি ও দুর্জয় রানার আপ হয়। ২৪ অক্টোবর প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে অধিনায়ক বানৌজা সমুদ্র অভিযান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নবীন নাবিক আন্তঃবিভাগ পেশাগত প্রতিযোগিতা

বি/২০১৯ ব্যাচের নবীন নাবিকদের অংশগ্রহণে বানৌজা তিতুমীর নবীন নাবিক পেন্টাথলন গ্রাউন্ডে ৩০ অক্টোবর আন্তঃবিভাগ পেশাগত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় নবীন নাবিকেরা তাদের পেশাগত কর্মকাণ্ডের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করে। কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং বিজয়ী নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার

বিতরণ করেন। এ সময় প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে নবীন নাবিক স্কুল থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন যোগ্য ও দক্ষ নাবিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে নবীন নাবিকদের আহ্বান জানান।

বানৌজা ঈসা খান আন্তঃস্কুল ক্ষুদ্রাত্ম খোলা-জোড়া প্রতিযোগিতা

৩ অক্টোবর আন্তঃস্কুল ক্ষুদ্রাত্ম খোলা-জোড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় এসএ (সেমি অটোমোটিক) রাইফেলে কম্পিউটার স্কুল, এলএমজিতে (লাইট মেশিনগান) গানারি স্কুল ও সিএসএমজি (চাইনিজ সাব-মেশিনগান) খোলা-জোড়া প্রতিযোগিতায় ট্যাঙ্গ স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়। উভয় প্রতিযোগিতায় অধিনায়ক বানৌজা ঈসা খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় ঘাঁটির কর্মকর্তা ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অফিসার ক্যাডেটদের ইন্টারটপ বাস্কেটবল ও বোটপুল প্রতিযোগিতা

১৯ থেকে ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেটদের ইন্টারটপ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অফিসার ক্যাডেটগণ ফক্সল, মেইনটপ ও কোয়ার্টারডেক তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক দল দুটি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ফক্সল ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর বিএনএ বোটপুলে অফিসার ক্যাডেটদের বোটপুল ও

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি বোটপুলে পুলিং বোট প্রতিযোগিতায় অফিসার ক্যাডেটগণ





নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনা আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা পরিদর্শন করছেন কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া

ওয়াটার স্পোর্টস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ক্যানু বোট, পাওয়ার বোট, পুলিশ বোট, সেইলিং বোট চালনার অনুশীলন করা হয়। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যেকোনো পরিস্থিতিতে একাত্মচিত্তে লড়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলা এ প্রতিযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ফক্সল ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বানৌজা ঈসা খানে আন্তঃস্কুল ভলিবল প্রতিযোগিতা

৪ ডিসেম্বর বানৌজা ঈসা খানে আন্তঃস্কুল ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বানৌজা ঈসা খানের সকল স্কুলের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত

পর্বে গানারি স্কুল চ্যাম্পিয়ন এবং পিটি স্কুল রানার আপ হয়। বানৌজা ঈসা খানের নির্বাহী কর্মকর্তা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

২১ নভেম্বর বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনায় 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৯' পালিত হয়। দিবসটিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের ওপর আলোচনা, কবিতা, চিত্রাঙ্কন, কোরআন তেলাওয়াত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরে স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষগণ বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনী

দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। এ ছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আলোচনা, কবিতা, চিত্রাঙ্কন, কোরআন তেলাওয়াত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদানের কথা তুলে ধরা হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। পরে সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

চট্টগ্রামে শিক্ষার মানোন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা

২২ থেকে ২৩ অক্টোবর বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রামে অডিটোরিয়ামে 'শিক্ষার মান উন্নয়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২২ অক্টোবর কলেজ অধ্যক্ষ দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রামের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহিত উল আলম। অন্যান্য আলোচকদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মনজুরুল আলম এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট নাজনীন সরকার সুরভী। কর্মশালায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ কাপ্তাই, নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড

কলেজ চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রামের ২১০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার সমাপনী দিনে কমান্ডার বিএন ফ্লিট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

খুলনায় বিজ্ঞান মেলা

নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনায় ২৮ অক্টোবর 'বিজ্ঞান মেলা ২০১৯' আয়োজিত হয়। মেলায় নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনার প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। মেলায় সর্বমোট ১২৫টি প্রজেক্ট প্রদর্শিত হয়। কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা, এনপিপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করেন। পরে প্রধান অতিথি মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় পঞ্চম বিজ্ঞান উৎসব

বিজ্ঞান দিবসকে সামনে রেখে বিএন কলেজ ঢাকার নেভিয়ানস সায়েন্স ক্লাব ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর দুই দিনব্যাপী 'আইপিডিসি পঞ্চম বিজ্ঞান উৎসব-২০১৯' এর আয়োজন করে। উৎসবের বিভিন্ন ইভেন্টগুলো হলো অলিম্পিয়াড, প্রজেক্ট ডিসপ্লে, ওয়াল ম্যাগাজিন, পাওয়ার পয়েন্ট, ওয়েবপেজ ডিজাইন, এসসিআই-এফআই রাইটিং, রুবিক্স কিউব, আইটি প্রব্লেম সলভ, আই টিম বেজড কুইজ। আইপিডিসি ফাইন্যান্সের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানীর ৫৩টি কলেজের শিক্ষার্থী বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। বিএন কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার বসাক। দুই দিনব্যাপী পঞ্চম বিজ্ঞান উৎসব ২০১৯ এর সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঁইয়া এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আইপিডিসি ফাইন্যান্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোমিনুল ইসলাম। প্রধান অতিথি

বানৌজা ঈসা খান আন্তঃস্কুল ভলিবল প্রতিযোগিতার বিশেষ মুহূর্ত





বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শনকালে নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা

বিজ্ঞান উৎসবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যচিত্র তৈরি

জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রামের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি’ নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছে। শিক্ষার্থীদের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ‘ধারাবাহিক মূল্যায়ন’ এর অংশ হিসেবে এই তথ্যচিত্র প্রস্তুত করে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিষয়ের শিক্ষকগণ সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দশজন করে একেকটি দলে ভাগ করে দেন। প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীরা নিজ

নিজ এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে। পরবর্তীতে তথ্যচিত্রটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

নেভি অ্যাংকরেজ স্কুলের শিক্ষার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

১০ অক্টোবর নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেলরুম, ল্যাপসুয়েজ ল্যাব, সায়েন্সল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাবসহ একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে দেখে।

বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রাতঃকালীন সমাবেশ ও জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময় স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষগণ তাঁদের বক্তব্যে বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আদর্শবান দেশপ্রেমিক হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। দিবসটি উপলক্ষে কলেজ অডিটোরিয়ামে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বক্তব্য প্রদান, মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশাতুর্বোধের পরিচয় তুলে ধরা হয়। এছাড়া গান, কবিতা, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, রচনা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী

‘চেঞ্জ দ্য লেন্স, চেঞ্জ দ্য স্টোরি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০ সেপ্টেম্বর বিএন কলেজ ঢাকা ফটোগ্রাফিক সোসাইটির উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী-২০১৯। অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার এসএটিভি, বার্তা ২৪, দৈনিক ইত্তেফাক এবং ‘রেডিও আমার’ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

বিএন কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার অভিজিৎ বিশ্বাস ও মঈন আহসান। ২৬ সেপ্টেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা থিয়েটার ও গ্রাম থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিন ইউসুফ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোকচিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অফিসার ক্যাডেটদের ইন্টারটপ বডিবিন্ডিং প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অডিটোরিয়ামে ৫ নভেম্বর প্রথমবারের মতো ইন্টারটপ বডিবিন্ডিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিএনএ’তে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তাদের দৈহিক উৎকর্ষতা প্রকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন রকম শারীরিক কসরত প্রদর্শন করে। প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ডেক ডিভিশান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। মিডশিপম্যান শওকত শ্রেষ্ঠ বডিবিন্ডার হিসেবে নির্বাচিত হন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিএন কলেজ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ





বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন

নৌসদর দপ্তরের সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ১২ নভেম্বর পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ডা. আফরোজা আওরঙ্গজেব। এ সময় বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, ঢাকা নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তাদের পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া ১০ নভেম্বর ঢাকা নাবিক কলোনির নোঙ্গর ভবনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট, সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তাদের পত্নীগণ, বানৌপক সংঘ ঢাকা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা এবং সিজিএফডব্লিউএ এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

একই দিন চট্টগ্রাম ও খুলনা শাখা বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা এবং দেশ, জাতি ও নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

চট্টগ্রামে ইনডোর গেমস ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম অডিটোরিয়াম নাবিক কলোনি-২ এ বাংলাদেশ

নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে 'বার্ষিক ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০১৯' এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় নাবিকদের পত্নীগণ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। একই দিন 'শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা-২০১৯' এর পুরস্কার বিতরণ, সুদমুক্ত ঋণের আওতায় কম্পিউটার বিতরণ, সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট

বিতরণ করা হয়। বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা অডিটোরিয়ামের আধুনিকায়ন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. আফরোজা আওরঙ্গজেব ২৭ অক্টোবর

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আলোচককে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছেন প্রধান অতিথি





বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা অডিটোরিয়াম আধুনিকায়নের উদ্বোধন করেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা অডিটোরিয়াম আধুনিকায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় সংঘের চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নাবিকদের পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রেসিডেন্ট বানৌপক সংঘ নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ এর কোমলমতি শিক্ষার্থী, আশার আলো এবং বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি বিএনএফডব্লিউএ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে একটি ফলজ গাছের চারা রোপণ করেন।

চট্টগ্রামে কাউন্সেলিং বিষয়ক আলোচনা

বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখায় ১০ ডিসেম্বর কাউন্সেলিং বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সেলিং কমিটির সচিব বেগম সোনিয়া মোস্তফা কাউন্সেলিং সম্পর্কে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা।

বানৌপক সংঘ ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন

২৯ ডিসেম্বর ঢাকা নাবিক কলোনির নোঙ্গর কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখা নাবিক পরিবারের সদস্যদের উপভোগের জন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ‘মাটির ময়না’ প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া গত ২৪ অক্টোবর ও ২৬ ডিসেম্বর নৌসদরের সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে বিএন লেডিস ক্লাব, ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ এবং নৌকর্মকর্তা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

আশার আলো স্কুল পরিদর্শন

বাংলাদেশে সফররত জাপান নৌবাহিনী কর্মকর্তা ও নাবিকগণ ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। এ সময়

আশার আলো স্কুলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রত্যেক শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।

এ ছাড়া ৫ নভেম্বর রিয়ার এডমিরাল মারে জো টঞ্চ এর নেতৃত্বে ইউএস নৌবাহিনী প্রতিনিধিদল আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা, জেনারেল সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ এবং আশার আলো স্কুলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরিদর্শনকারী দলকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে আশার আলো স্কুলের কনফারেন্স রুমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে ৫ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম শিশু একাডেমিতে ‘২৮তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস’ উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রবর্তক মোড় এলাকায় আয়োজিত র্যালিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত আশার আলো স্কুলের বিশেষ

চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া দিবসটি উপলক্ষে আশার আলো স্কুলে নৃত্য ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন শিক্ষার্থীদের ক্লাস পার্টি

১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ স্কুলের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ক্লাস পার্টির আয়োজন করা হয়। ক্লাস পার্টিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা। এ ছাড়া সংঘের সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সচিব (শিক্ষা) ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ এর কোমলমতি শিক্ষার্থীরা প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানায়। প্রধান অতিথি কেব কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এবং নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ এর বিভিন্ন শ্রেণির কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে সময় কাটান। এ ছাড়া ১৪ নভেম্বর নৌপরিবার শিশু নিকেতন কাপ্তাইয়ের ‘ক্লাস পার্টি ২০১৯’ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান দিলশাদ জাকিয়া খান।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন আশার আলো স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকাগণ





বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখা চেয়ারম্যানের বিদায় সংবর্ধনায় বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান

খুলনায় বিদায় সংবর্ধনা

২৭ ডিসেম্বর বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার সভাপতি আইরিন জামান, বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার সচিব (শিক্ষা) রেশমা শারমিন, সচিব (গণসংযোগ) রেশমা আক্তার, সচিব (রক্ষন) ওয়াহিদা জীনাত, সচিব (সেলাই ও কারিগরি) সাদিয়া আফরীন এবং সদস্য (নোঙ্গর এবং সেলাই ও কারিগরি) কাকলী আলমের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ খুলনা শাখার

চেয়ারম্যান নিশাত রহমান এবং বানৌপক সংঘ খুলনা ও বিএন লেডিস ক্লাব খুলনার সকল কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতনে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ কাপ্তাই উপশাখার উদ্যোগে ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন কাপ্তাইয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান দিলশাদ জাকিয়া খান। এ ছাড়া বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখা ও বিএন লেডিস ক্লাব কাপ্তাই শাখার কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের ব্যবস্থাপনায় 'মহান বিজয় দিবস-২০১৯' উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। একই দিন বানৌপক সংঘ ও বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ এর কোমলমতি শিক্ষার্থী এবং আশার আলো স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিএনএফডব্লিউএ অডিটোরিয়ামে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংঘের চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আবুজি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ ছাড়া বানৌপক সংঘ খুলনা ও কাপ্তাই উপশাখার উদ্যোগে নৌপরিবার শিশু নিকেতনে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফিরাত, আবুজি, হামদ-নাত, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বাফওয়া'র বিএনএ পরিদর্শন

৭ নভেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মহিলা কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সামিনা মেহেলি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বিএনএ ওয়েস্ট পয়েন্ট সমুদ্র সৈকতের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন। এ সময় ঘাঁটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সতীক উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখা আয়োজিত চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রধান অতিথি



লেয়টে গালফের নৌযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম একটি নৌযুদ্ধ এটি। জাপানিদের কবল থেকে ফিলিপাইন দখলের মার্কিন প্রচেষ্টা পার্ল হারবার আক্রমণের পর থেকেই চলছিল। সেই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ফিলিপাইনের লেয়টে দ্বীপ দখলের জন্য অক্টোবরে একটা ব্যাপক নৌ আক্রমণের আয়োজন করে। লেয়টে দ্বীপের পূর্বে লেয়টে গালফ আর উত্তরে ফিলিপাইন সাগরে অবস্থান নেয় তৃতীয় ও সপ্তম নৌ বহর। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন জলসীমায় ১৯৪৪ সালের ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবর ঘটে যায় রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধ।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিজবাহিনীর ছিল ১৬টি ক্যারিয়ার, ১২টি ব্যাটেলশিপ, ২৪টি ক্রুজার, ১৬৬টি ডেস্ট্রয়ারসহ প্রায় ৩০০ জাহাজ এবং প্রায় ১,৫০০ বিমানের বিশাল বহর।

অন্যদিকে জাপানি অক্ষমজির ছিল প্রায় ৬৭টি জাহাজ এবং ৩০০ এর বেশি বিমান। কিন্তু স্থলঘাঁটিগুলো থেকে প্রতিপক্ষের ওপর যুতসই বিমান আক্রমণের মতো অবস্থানগত সুবিধা তাদের ছিল।

২৩ অক্টোবর জাপানি ভাইস এডমিরাল কুরিতা যখন তার সেন্ট্রাল ফোর্স নৌবহর নিয়ে পালাওয়ান দ্বীপ অতিক্রম করছিলেন মার্কিন ডুবোজাহাজ ইউএসএস ডেইস এবং ইউএসএস ডাটার তাদের দেখে ফেলে, আক্রমণ চালায় এবং দুটি ক্রুজার ডুবিয়ে দেয়, তৃতীয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অকস্মাৎ আক্রমণে কাবু হয়ে যায় কুরিতার বাহিনী।

২৪ অক্টোবর সিব্যুয়ান সাগরে কুরিতা বাহিনীর ওপর উপর্যুপরি বিমান আক্রমণ চালিয়ে যায় লুজন দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থানরত মিজবাহিনী। জবাবে লুজন দ্বীপ থেকে এবং সিব্যুয়ান সাগরের কুরিতা বাহিনীও বিমান আক্রমণ করতে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের বহরের ওপর। তবে দিন শেষে জাপানেরই বেশি ক্ষতি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় লাইট ক্যারিয়ার প্রিন্সটনকে হারানো, অন্যদিকে মুশাশী, নাগাতো, ইয়ামাতোসহ অনেকগুলো যুদ্ধজাহাজ হারায় জাপান। এর চেয়েও বেশি ক্ষতি হয় ওদের বিমান বহরের। এবং দিনশেষে কুরিতা বাহিনী পিছু

হটে থাকে দক্ষিণে সান বার্নাদিনো প্রণালির দিকে। কুরিতা পরিকল্পনা করেন, পূর্ব পাশে বেরিয়ে এসে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরকে হামলা করবেন।

অন্যদিকে আরও দক্ষিণে, সুরিগাও প্রণালি দিয়ে একইভাবে পূর্ব দিকে লেয়টে গালফে আসছিলেন জাপানের সাউদার্ন ফোর্সের এডমিরাল নিশিমুরা। ২৫ তারিখের সংঘটিত যুদ্ধই হচ্ছে শেষবারের মতন দুটি যুদ্ধজাহাজের সম্মুখসমর। এদিনের যুদ্ধে নিশিমুরার বাহিনী একাই লড়ে যায়, কারণ কুরিতার বাহিনী তখনও অনেক উত্তরে আর দক্ষিণে এডমিরাল শিমা'র নৌবহরও বেশ পিছিয়ে ছিল। ফলতঃ ব্যাপক টর্পেডো আক্রমণে ধরাশায়ী হয় জাপানের দুটি ব্যাটলশিপ। একটি ব্যাটলশিপ আর তিনটি ডেস্ট্রয়ার ডুবে যায় আর শেষ পর্যন্ত নিশিমুরার সাতটি জাহাজের একটি মাত্র রক্ষা পায়, তাও সেটি আবার পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের ডুবোজাহাজ ব্র্যাকফিনের পাল্লায় পড়ে ধ্বংস হয়। শিমা'র জাহাজগুলো দেহিতে এসে যোগ দেয় এবং এ যাত্রা রক্ষা পেলেও পরে লেয়টে গালফে ধরাশায়ী হয়।

কুরিতা বাহিনী সমর দ্বীপের উত্তরের সান বার্নাদিনো দিয়ে বেরিয়ে এসে লেয়টে গালফের দিকে এগোতে থাকে। লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীকে ঠেকানো যাতে তারা কোনোভাবেই লেয়টে দ্বীপে ভিড়তে না পারে। ২৫ তারিখ সমর দ্বীপের এই যুদ্ধে কুরিতা বাহিনীকে প্রথম আক্রমণ করে রিয়ার এডমিরাল স্প্যাগের

বহরের একটি দুর্বল মার্কিন ডেস্ট্রয়ার জনস্টন। এরপর শুরু হয়ে যায় উপর্যুপরি বিমান হামলা এবং টর্পেডোর

আঘাত। কুরিতা বাহিনী এতটা বিশাল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এর পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন দলের সাথে যোগাযোগেও বেশ ঝামেলা হচ্ছিল। জাপানের বিমান সংখ্যাও তখন অনেক কমে এসেছে। তাই অগত্যা কুরিতা তার অবশিষ্ট মাত্র দুটো ব্যাটেলশিপ নিয়ে তৃতীয় নৌবহর এসে পৌছানোর আগেই উত্তরে সরে যান। এই পর্য্যুদন্ত অবস্থাতে লুজন দ্বীপে অবস্থানরত এডমিরাল তাকিজিরো ওনিশি কামাকিজি আক্রমণের সূচনা করেন লেয়টে গালফে এবং সমর দ্বীপের পাশে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের রণতরীগুলোয়। আত্মঘাতী এই হামলায় প্রথম পরাস্ত হয় মার্কিন রণতরী সেইন্ট লো।

অন্যদিকে ২৫ আর ২৬ তারিখ আরও উত্তরে এনগাজো অন্তরীপে জাপানি নর্দান ফোর্সের এডমিরাল ওজাওয়া'র সাথে যুগপৎ লড়তে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি টাক্স ফ্রপ। এই নর্দান ফোর্সের অবস্থান অনেক দেরিতে টের পায় মিজবাহিনী। ২৫ তারিখ ভোরে অতর্কিত আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর বেকায়দায় পড়ে যায় কারণ তখন ওরা নিশিমুরার বাহিনীকে মোকাবিলায় ব্যস্ত। একধরনের বিভ্রান্তি এবং সিদ্ধান্তহীনতায় মার্কিন নৌবহর সঠিক রণকৌশল প্রয়োগে অনেক দেরী করে ফেলে। তারা না পারে ওজাওয়াকে মোকাবিলা করতে, না পারে পলায়নরত কুরিতাকে আক্রমণ করতে এবং শেষপর্যন্ত দক্ষিণে সরে আসে। তবে ২৬ তারিখ যুক্তরাষ্ট্র জাপানি লাইট ক্রুজার এবং ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দেয় এবং শেষতক জাপানিরা পিছু হটে। লেয়টে দ্বীপে অবতরণ করে মিজবাহিনী।

এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণহানি প্রায় ৩,০০০ আর জাপানের ১২,৫০০। যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি এবং জাপানের ২৬টি রণতরী ধ্বংস হয়। এই জয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের জন্য কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ লেয়টে গালফ এবং দ্বীপে মিজবাহিনীর অবস্থান সুসংহত হয়। এর ধারাবাহিকতাতেই স্থলে দুপক্ষের আরও বেশকিছু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে লেয়টে দ্বীপ পুরোপুরি মিজবাহিনীর দখলে আসে। ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা, সিদ্ধান্ত এবং রণকৌশল বিশ্বব্যাপী এখনও ব্যাপকভাবে পঠিত এবং আলোচিত হয়।





NOUPARIKROMA

a quarterly publication by
Bangladesh Navy